উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৬০৮.৯৮ (+৪৯.৭৪)

নিফটি : ২৩,৪১২.৬০ (+৩৩.০৫)

অভিভাবক হারাল মোহনবাগান

শেষ শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর ১১

কনভয়ে কাটছাঁট মোদির ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২২°	৩০°	২২°	৩০°	২২°	৩০°	২২°

রাজ্যে গরমের ছুটি বাড়ল স্কুলে ৫

শিলিগুড়ি ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 14 May 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 353

উদয়ন সেনা নিয়ে কলকাতায় গোপন রিপোর্ট পুলিশের

দুর্নীতির বিচার চায় জনগণ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কেউ নামকাওয়াস্তে ব্যবসায়ী, কেউ লোকদেখানো ঠিকাদার, কেউ বেকার- বাস্তবের যুক্তিতে তাঁদের 'আয়' দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর কথা ছিল তাঁরা প্রত্যেকেই এখন একাধিক বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট, জমির মালিক। গত চার-পাঁচ বছরে তাঁদের অনেকেরই সম্পত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পত্তি বৃদ্ধির জাদুকাঠি লুকিয়ে আছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে। বাস্তবে কাজ না করলেও বিপুল সম্পত্তির মালিক ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা 'উদয়ন সেনা'র সদস্য। মন্ত্রী হওয়ার পর উদয়ন গুহ এবং তাঁর ছেলের পেছনে বডিগার্ডের মতো ঘোরা, ফাইফরমাশ খাটা আর নির্দেশ পেলেই ধমকানো-চমকানো-এই ছিল উদয়ন সেনার কাজ। উন্নয়ন দপ্তরের কাটমানির টাকাতেই ওই সেনাদল গঠন করেছিলেন উদয়ন। তাই কাজ না করলেও ফুলেফেঁপে উঠেছিল তাদের সম্পত্তি। শুধু দিনহাটা নয়, উন্নয়ন দপ্তরের কাটমানিতে পুষ্ট বাহিনী গড়ে উঠেছে উত্তরের জেলায় জেলায়।

তৃণমূলের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যেতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পুলিশও এতদিন উদয়ন সেনার ভয়ে থাকত। পরিস্থিতি বদলাতেই পুলিশের পক্ষ থেকে উদয়ন সেনা নিয়ে গোপন রিপোর্ট পৌঁছেছে কলকাতায়। প্রাক্তন মন্ত্রীর নিজস্ব বাহিনীর খবর ইতিমধ্যেই কানে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনাতেও উদয়ন সেনার সদস্যরা জড়িত ছিল বলেই রিপোর্ট দিয়েছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, তারপরই উদয়ন সেনার তালিকা তৈরির কাজও শুরু করেছে পুলিশ। ওই বাহিনীর মাথাদের চিহ্নিত করে কড়া পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কথা, 'উদয়ন গুহ ও তাঁর বাহিনী এতদিন মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। এবার সব বন্ধ হবে। যারা অন্যায় করেছে আইনি পথে তাদের বিচার হবে।'

এসবের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। শুধু টেন্ডার নয়, দপ্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়াও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির এক ব্যক্তির নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে। উত্তরকন্যার ক্যান্টিনের টেন্ডার অনিয়ম নিয়েও সরব হয়েছেন কর্মীরা। সততার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হওয়া উন্নয়ন দপ্তরের কর্মীদের একাংশ এবারে জোট বেঁধেছেন। নতুন মন্ত্রী এবং তদন্তকারীদের হাতে অনিয়মের নথি তুলে দিতে চাইছেন তাঁরা।

দপ্তরের কর্মীদের ওই অংশ ইতিমধ্যেই পেভার্স ব্লক কেলেঙ্কারির নথি একত্রিত করেছেন। তাতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। অভিযোগ, দপ্তরের আধিকারিকদের কয়েকজন পরিকল্পিতভাবে দীর্ঘদিন

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়নের গালভরা প্রতিশ্রুতির আড়ালে কি তবে নিঃশব্দে লুট হয়েছে কোটি কোটি টাকা? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে এমন সন্দেহই জোরালো হচ্ছে। আজ শেষ কিস্তি।

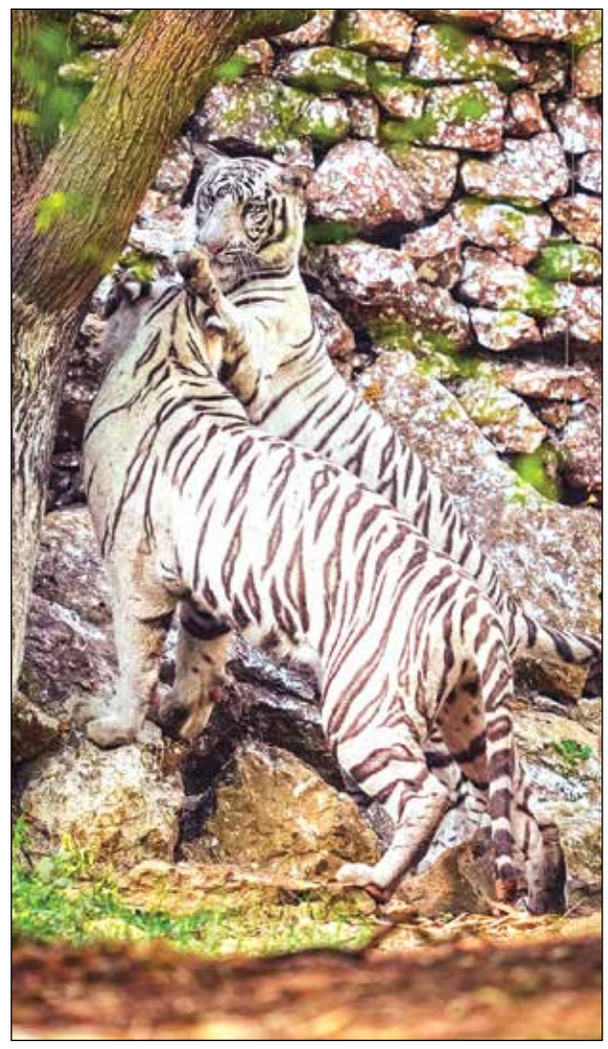

গ্রীষ্মের দুপুরে খুনশুটি দুই সাদা বাঘের। ছত্তিশগড়ের রায়পুরে।

কার হাতে রাশ, তর্জা 'গেরুয়া' দুই শিক্ষক সংগঠনের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : কোনটা আসল শিক্ষক সংগঠন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে দাবি-পালটা দাবির পালা। গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি টিচার্স সেল নামে একটি সংগঠন স্কুল স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু সেই সংগঠনের মান্যতা নিয়ে সংঘের অন্দরে প্রশ্ন রয়েছে। সংঘ দাবি করছে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম) শিক্ষা ও শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করা একমাত্র সংগঠন। এদিকে, টিচার্স সেলের দাবি, তারা দলের নির্দেশেই এতদিন তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। তাই রাজ্যে পালাবদলের পরে এখন স্কুলগুলির ক্ষমতার রাশ হাতে নিতে চাইছে বিজেপি টিচার্স সেল। জমি ছাড়তে রাজি নয় এবিআরএসএম-ও। শেষপর্যন্ত কাদের হাতে সংগঠনের লাগাম থাকে, এখন সেটাই দেখার।

টিচার্স সেল অবশ্য চুপ করে বসে নেই। ইতিমধ্যেই শহরের স্কুলগুলি ঘুরে ঘুরে সেখানকার

শিক্ষকদের তাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে বলছেন সেলের সদস্যরা। বুধবার শিলিগুড়ি কয়েকটি স্কুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। শহরের মার্গারেট স্কুলে গিয়ে টিচার্স সেলের সদস্যরা পরিচালন সমিতি নিয়ে জটিলতার কথা শুনেছেন। জংশনের কাছে দেশবন্ধু হিন্দি হাইস্কুলেও গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে শিক্ষকদের বসার ঘরের পাশে তৃণমূলের পতাকা টাঙানো ছিল। সেই দৃশ্য পছন্দ হয়নি সেলের নেতাদের। এদিন সংগঠনের নেতারা সেই পতাকা খুলে দিয়েছেন।

সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে গেলে টিচার্স সেলের প্রয়োজনীয়তার কথা আগে বলা হয়েছিল। সেইমতো তাঁরা এতদিন কাজ করে গিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের চোখে চোখ রেখে লড়াই চালাতে হয়েছে। সেলের নেতাদের প্রশ্ন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এখন যদি কেউ তাদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাঁরা কোথায় যাবেন?

বিজেপির টিচার্স সেলের তরফে বিশ্বদীপ ঘোষ বলেন, 'দলের অনুমতিতেই কাজ করেছি। বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে শিক্ষকদের দাবিদাওয়া তুলে ধরাই ছিল আমাদের কাজ। এখন সংঘ আমাদের অস্তিত্ব মানবে কি না সেটা তাদের বিষয়। বাকিটা আলোচনা করে দেখা যাবে।'

এরপর দশের পাতায়

শপথেও চমক

বিরোধীদের প্রতি সৌজন্য মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মে : 'তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়...মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে...।' কবি জীবনানন্দ দাশের চেতনায় ধরা সেই পুরোনো ছবি যেন ফিরে এল রাজ্য বিধানসভায়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রথমবার সংসদ ভবনে ঢোকার স্মৃতি উসকে উঠল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বিধানসভায় ঢোকায়।

তবে শুধু আবেগ নয়, মোদির স্টাইলে প্রশাসনেও চমক দিলেন তিনি। ভিআইপি সংস্কৃতির দম্ভ চূর্ণ করে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নিজের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা একধাক্কায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিলেন। তাঁর

দলের বাকি বিধায়করাও বিলাসবহুল গাড়ির মোহ ছেড়ে বাসে চেপে বিধানসভায় পৌঁছালেন শপথ নিতে। চমক ছিল বিরোধীদের প্রতি তাঁর আচরণেও। প্রথম দিনই বলেছিলেন, তিনি সকলের মুখ্যমন্ত্রী হতে চান।

বিধানসভার লবিতে রতুয়ার তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামে যেন সেই বার্তা দিলেন শুভেন্দু। তবে সেই সৌজন্যের আড়ালে অন্য কিছু থাকতে পারে বলেও আভাস মিলেছে। শপথগ্রহণের পর বেশ কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক বুধবার ভিড় করেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। তাঁরা শুভেন্দুকে প্রণামও করেন, যেমন আগে করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

পরে সাংবাদিকদের কাছে শুভেন্দুর মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'বেশ কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক আমাকে বলেছেন, তাঁরা আজ স্বাধীনতা পেলেন।'

এরপর দশের পাতায়

বাংলার শিল্পায়নে কেন্দ্রের মাস্টার প্ল্যান

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই বাংলার অর্থনৈতিক খোলনলচে বদলে ফেলতে সরাসরি আসরে নামল কেন্দ্র। কলকাতায় যখন নতুন সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে, ঠিক তখনই নয়াদিল্লিতে শুরু হয়ে গিয়েছে পূর্ব ভারতের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ। রাজ্যের হৃত শিল্পগৌরব ফেরাতে এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও নীতি আয়োগকে নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকার।

সাতের দশক থেকে যে রাজ্যের শিল্পচিত্রে ক্রমাগত ক্ষয় ধরেছে, সেই বাংলাই একসময় গোটা উপমহাদেশের বাণিজ্যিক স্নায়ুকেন্দ্র ছিল। সেই পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতেই এই মাস্টারপ্ল্যান। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞের দায়িত্বভার সামলাতে চলেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ি। ২০২১ সালে বালুরঘাট থেকে বিপুল ভোটে জিতলেও সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আর

লড়েননি। তবে এবার সরাসরি নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলার শিল্পায়নের এই গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধেই ন্যস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এই 'রি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রোডম্যাপ' বা নয়া শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হল- উৎপাদন শিল্পের পুনরুজ্জীবন, লজিস্টিকস ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, উন্নত নগর পরিকাঠামো তৈরি, নদীপথের বাণিজ্যে জোর এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এই রূপরেখা তৈরির জন্য নীতি আয়োগের অন্দরে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। উন্নয়নের এই রোডম্যাপের আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- কলকাতাকে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির প্রধান গেটওয়ে বা প্রবেশদ্বার হিসেবে তুলে ধরা। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে এই শহর।

বাংলার এই বিপুল শিল্প-সম্ভাবনা নিয়ে শিল্পপতি তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া একটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণার কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, 'বাঙালিরা কেবল চাকরির পেছনে ছোটে- এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।' স্যর আরএন মুখোপাধ্যায় কিংবা স্যর পিসি রায়ের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের কথা উসকে দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাংলা বরাবরই উদ্যোগপতিদের পুণ্যভূমি। সেই উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে এনে কলকাতাকে এশিয়ার বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই এখন সরকারের লক্ষ্য।

শিক্ষা, পুর দুর্নীতিতে চার্জশিটের অনুমতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মে : সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে মনে আছে? উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। পরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। যাঁর নাম জড়িয়েছিল শিক্ষক নিয়োগের অনিয়মে। ক্ষমতায় এসেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের ফাইল খুলল বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। তদন্তে অনুমতি দেওয়ায় ওই দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট দিতে আর কোনও বাধা থাকল না সিবিআইয়ের।

শুধু সুবীরেশ নন, এর ফলে শিক্ষা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক সাহা প্রমুখের বিরুদ্ধেও আদালতে সিবিআইয়ের তৎপরতা শুরু হবে এর ফলে। শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি পুরসভায় চাকরি ও সমবায়ে কেলেঙ্কারির তদন্তও ফাইল চাপা ছিল এতদিন। মোট ৪টি মামলায় সিবিআইকে সবুজ সংকেত দিল বিজেপি সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে বলেন, 'দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও কর্মকর্তাদের বাঁচানোর জন্য পূর্বতন সরকার এই অনুমতি আটকে রেখেছিল। তিনটি দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য আজ সিবিআইকে অনুমোদন দিয়ে দিলাম।' শুধু তাই নয়, বাংলায় যে কোনও দুর্নীতিতে তদন্ত করার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে এখন থেকে

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল মহাতীর্থ যেন শাঁখের করাত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : মাটিগাড়া উপনগরীর উলটোদিকের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে এখন এক অনিশ্চয়তার আবহ। চলতি বছরের শুরুতে এই মাটিতেই রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে হয়েছিল এক স্বপ্নের শিলান্যাস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধের প্রকল্পটির নাম দিয়েছিলেন 'শিলিগুড়ির বুকে মহাকাল মহাতীর্থ'। কিন্তু সময় সত্যিই বড় অদ্ভুত! রাজনীতির পাশা উলটে রাজ্যে এখন ক্ষমতার রাশ বিজেপির হাতে। আর সেই পালাবদলের ঘূর্ণিতে পড়েই থমকে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের এই বিশাল তীর্থক্ষেত্র গড়ার কাজ। কাজ হচ্ছে না এমন নয়, কিন্তু সেই চেনা গতি উধাও।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যে গেরুয়া শিবিরের নেতারা একসময় সরকারি কোষাগারের টাকায় মন্দির নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, আজ ক্ষমতার মসনদে বসে সেই প্রকল্পই তাঁদের কাছে এক নিখুঁত 'শাঁখের করাত'।

এই শাঁখের করাতের একদিকে রয়েছে হিন্দুত্ববাদের প্রশ্ন। যে আদর্শকে হাতিয়ার করে বিজেপি আজ ক্ষমতায়, সেখানে দাঁড়িয়ে একটি মন্দিরের নির্মাণকাজ মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাতে দলের ভাবমূর্তি ধাক্কা খাওয়ার প্রবল আশঙ্কা। অন্যদিকে, নিজেদের আগের অবস্থানে অনড় থেকে সরকারি কোষাগারের বাইরে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ জোগাড় করাটাও এখন এক হিমালয়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। ফলে, সদ্য শপথ নেওয়া শাসকদলের বিধায়ক বা সাংসদ, কেউই মন্দির বাতিল করার কথা মুখে আনতে পারছেন না। বরং পরিস্থিতি সামাল দিতে সকলেই চাইছেন, মন্দিরটি অন্তত হোক।

- রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে শিলিগুড়ির 'মহাকাল মহাতীর্থ'
- সরকারি টাকায় মন্দির নির্মাণের একসময় বিরোধিতা করেছিল বিজেপি
- এখন ক্ষমতায় এসে মন্দির বাতিল করাও তাদের পক্ষে প্রবল চাপের
- মন্দির হোক চাইছে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই

এরপর দশের পাতায়

ওপেন মাইকে খুলছে প্রতিভার দরজা

সৌরভের প্যাশন গিটার বাজানো। দেবিকার কবিতা লেখা। তা আরও বেশি করে সবার সামনে তুলে নিয়ে আসার জন্য তাঁদের ভরসা ওপেন মাইক। দিল্লি, নয়ডা, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, কলকাতার মতো শিলিগুড়িও এখন আস্তে আস্তে পরিচিত হচ্ছে এই ওপেন মাইক আর কোল্যাবের ধারণার সঙ্গে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : জাকির খান, কুণাল কামরা, সময় রায়নাদের নামগুলি জেন জেড-এর কাছে মোটেই অচেনা নয়। আর অচেনা নয় 'ওপেন মাইক', 'কোল্যাব' ইত্যাদি শব্দবন্ধ। এই জাকির, কুণাল বা সময়দের উঠে আসা কিন্তু ওপেন মাইকের কল্যাণে। এখন অবশ্য দেশ-বিদেশের বড় বড় অডিটোরিয়ামে ভর্তি দর্শকদের সামনে তাঁরা পারফর্ম করেন। কে জানে সৌরভ সান্যাল, দেবিকা রায়রাও হয়তো একদিন পৌঁছে যাবেন সেই উচ্চতায়।

ভাবছেন দিবাস্বপ্ন? তা কেন হবে? সৌরভের প্যাশন গিটার বাজানো। দেবিকার কবিতা লেখা। তা আরও বেশি করে সবার সামনে তুলে নিয়ে আসার জন্য তাঁদেরও ভরসা ওপেন মাইক। দিল্লি, নয়ডা, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, কলকাতার মতো শিলিগুড়িও এখন আস্তে আস্তে পরিচিত হচ্ছে এই ওপেন মাইক আর কোল্যাবের ধারণার সঙ্গে।

'না ছেড়ো অব অউর মুঝে তুম, তেরি হাথো কি ম্যায় কাঠপুতলি নেহি...'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

ফুরফুরে একটি বিকেল। হাকিমপাড়ার একটি ক্যাফেতে হালকা আলো-অন্ধকারের খেলা। কারও টেবিলে রাখা 'ক্যাপাচিনো' আবার কারও টেবিলে 'এসপ্রেসো'-এর কাপ। সামনে একফালি জায়গা স্টেজের জন্য বরাদ্দ। সেখানে কী হবে, তা কিন্তু ক্রেতাদের অজানা। কিছুক্ষণ বাদে সেখানে রাখা চেয়ারে হাতে মাইক নিয়ে বসলেন দেবিকা। কবিতা শোনাবেন। কবিতার লাইনে শুনিয়ে দিলেন, তিনি কারও হাতের পুতুল নন।

এই ওপেন মাইকের সুবাদে বিভিন্ন ক্যাফে, পাবে স্ট্যান্ড আপ কমেডি, কবিতা, গল্প বলার সুযোগ মেলে। এর ফলে নাকি সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পড়াশোনা, চাকরির পাশাপাশি

শিলিগুড়ির একটি ক্যাফেতে ওপেন মাইক অনুষ্ঠান।

সময় বের করে চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে শহরে এই 'ওপেন মাইক' সংস্কৃতি তাই শুরু করেছেন একঝাঁক তরুণ-তরুণী। তাঁদের কেউ শহরের, কেউ শহরতলির বাসিন্দা। সেবক রোডের একটি পাবে এক রবিবারের দুপুরে দেখা হল পাকুড়তলা মোড়ের সৌরভ সান্যালের সঙ্গে। হাতে গিটার নিয়ে কখনও গাইছিলেন রূপম ইসলাম আর অনুপম রায়ের গানের ম্যাশ আপ। জানালেন, এই পারফরমেন্স থেকে দর্শকদের ভালোবাসা আর পরিচিতি ছাড়া আর কিছুই পাওনা নেই তাঁর। বরং ওপেন মাইকের আয়োজনে পকেট থেকেও গচ্চা যায় কিছু।

লিখতে ভালোবাসেন ফাঁপড়ি এলাকার বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী দেবিকা রায়। হিন্দি এবং নেপালি ভাষায় কবিতা লেখেন। বলছিলেন, 'মাইকে যখন নিজের লেখা পড়ি তখন আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায়।'

স্টেজে এক-একজনের হাতে সময় থাকে মিনিট পাঁচেক-সাতেক। তার মধ্যেই স্বরচিত শায়েরি, কবিতা পাঠ করেন তাঁরা। প্রায় ২৫-৩০ জন নিয়ে শহরে তৈরি হচ্ছে কিছু কিছু গ্রুপ। হাকিমপাড়া, প্রধাননগর, জংশন এলাকা ছাড়াও সুকনা, শালুগাড়া, শালবাড়ি, গুলমা এলাকাতেও বিভিন্ন ক্যাফে সহ সেবক রোড, দার্জিলিং মোড় এলাকার কিছু পাবের সঙ্গে তাঁরা চুক্তি করেন। ক্যাফে-পাবগুলি এই গ্রুপগুলিকে জায়গা দেয় ওপেন মাইকে পারফর্ম করার জন্য। বদলে গ্রুপগুলি সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেদের পারফরমেন্সের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্যাফে-পাবগুলির হয়েও প্রচার করেন। যাকে বলে কোল্যাব।

এরপর দশের পাতায়

প্লেসমেন্ট ড্রাইভ

নিউজ ব্যুরো

১৩ মে : দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, উত্তরবঙ্গের পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মেগা ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট ড্রাইভের আয়োজন করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সফটওয়্যার ক্ষেত্রের জন্য শিল্পসংযোগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই প্লেসমেন্ট ড্রাইভে টিএইচকে প্রাইভেট লিমিটেড, রয়্যাল এনফিল্ড, মারেলি মাদারসন অটোমোটিভ লাইটিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং জয়সন আনন্দ প্রাইভেট লিমিটেড-এর মতো স্বনামধন্য সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের ২০০-র বেশি পড়ুয়াকে চাকরির অফার প্রদান করা হয়।

ভেনাস ডিসঅর্ডারের চিকিৎসা চালু অ্যাপোলোতে

নিউজ ব্যুরো

১৩ মে : আধুনিক এবং উন্নতমানের ভাসকুলার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য অ্যাপোলো হসপিটালস তাদের গ্রিমস রোডের ফ্ল্যাগশিপ হাসপাতালে সেন্টার ফর ভেনাস ডিসঅর্ডার্স চালুর কথা ঘোষণা করেছে। এই কেন্দ্রটির লক্ষ্য রোগীকেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিরা সংক্রান্ত সমস্ত রোগের সমন্বিত চিকিৎসা প্রদান।

এই কেন্দ্রটিতে ভাসকুলার সার্জারি, রেডিওলজি, ডার্মাটোলজি এবং ক্ষত পরিচর্যা সহ সমস্ত পরিষেবাকে এক ছাদের নীচে নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে রোগীরা সহজে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং ফলো-আপ সংক্রান্ত সমস্ত পরিষেবা পেতে পারেন।

এই কেন্দ্রটি উন্নত ইমেজিং সিস্টেম ও আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে সজ্জিত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/APD/NIT-01(e)/2026-27
e-tender is invited by The Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, College Halt, Alipurduar on behalf of Governor of W.B. for the work mentioned in the NIT under through online tendering process from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents will be available from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in on & from 14.05.2026 after 18:30 hrs. Bid submission end date 28.05.2026 upto 14:00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, Irrigation and Waterways Directorate. ICA-T7607(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-43/(2nd Call)/25-26
Tender ID: 2026_WBPWD_5013954_1
EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: Name of work: SITC of Air conditioning system at Ejlash and Judges Chamber at Dinhata Sub-Divisional Court, Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 19.05.2026 at 11:30 AM. Bid submission Closing Date: 01.06.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 03.06.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T7667(3)/2026

চিকিৎসা

প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট Dr. Pinaki Maiti, MBBS, MD (Medicine) DM (Neurology) শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন। যোগাযোগ - "শিলিগুড়ি মেডিকেল হল" 0353-2538844/96092-25864.

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে 0+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8597584843. (C/121903)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Co. বিভিন্ন পদে ঃ পরিশ্রমী লোক চাই। (S) - 30,000/- পর্যন্ত। 6294053829. (C/121754)

•

কোম্পানিতে TATA ACE-এর জন্য লাইসেন্স সহিত driver প্রয়োজন, Company-এর Product delivery-র জন্য। Salary - 16000/- ও P.F, ESI সহ অন্যান্য সুবিধে। Contact : সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph : 9564017111. (C/121755)

অ্যাফিডেভিট

আমি Suktara Bibi, W/o- Jahiruddin Sekh. আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No. 3753 (B13509), আমার ছেলের নাম ও আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 31/7/2025-এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Umer Faruk থেকে Umer Faruk Sk ও আমার স্বামীর নাম Jahir Sk থেকে Jahiruddin Sekh করা হলো। যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115495)

•

আমি Bishal Biswas, S/o- Prafulla Biswas আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No.- B/2026/0617672, Dt- 16/03/2026 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 8/5/26 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Priya Baishamali থেকে Bibhan Biswas করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121897)

•

I, Biswanath Roy, S/o Khangar Roy of Jogivita, Bhaktinagar, Jalpaiguri, declare by Executive Magistrate, Jalpaiguri Affidavit vide No. 756 date 01.04.2026, that Biswanath Roy & Biswanath Ray as well as Father's name Khangar Roy, Khangar Ray and Khangaram Roy is the same and single identical person. (C/121756)

•

আমি Parimal Roy আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 13/05/26 তারিখে J.M 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Shubham Roy এবং Pralay Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রুপে পরিচিত হইল। (CR No. 121534)

•

I, Sova Rai, D/o Kaley Rai. My daughter's name was wrongly recorded as Anjel Gurung in place of Anjel Rai in her birth certificate, Reg No. 337, dated 03.07.2012. Now by affidavit at Ld 1st Class JM Court, Alipurduar on 06.05.2026, my daughter's name has been rectified from as Anjel Gurung to Anjel Rai. (C/120189)

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (RRBs)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (CEN) সংখ্যা - 01/2026
অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (ALP) পদে নিয়োগ
নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন উল্লেখিত তালিকাটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (ALP) লেভেল-২ পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 14/06/2026। সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবেদনপত্র শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। (https://www.rrbapply.gov.in)।
আবেদন দাখিল করার তারিখ : 15/05/2026
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : 14/06/2026 (23:59 ঘন্টা)

পদের নাম	৭ম CPC অনুযায়ী পে-লেভেল	প্রাথমিক বেতন (টাকা)	পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মেডিকেল মানদণ্ড	01.07.2026 অনুসারে বয়স	মোট শূন্যপদ (সকল রেলওয়ে)
অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (ALP)	2	19,900/-	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	18-30 বছর	11127

দ্রষ্টব্য:
1. প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় তাদের প্রাথমিক তথ্য আধার ব্যবহার করে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং বিলম্ব এড়ানো যায়।
2. আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য আধারের নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণী পাশ করা সার্টিফিকেটে থাকা পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। একইভাবে, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে আপনার নতুন ছবি এবং নতুন বায়োমেট্রিক্স (আঙুলের ছাপ এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
3. এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশক প্রকৃতির, যা কেবলমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থীদের আসন্ন CEN সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য এবং আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা নথিপত্র সহ প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড, পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে বিস্তারিত CEN No- 01/2026 (সময়ে সময়ে জারি করা যেকোনো সংশোধনী সহ) অনুসারে হবে যা নীচে তালিকাভুক্ত RRB-গুলির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একত্রিত ভাবে প্রকাশিত হবে:

CEN No- 01/2026-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবি গুলির ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ https://rrbahmedabad.gov.in/	চেন্নাই https://rrbchennai.gov.in/	মুজাফফরপুর https://rrbmuzaffarpur.gov.in/
আজমের https://rrbajmer.gov.in/	গোরক্ষপুর https://www.rrbgkp.gov.in/	পাটনা https://www.rrbpatna.gov.in/
বেঙ্গালুরু http://www.rrbbnc.gov.in/	গুয়াহাটি https://www.rrbguwahati.gov.in/	প্রয়াগরাজ https://rrbpryj.gov.in/
ভোপাল https://rrbbhopal.gov.in/	জম্মু-শ্রীনগর https://www.rrbjammu.nic.in/	রাঁচি https://www.rrbranchi.gov.in/
ভুবনেশ্বর https://www.rrbbbs.gov.in/	কলকাতা https://www.rrbkolkata.gov.in/	সেকেন্দ্রাবাদ https://rrbsecunderabad.gov.in/
বিলাসপুর http://rrbbilaspur.gov.in/	মালদা https://rrbmalda.gov.in/	শিলিগুড়ি https://www.rrbsiliguri.gov.in/
চণ্ডীগড় https://www.rrbcdg.gov.in/	মুম্বাই https://www.rrbmumbai.gov.in/	তিরুবনন্তপুরম https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/

নং- RRB/J-S/Advt./CEN-01/2026/02
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

গাইড বাঁধের নির্মাণ এবং সুরক্ষা কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১১-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ এসএসই/ওয়ার্কস/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অধীনের সিভক-বাগ্রাকোটের মধ্যে ৩৭/৭-৯ কিলোমিটার স্থিত তীস নদীর ওপরে সেতু নং. ৭৯ এর আপস্ট্রিমে আরজিবির সম্প্রসারণের সঙ্গে গুলমা-সিভকের মধ্যের ২২/৫-৭ কিলোমিটারে স্থিত সেতু নং. ৪০ এর সুরক্ষা কাজের সাথে গাইড বাঁধের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৭৮,৭৯,৮০১.০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১১,৫৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ সিএটিজি-মে-২৬-০৫
মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টলের জন্য ই-অকশন
এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশনঃ এএ/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজেডজিএমইউ-১২৬-২৬-২, খলতিপুর। এবি/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএমইউ-১৯৫-২৬-১, বারহারওয়া।
অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-45/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যানের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ এমএফভি-মে-২০২৬
মালদা ডিভিসনে মোবাইল ফুড ভ্যানের জন্য ই-অকশন
এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশন ঃ এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজেন-৬২-২৬-১, বারহারওয়া জংশন। এএ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজেন-৮০-২৬-১, মালদা টাউন।
অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-44/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/APD/NIT-02(e)/2026-27
e-Tender is invited by The Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, College Halt, Alipurduar on behalf of Governor of W.B. for the work mentioned in the NIT under through online tendering process from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents will be available from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in on & from 14.05.2026 after 18:30 hrs. Bid submission end date 21-05-2026 up to 14:00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, Irrigation and Waterways Directorate. ICA-T7608(3)/2026

লোকো ওয়াশিং প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরএসএমএলডিটি-০১-২৬-২৭, তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও স্থানঃ ইলেকট্রিক লোকো শেড-মালদা টাউনে লোকো ওয়াশিং প্লান্ট, লোকো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টিপ্যান্ডপি এবং যোগাযোগের আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম- স্থানীয় ভিএইচএফ-এর ব্যবস্থা। কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ১,৭৪,৩৬,২৭২.৫৫ টাকা। বায়নার ধনঃ ৩,৪৮,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ০১-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in দেখুন।
সিনি. ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রাবারাইজড রোড স্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১১-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ০২-এপি-III-২০২৬; কাজের নাম ঃ চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট, ওয়াইল্ডলাইফনর্থ, পশ্চিমবঙ্গের মেমো নম্বর ৩১৭২/১২ডব্লিউ-৫৭/ডব্লিউএল, তারিখ ১৭/১০/২০২৫ অনুযায়ী আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এখতিয়ারভুক্ত হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জে (কিমি- ১৩৯/৬, ১৩৯/৩, ১৩৯/২, ১৩৯/৯, ১৪০/৪ ও ১৪০/৭ -এ ৬টি স্থান) এবং ওয়েস্ট রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জে (কিমি- ১৫৮/২, ১৫৯/৭-এ ২টি স্থান) হাতির নিরাপদ চলাচল সহজতর করতে চিহ্নিত রেলওয়ে ক্রসিং পয়েন্টে রাবারাইজড রোড সারফেস স্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ৬,৭৫,২৭,২৫৬.১৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৫০,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিবরণ ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিট ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-ডিএলআই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১- এনওকিউ-এসডিএএইচ -২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯ -এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৩ -এসএলআর-আর১- এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/৭	১৩১৪৮ -এসএলআর-এফ১- সিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২২-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২২-০৫-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘন্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্রেন নং. ০৪৬৫৪/০৪৬৫৩ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর স্পেশাল এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর নিয়মিতকরণ
ট্রেন নং. ০৪৬৫৪/০৪৬৫৩ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর স্পেশাল এক্সপ্রেস (টিওডি)-কে ট্রেন নং. ১৪৬৬৪/১৪৬৬৩ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস হিসেবে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ১৪৬৬৪/১৪৬৬৩ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-এর নিয়মিত চলাচল ১৪-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে অমৃতসর থেকে শুরু হবে। বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

ট্রেন নং.- ১৪৬৬৪ অমৃতসর থেকে ১৪-০৫-২০২৬ থেকে কার্যকর | ট্রেন নং.- ১৪৬৬৩ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৬-০৫-২০২৬ থেকে কার্যকর

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
--	১২.৪৫	অমৃতসর	০২.২০	----
১৬.৪০	১৬.৪৫	আম্বালা ক্যান্ট	২২.০০	২২.০৫
০৪.৪৫	০৪.৫০	গোন্ডা জং.	০৫.৪০	০৫.৪৫
০৯.৫৫	১০.০৫	গোরখপুর	০১.৩৫	০১.৪৫
১৫.২১	১৫.২৩	বাইরগানিয়া	১৮.০৫	১৮.০৭
১৭.৪৬	১৭.৪৮	কামতাউল	১৬.১৮	১৬.২০
২০.৩৫	২০.৩৭	সরাইগড়	১৩.৪৮	১৩.৫০
২৩.৩০	২৩.৩২	ফরবেজগঞ্জ জং.	১২.২৮	১২.৩০
০২.৩০	০২.৪০	শিলিগুড়ি জং.	০৮.৪০	০৮.৫০
০৪.১৫	----	নিউ জলপাইগুড়ি	----	০৮.০০

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ জলন্ধর সিটি, লুধিয়ানা জং., সাহারানপুর জং., মোরাদাবাদ, বারেলি (এনআর), শাহজেহানপুর, সীতাপুর জং., বলরামপুর, বাড়নি, সিদ্ধার্থনগর, আনন্দ নগর, কাপ্তানগঞ্জ জং., সিসওয়া বাজার, নারকাটিয়াগঞ্জ জং., সিকতা, রক্সৌল জং., সীতামারহি, জনকপুর রোড, শিশু এইচ, সাক্রি জং., ঝাঁঝাড়পুর জং., নির্মালি, রাঘোপুর, নরপতগঞ্জ, আররিয়া, ঠাকুরগঞ্জ এবং বাগডোগরা।
গঠনঃ এসি হট বাফে কার (এক), দ্বিতীয় শ্রেণী (এগারো), শয়ন শ্রেণি (আট), এবং এসএলআরডি (দুই)= ২২টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ
ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০+২ টি.ই.এস-৫৬ কার্যক্রম (জানুয়ারি ২০২৭)-এর জন্য অনলাইনে আবেদনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি www.joinindianarmy.nic.in-এ ১৩ই মে ২০২৬ থেকে ১২ই জুন ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। টি ই এস-৫৬ কার্যক্রমের জন্য জেইই মেইনস ২০২৬ বাধ্যতামূলক। এখানে দ্বাদশ শ্রেণিতে পি সি এম (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিত)-এ ন্যূনতম ৬০ % নম্বরের মাপদণ্ডের অতিরিক্ত পেতে হবে।

OFFICER ENTRY
Online applications are invited for 10+2 Technical Entry Scheme (TES-56) course (Jan 2027) of Indian Army. Online applications will open on www.joinindianarmy.nic.in from 13 May 2026 to 12 Jun 2026. JEE (Mains) 2026 is mandatory for TES-56 Course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (Physics, Chemistry and Mathematics) in Class 12th.

দ্রষ্টব্য:-
১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার সহিত নিঃশুল্কে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সাবধান থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটির জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in

cbc 10601/11/0003/2627

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১২.৩০ জন্মদাতা, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ ত্রয়ী

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, দুপুর ১২.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৩০ ঘাতক, সন্ধে ৬.৩০ সংগ্রাম, রাত ৯.৪৫ হিরোগিরি

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ জীবন যুদ্ধ, বেলা ১১.৩০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.৩০ জোয়ার ভাঁটা, বিকেল ৫.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ৮.০০ একান্ত আপন, ১১.০০ চূড়িওয়ালা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাঁসুলি বাঁকের উপকথা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.১৬ চৌকিদার, দুপুর ১.২০ পত্থর কে সনম, বিকেল ৪.২৭ বরসাত কি এক রাত, সন্ধে ৭.৫০ ইজ্জত, রাত ১০.৫০ নয়া রাস্তা

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে

বরসাত কি এক রাত বিকেল ৪.২৭ সোনি ম্যাক্স টু

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পথে-ঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর শত্রুতা বুঝতে পারবেন। আত্মীয়ের সহযোগিতায় পরিবারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। ধর্মচর্চায় আগ্রহ বাড়বে। মিথুন : দূরসম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ের জন্য দুশ্চিন্তা হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কর্কট : বাবার শারীরিক সমস্যা কেটে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। অসহায় পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। সিংহ : আপনার উগ্র আচরণের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে। বাড়ি সংস্কারে খরচ বাড়বে। কন্যা : কোনও কারণের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব আরও বাড়বে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। তুলা : অংশীদারী ব্যবসায় লাভবান হবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। লটারিতে অর্থ প্রাপ্তির যোগ। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য পাবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। ধনু : সন্তানের বিদেশযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে আসায় স্বস্তি পাবেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আনন্দ। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ প্রাপ্তির যোগ। মকর : সপরিবার ভ্রমণের সিদ্ধান্ত সফল হবে। অভিনয়, সংগীতশিল্পীর নতুন কাজের সুযোগ পাবেন। কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মানিত হবেন। কুম্ভ : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝে অনুশোচনা। পাওনা টাকা আদায় করতে পেরে স্বস্তি। মীন : কোনও কারণেই সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যাপারে আইনি সাহায্য নিতে যাবেন না। চেষ্টা করুন মিটিয়ে নেওয়ার। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতিতে আনন্দ লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ২৪ বৈশাখ, ১৪ মে ২০২৬, ৩০ বহাগ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৬ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৬। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৪৫। রেতবীনক্ষত্র রাত্রি ৮।০। প্রীতিযোগ দিবা ৩।৩১। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৪৫ গতে গরকরণ রাত্রি ৬।৫৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা। রাত্রি ৮।০ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৭।৪৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৪৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৫০ গতে ৬।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৪৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।২৭ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৫০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৭।৪৫ গতে ২।৫০ মধ্যে হলপ্রবাহ বীবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৪৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে হাসপাতালে বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১৩ মে : বাতাসি হাটে সবজি বিক্রি করে ফেরার সময় বেসরকারি স্কুলবাস ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন চার কৃষক সহ পাঁচজন। বুধবার সকাল ৭টা ১৫ নাগাদ খড়িবাড়ির বলাইঝোরা রক্ষাকালী মন্দির এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে প্রায় ৪৫ মিনিট হাসপাতালে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়া যাওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আহতদের পরিজনরা। পরে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক বলেন, 'খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী পরিষেবার জন্য তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। এদিন চালক দেরিতে আসায় এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

স্কুল বাস-টোটোর সংঘর্ষে আহত ৫

কেন চালক দেরিতে এসেছে খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।' খড়িবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই স্কুলবাসটির খোঁজ চলছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

এদিন ছিল বাতাসির হাটবার। বাতাসি হাটে সবজি বিক্রি করে টোটোতে করে ফিরছিলেন চার কৃষক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, টোটোটি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেসময় বাতাসি-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়ক দিয়ে আসা নকশালবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের বাস জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে উলটে যায় টোটোটি। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁদের মধ্যে প্রতাপ মহন্ত ও মালতী রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন।

এদিকে, রেফারের পরেও প্রায় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত হাসপাতালে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন আহতদের পরিবারের সদস্যরা। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে তুফান মহন্ত বলেন, 'আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হলেও অ্যাম্বুল্যান্স আসেনি।' দেবাশিস সরকার নামে অপর এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'এতক্ষণে রোগী মেডিকেল কলেজে পৌঁছে যেত। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স নেই।'

স্কুলে না গিয়ে বেতন
টার্গেট তৃণমূল শিক্ষক নেতারা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় দলের শিক্ষক নেতাদের একাংশ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে প্রভাব খাটিয়েছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাতেও এমন অভিযোগ কম নয়। শহর ও মহকুমাজুড়ে একাধিক শিক্ষক নেতা প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন স্কুলে না গিয়ে বেতন যেমন নিয়েছেন, ঠিক তেমনই প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন শিক্ষককে টাকার বিনিময়ে বাড়ির কাছের স্কুলে বদলি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের এমন শিক্ষক নেতাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির কয়েকজন শিক্ষক নেতা। রাজ্যে নতুন শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্ব নিলে তাঁর কাছে এই তালিকা পেশ করে পদক্ষেপ করার দাবি জানাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তৃণমূলের এই শিক্ষক নেতাদের প্রভাব ছিল। ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁরা দীর্ঘদিন 'ছড়ি' ঘুরিয়েছেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময় বাগডোগরার একটি হাইস্কুলের এক শিক্ষক নেতা পরিচালন সমিতির ঊর্ধ্বে উঠে বিদ্যালয়ের একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। ভূগোল বিষয়ের ওই শিক্ষক স্কুলে না গিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ বলছে, নিয়মিত স্কুলে না আসলেও মাঝেমধ্যে এসে উপস্থিতির খাতায় স্বাক্ষর করে যেতেন। এমনকি ওই শিক্ষক নেতাকে দেখে পুলিশের কর্তারাও কার্যত উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেন। কোনও শিক্ষককে বদলি করার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন শেষ কথা।

- ক্ষমতায় থাকার সময় প্রভাব খাটিয়ে তৃণমূল শিক্ষক নেতারা একাধিক অনিয়ম করেছেন বলে অভিযোগ
- এমন শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করেছেন বিজেপিপন্থী শিক্ষকরা
- শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্ব নিলেই তাঁর কাছে দরবার করা হবে বলেও জানানো হয়েছে

শিলিগুড়ি শহরের তৃণমূলের এক শিক্ষক নেতা তথা কাউন্সিলারও তালিকায় রয়েছেন বলে খবর। অভিযোগ, এনজেপি এলাকার একটি হাইস্কুলের ওই শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতেন না। তবে উপস্থিতির খাতায় স্বাক্ষর করে আসতেন। কোনও শিক্ষককে বদলির ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব ছিল। টাকার বিনিময়ে এক শিক্ষককে রবীন্দ্রনগরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সুভাষপল্লির একটি বিদ্যালয়ে বদলি করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওই শিক্ষকের চার বছরে তিনবার বদলি করিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের শিলিগুড়ির এক শিক্ষক নেতা বলছেন, 'বিষয়গুলি সংগঠনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একাধিকবার তুলে ধরেছি। কিন্তু কোনও কাজ তো হয়নি, উলটে আমাকে নিশানা করা হয়েছে। টাকার বিনিময়ে ৫০০ মিটারের মধ্যে ডে স্কুল থেকে শিক্ষককে মর্নিং স্কুলে বদলি করা হয়েছে।'

তৃণমূলের এমন শিক্ষকদের নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বদীপ ঘোষ বললেন, 'শিলিগুড়ির একাধিক শিক্ষক নেতার নাম রয়েছে। নতুন শিক্ষামন্ত্রী যিনি হবেন, তাঁর কাছে সেই নামের তালিকা তুলে ধরব।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সভাপতি তথা ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিমান তপাদারের বক্তব্য, 'তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা কোনওদিন প্রভাব খাটায়নি। বিজেপি অনেক কিছু বলতেই পারে। যা করার করবে। শুধু অভিযোগ করলে হবে না, প্রমাণ দিতে হবে।'

মৎস্য ধরিব খাইব সুখে

কোচবিহারের শিমুলগুড়িতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

চাকুলিয়ায় ডুবে মৃত্যু শিশুর

চাকুলিয়া, ১৩ মে : বাড়ির পাশের গর্তে জমে থাকা জলে ডুবে মৃত্যু হল দেড় বছরের শিশুর। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার গোদাশিমুল এলাকায়। মৃত শিশুর নাম মহম্মদ রেফাজুদ্দিন। এক বছর আগে ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন রেফাজুদ্দিনের বাবা আজমল হোসেন। এক বছরের ব্যবধানে স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা রেণুকা খাতুন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর বাবা আজমল হোসেন ছিলেন গোয়ালপোখর থানার গরগোছ এলাকার বাসিন্দা। তিনি পঞ্জাবে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। গত বছর সেখানেই ট্র্যাক্টরের চাকার তলায় চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে সন্তানকে নিয়ে মা রেণুকা গোদাশিমুলে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছিলেন। এদিন দুপুরে বাড়ির কাছে খেলা করছিল শিশুটি। তখন অসাবধানবশত বাড়ির নলকূপের পাশে থাকা একটি খোলা গর্তে পড়ে যায় সে। দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে গর্ত থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সন্তানকে হারিয়ে রেণুকা খাতুন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি বলেন, 'এক বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছি। তারপর ছেলেকেও। এখন আমি কার জন্য বেঁচে থাকব?'

ঘটনার খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানার পুলিশ পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কেরলের মাদক পাচারকারী ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বিমানে করে শহরে এসে সেবক রোডের একটি হোটেলে উঠেছিলেন দুই তরুণ। জানিয়েছিলেন, তাঁরা নাকি ডুয়ার্স ঘোরার জন্য এসেছেন। মঙ্গলবার রাতে এই কথা বলে হোটেলে চেক ইন করার পরেই ঘটে যায় বিপত্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তিনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় হাজির হল কেরলের মালাপ্পুরম জেলার পুলিশ। দুই তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। ওই দুই তরুণ কেরলে পাঁচ কোটি টাকার মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। বুধবার ওই দুই তরুণকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে কেরল পুলিশ। ধৃত ওই দুই তরুণের নাম হিরণ কে কে, আরোমল কে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই দুই তরুণ তাঁদের দলের আরও কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কেরলে বড়সড়ো মাদক পাচারচক্র চালাত। কয়েকদিন আগে কেরল পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচ কোটি টাকার মাদক তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করে। সেই মামলার সূত্র ধরেই এই দুই অভিযুক্তের খোঁজ করছিল পুলিশ। তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটিও গঠন করা হয়। ওই দল একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময়ই তাদের কাছে খবর আসে, দুই অভিযুক্ত রাজস্থান থেকে শিলিগুড়ি শহরে এসেছে। এরপরেই ওই বিশেষ দল এলাকায় পৌঁছায়। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সেনাছাউনিতে গ্রেপ্তার

বাগডোগরা, ১৩ মে : ব্যাংডুবি সেনাছাউনির সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অভিযোগে এক তরুণকে আটক করে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল সেনাবাহিনী। তাঁর নাম কৌশিক বিশ্বাস। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সরকারপাড়ায়। পুলিশ এবং সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাংডুবির সামরিক বিভাগের রেলস্টেশন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন ওই তরুণ। সেনাছাউনির জওয়ানদের সন্দেহ হয়। তারপর তাঁকে আটক করা হয়।

জল ছবি

বুধবার বিকেলে ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

ঘোষপুকুরে ধৃত লরিচালক
ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেও বালি পাচার

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১৩ মে : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলে মহকুমার নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়িতে নদীঘাট থেকে উধাও বেআইনি কারবারিরা। কিন্তু মাটিগাড়া, বাগডোগরার মতো কিছু এলাকায় এখনও দাপট রয়েছে বালি মাফিয়াদের। যা স্পষ্ট হয়েছে বুধবার প্রধাননগর থানা বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার ও ট্র্যাক্টর মিলিয়ে পাঁচটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করায়, পুলিশি নজরদারি এড়াতে ত্রিপল ব্যবহার করা হচ্ছে বালি-পাথরের গাড়িগুলিতে। প্রশ্ন উঠছে, শহর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এমন বেআইনি কাজ কবে বন্ধ হবে? অভিযোগ, রাজ্যের ক্ষমতা হাতছাড়া হলেও, এখনও এমন কারবারে জড়িত তৃণমূলের মাটিগাড়া, সমরনগরের পঞ্চায়েত স্তরের নেতারা। মাটিগাড়া এলাকায় বালাসনের গতিপথের কিছু কিছু অংশে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের আত্মীয়রা ট্র্যাক্টর, ট্রাক নামিয়ে বালি তুলছেন বলে স্থানীয় স্তরের অভিযোগ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'মাটিগাড়া এলাকায় আমাদের নজরদারি রয়েছে। প্রধাননগর থানা এলাকা থেকেও নজরদারি চালিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা গাড়িগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর কোথাও কোনও ধরনের বালি-পাথর তোলার কাজ চলছে কি না, তা দেখা হচ্ছে এবং কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখছি।'

বালাসন নদীর ধিমাল ঘাট থেকে বালি-পাথর যে পাচার হচ্ছে এখনও, বুধবার সেখানে পা রেখে বোঝা গিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এলাকার পশ্চিম অংশ বাগডোগরা থানার অধীন। তবে বাগডোগরার পুলিশ তেমন আসে না। পূর্ব দিকে থাকা মাটিগাড়া থানার পুলিশ নিয়মিত আসে। অভিযোগ, অবাধে চলতে থাকা এমন বেআইনি কারবার নিয়ে অনেকদিন থেকেই নীরব প্রশাসন। নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদারকে ফোন করে ধিমাল ঘাটের লিজ আছে কি না জানতে চাইলে তিনি তদন্ত করার পর বলতে পারবেন বলে জানান। মাটিগাড়ার বিএলএলআরও কৈলাস দাস রং নম্বর বলে ফোন কেটে দেন। ধিমাল ঘাটের কোনও লিজ নেই এবং অন্য ঘাটের লিজ দেখিয়ে কারবার চলছে বলে জানান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিবলব সিংহ। এব্যাপারে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'শাসক দেখছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে। কারা জড়িত খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

- মাটিগাড়া ও বাগডোগরায় ত্রিপল লাগিয়ে বালি-পাথর পাচার চলছে
- তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এবং তাঁদের আত্মীয়রা কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ
- ক্ষমতার পরিবর্তনে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পুলিশের, আটক একাধিক গাড়ি

এদিন ভোরে শিমুলগুড়ি ঘাটে অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বালিবোঝাই একটি ট্রাক ত্রিপলে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পায় পুলিশ। সমরনগর, ভক্তিনগর এলাকা দিয়েও বালি-পাথরের গাড়ি ছুটছে বলে অভিযোগ। এদিনই চম্পাসারি এলাকায় এমন পাঁচটি গাড়ি আটক করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় একচালককে। অন্যদিকে, ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘোষপুকুর মোড়ে নাকা তল্লাশি চালিয়ে বালিবোঝাই একটি লরি আটক করার পাশাপাশি লরিচালক সালিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের রামপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, ব্লক প্রশাসনের কিছু ক্ষেত্রে এখনও শিথিলতা রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। এ ধরনের কারবার বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

বকেয়া বেতনের দাবি মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বকেয়া বেতন, বোনাস এবং প্রতিমাসে সময়মতো বেতনের দাবিতে বুধবার বিক্ষোভ দেখালেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। এদিন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথমে হাসপাতালের সুপারের অফিসে গিয়ে অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে অতিরিক্ত সুপারকে নিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অফিসে যান বিক্ষোভকারীরা। পরে সেখানেও বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের আশ্বাস, দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিমার বক্তব্য, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই পুরোনো এজেন্সি কর্মীদের বেতন এবং বকেয়া বোনাস না দিয়ে চলে গিয়েছে। আমরা বহুবার কর্তৃপক্ষকে বলেছি, কিন্তু

এতদিন গুরুত্ব দেয়নি।'

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে গত চার বছর ধরে কলকাতার একটি সংস্থার মাধ্যমে ২০৬ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করতেন। সেই সংস্থাকে সরিয়ে শিলিগুড়ির একটি সংস্থা চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে দায়িত্ব নিয়েছে। এদিকে, আগের সংস্থা কর্মীদের এক মাসের বেতন এবং গত বছরের পুজোর বোনাস না মিটিয়েই চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই বকেয়া মেটানোর দাবিতে একাধিকবার হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে দরবার করেছে কর্মী সংগঠন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরাম। তবে কোনও সুরাহা হয়নি বলে খবর। এছাড়াও নয়া এজেন্সি প্রথম দিন থেকে ২০৬ জনকে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু মে মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত ১০০ জনই বেতন পাননি বলে অভিযোগ। যা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

নয়া বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির কর্ণধার অনিমেষ দাস বলছেন, '১০৬ জনের নথিপত্র, ব্যাংকের তথ্য আগেই জমা ছিল। ফলে তাঁদের সময়মতো বেতন হয়ে গিয়েছে। বাকি ১০০ জন কর্মী সঠিক সময়ে নথিপত্র জমা না দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে বাকিরাও বেতন পেয়ে যাবেন।' নয়া এজেন্সির কর্ণধার একথা বললেও প্রশ্ন উঠেছে, কেন সমস্ত নথি না নিয়ে কর্মীদের কাজে নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, এদিন বিক্ষোভের পরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পুরোনো এজেন্সির আধিকারিককে ডেকে দ্রুত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেন বলে খবর।

বিজেপিতে পালদেন

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ৩৬ নম্বর সমষ্টির সভাসদ পালদেন তামাং বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বুধবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জিটিএ-র ওই সভাসদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে দলে স্বাগত জানান। নির্দল হলেও পালদেন বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পং-এ বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছিলেন।

গ্যারাজে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : ফুলবাড়ির বাইপাস এলাকায় একটি গাড়ি মেরামতের গ্যারাজে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। গাড়ি মেরামত করার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চারটি অবৈধ গোরুহাট বন্ধ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মে : আলিপুরদুয়ার জেলার চারটি অবৈধ গোরুহাট বন্ধ করে দিল জেলা প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা, ফালাকাটা ব্লকের শিশাবাড়ি ও জটেশ্বরের গোরুহাটি এবং মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশাগোড়ের গোরুর হাটগুলির কোনও সরকারি ছাড়পত্র নেই। বিষয়টি নজরে আসতেই ওই চারটি অবৈধ গোরুহাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, নির্দেশ জারির পরেও কেউ সেখানে গোরু কেনাবেচা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'রাজ্য সরকারের তরফে গোরু ও মোষ পাচার এবং বিনা লাইসেন্সে গো-মাংস কাটা বন্ধ করতে কড়া অবস্থান নেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জেলায় আমরা চারটি গোরুহাটি বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছি। এছাড়া আর যেসব গোরুহাটি রয়েছে, সেগুলির নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলাকে করিডর করে গোরু-মোষ পাচারের খবর একাধিকবার সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে। এমনকি এই পাচারের সঙ্গে প্রভাবশালীরা জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়েই গোরু পাচার রোধে কড়া অবস্থান নিল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গবাদিপশু পাচার রুখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে। আর নির্দেশ মেলামাত্রই ময়দানে নেমে পড়েছে পুলিশ। এছাড়াও একাধিক জায়গার গো-মাংস কাটার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

গবাদিপশু পাচার রুখতে পুলিশ তৎপর হওয়াতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে জেলাজুড়ে। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'অসম ও কোচবিহার সীমানাকে কাজে লাগিয়ে জেলাজুড়ে গোরু পাচারের সিন্ডিকেট এতদিন কাজ করেছে। এতে তৃণমূলের অনেক নেতাও জড়িত। আমরা বিষয়টি নিয়ে বহুবার অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু তখন পুলিশ কানে নেয়নি। আমাদের সরকার এসেই এসবের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেছে।' আর পুলিশের সক্রিয়তা প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, 'পুলিশ তাদের কাজ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার নেই।' জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে জেলায় মোট ১২টি গোরু ও মোষ কেনাবেচার হাট রয়েছে। বাকি ৮টি হাটের ভবিষ্যৎ কী, সেটা সময়ই বলবে।

- গোরুর হাটগুলির কোনও সরকারি ছাড়পত্র নেই
- নির্দেশ জারির পরেও গোরু কেনাবেচা করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
- নতুন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়েই গোরু পাচার রোধে কড়া অবস্থান নিল

অন্যদিকে, মঙ্গলবার গভীর রাতে হেদায়েতনগরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচটি গোরু উদ্ধার করে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের দাবি, ওই গোরুগুলি একটি পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল। গোরু পাচারের এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে তার নাম বলতে চায়নি।

'অমৃত ভারত'-এ অমৃতসরের সঙ্গে জুড়ছে এনজেপি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : আরও সুগম হতে চলেছে অমৃতসর যাত্রা। ভারতীয় রেল ইতিমধ্যেই এনজেপি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত অমৃত ভারত ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ সহজেই দেশের আরও একটি ধর্মীয় স্থানে পৌঁছাতে পারবেন। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে একদিন এনজেপি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত চলবে এই ট্রেন। একইভাবে অমৃতসর থেকে এনজেপি পর্যন্ত একদিন চলবে। তবে কবে থেকে পরিষেবা শুরু হবে, সেব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বুধবার রেল বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি জানিয়েছেন, নতুন রেল পরিষেবা পঞ্জাব, বিহার এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে জনগণের সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি করবে। এই আধুনিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং শক্তিশালী আঞ্চলিক সংযোগের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পেল পশ্চিমবঙ্গ। রেল সূত্রে খবর, ট্রেনটি নবনির্মিত ললিতগ্রাম বাইপাস এবং আরারিয়া-গলগলিয়া রেললাইন হয়ে চলাচল করবে। ফলত দার্জিলিং সহ তরাই, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, ঠাকুরগঞ্জ, কোশী, মিথিলা এবং সীমাঞ্চল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রেনটি প্রতি বৃহস্পতিবার অমৃতসর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হবে। একইভাবে, শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সকালে অমৃতসরের উদ্দেশে রওনা হবে।

সপ্তাহে একদিন যাতায়াত

এনজেপি স্টেশনে অমৃত ভারত ট্রেন। -সংবাদচিত্র

কমলা ও ধূসর রংয়ে সজ্জিত অত্যাধুনিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার দিকটিও যথেষ্ট আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'নতুন এই ট্রেনটির যাত্রা কবে থেকে শুরু হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে যাত্রী ভাড়া সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই থাকবে।'

এদিকে, এই ট্রেন চালু হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পও আরও গতি পাবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, 'অমৃত ভারত ট্রেনের সৌজন্যে ইস্টার্ন হিমালয়ের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন হিমালয়ের সরাসরি সংযোগ স্থাপন হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে পর্যটনশিল্প অনেকটাই লাভবান হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উড়ান।। নায়াগ্রায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের ভাস্কর বসাক।

এনজেপির 'স্বঘোষিত দাদা' বাবু

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : তৃণমূল তো ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকেই বেপাত্তা। এর মধ্যে এনজেপির 'রাশ' কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে চর্চা চলছিল। তার মধ্যেই স্থানীয় শক্তিস্তরের নেতা বিশ্বজিৎ সাহা ওরফে বাবু দাবি করেছেন, দল নাকি তাঁকে এনজেপি ও সংলগ্ন এলাকার ২৬টি ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে দিনভর প্রচার চালিয়েছেন বাবুর অনুগামীরা।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন মূলত দুটো। প্রথমত, তাঁকে দায়িত্ব দিল কে? দ্বিতীয়ত, তাঁকে দায়িত্ব দিল কীভাবে? বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তো সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। সেক্ষেত্রে আরএসএসের শ্রমিক সংগঠন, ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর মাধ্যমেই এনজেপির ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিএমএস জানিয়েছে, আপাতত এনজেপির দায়িত্ব তারা কাউকে দেয়নি। তাহলে বাবুকে কারা দায়িত্ব দিল?

বাবু নিজেও এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। তাঁর খালি বক্তব্য, 'আমাকে এনজেপির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।' কীসের দায়িত্ব? বাবুর উত্তর, 'কেন? এনজেপিতে যে ২৬টি ইউনিট চলে, সেটারই দায়িত্ব পেয়েছি।' তারপরই তিনি ব্যস্ত রয়েছেন বলে ফোন কেটে দিয়েছেন।

বিএমএসের রাজ্য স্তরের এক নেতার বক্তব্য, 'আমরা তো এখনও এনজেপিতে দায়িত্ব কাউকে দিইনি। বাকি আমি জানি না কারা কীভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন।' আর ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও তোলাবাজি দল বরদাস্ত করে না। আপাতত কলকাতার রয়েছি। ফিরে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

সূত্রের খবর, সংঘের ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্বে থাকা এক নেতার আত্মীয়ের সঙ্গে সুম্পর্ক রয়েছে বাবুর। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাই তিনি এনজেপির রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। পরে সংঘের সেই নেতাকে ধরে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের এক প্রধান নেতার দ্বারস্থ হন। তারপর এনজেপির দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে আলোচনার রাস্তা খোলা হয়। সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখাশোনা এবং দায়িত্ব সামলানোর কথা বিএমএসের। কিন্তু সংঘের কর্তারা কেন ঘুরপথে নাক গলাচ্ছেন সেই প্রশ্ন উঠছে।

■ স্থানীয় শক্তিস্তরের নেতা বিশ্বজিৎ সাহা দাবি করেছেন, তাঁকে এনজেপির ২৬টি ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

■ যদিও তাঁকে সেই দায়িত্ব কে দিয়েছে, কীভাবে দিয়েছে, সেসব নিয়ে কিছু বলতে পারেননি বাবুও

> কোনও তোলাবাজি দল বরদাস্ত করে না। আপাতত কলকাতায় রয়েছি। ফিরে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> *বিধায়ক, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি*

দলের একাংশ আবার দলের প্রতি বাবুর আনুগত্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। অভিযোগ, বাবু শক্তিস্তরের দায়িত্বে থাকলেও তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলে। যদিও বাবু-ঘনিষ্ঠরা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এদিকে, এনজেপির দিকে তো আরও অনেকেরই নজর রয়েছে। একদা এনজেপিতে রাজত্ব করা তৃণমূলের এক নেতা আবার সেখানকার রাশ হাতে নিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতা গিয়ে রাজ্য স্তরে কয়েকজন নেতা এবং সংঘের দায়িত্বে থাকা এক নেতার সঙ্গেও দেখা করেছেন। এনজেপি হাতে পেতে তিনি মোটা টাকা খরচ করতেও পিছপা নন। আবার প্রয়োজনে বিজেপি এবং সংঘের নেতাদের সামনের সারিতে রেখে পেছন থেকে কৌশলে তিনি ক্ষমতা হাতে রাখতেও রাজি।

এক্সটেনশন ছাড়াই শৌচালয় পরিচালনা

পদ্ম নেতার নির্দেশে টার্মিনাসে টাকা আদায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সরকার বদলালেও সরকারি কাজে নেতাদের হস্তক্ষেপের প্রবণতা বদল হয়নি। শুধু রংই বদলেছে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের বুধবারের ঘটনা সেই প্রমাণ করল। আগে তৃণমূল নেতার মদতে টার্মিনাসের শৌচালয় পরিচালনার ছাড়পত্র মিলে যেত। এখন সেটাই চলছিল স্থানীয় বিজেপি নেতার মদতে। বুধবার রীতিমতো চেয়ার-টেবিল পেতে শৌচালয় ব্যবহারকারীদের থেকে টাকা আদায় করতে দেখেই উত্তেজনা ছড়াল টার্মিনাসে। নিগমের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কানে যেতেই খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানার পুলিশকে। পুলিশ আসার আগে তাঁরা পালিয়ে যান।

টার্মিনাসে 'পে অ্যান্ড ইউজ' হিসেবে ব্যবহৃত দুই শৌচালয় ২০১৪ থেকে প্রথমে টেন্ডার এবং পরবর্তীতে এক্সটেনশন নিয়ে চালাচ্ছিলেন তপন সিংহ নামে এক ব্যক্তি। নিগমের কর্তাদের একাংশের অভিযোগ, শহরের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতার 'নির্দেশে' তাঁর এক্সটেনশন বারবার বাড়াতে হত। ১২ বছর এভাবেই শৌচালয় চালানো নিজের দখলে রেখেছিলেন তিনি। এপ্রিলের ৩০ তারিখ এক্সটেনশন পিরিয়ড শেষ হয়। সরকার পরিবর্তন হতেই নিগম সিদ্ধান্ত নেয়, দুই শৌচালয় পরিচালনায় নতুন করে টেন্ডার হবে। যদিও বুধবার এক্সটেনশনের অনুমতিপত্র ছাড়াই ওই ব্যক্তির লোকজন দুই শৌচালয়ের সামনেই চেয়ার-টেবিল পেতে বসে পড়েন। শৌচালয় ব্যবহারকারীদের থেকে চলল টাকা আদায়ও।

কার ভরসায় বসলেন আপনারা? প্রশ্ন করতেই টাকা আদায়ে ব্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কমল দে নামে একজন বলেন, 'মালিকের এক্সটেনশন পিরিয়ড শেষ, কিন্তু আমরা এখানকার কর্মচারী। জংশন এলাকার বিজেপি নেতা কানাইয়া পাঠক আমাদের বসতে বলেছেন।' যদিও কানাইয়ার বক্তব্য, 'আমি এব্যাপারে কিছু জানি না।' এদিন লোকজন এলেও তপন আসেননি। ফোন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'বাম আমলে এক ব্যক্তি দুই শৌচালয়ের টেন্ডার নিয়ে সতেরো বছর কাজ করেছেন। আমি তখন তাঁর অধীনে কাজ করতাম। ২০১৪ থেকে প্রথমে পাঁচ বছরের টেন্ডার নেই। পরবর্তীতে এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করছি।' তৃণমূল নেতার ফোনের বিষয় স্বীকার করে তাঁর বক্তব্য, 'আগে এক্সটেনশনের জন্য দাদা ফোন করে বলে দিতেন। পরবর্তীতে রাগ করায় আমি টাকা বাড়িয়ে এক্সটেনশন নিচ্ছিলাম। প্রথমদিকে দুটো শৌচালয় মিলিয়ে প্রতিমাসে ১৩ হাজার টাকা দিলেও এখন ৬৪ হাজার টাকা দিচ্ছি।'

> আগে এক্সটেনশনের জন্য দাদা ফোন করে বলে দিতেন। পরবর্তীতে রাগ করায় আমি টাকা বাড়িয়ে এক্সটেনশন নিচ্ছিলাম। প্রথমদিকে দুটো শৌচালয় মিলিয়ে প্রতিমাসে ১৩ হাজার টাকা দিলেও এখন ৬৪ হাজার টাকা দিচ্ছি।।
>
> **তপন সিংহ**

এক্সটেনশন অনুমতি ছাড়া টেবিল-চেয়ার নিয়ে তপনের লোকজন বসায় প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নিগমের ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে। তিনি বলেন, 'এক্সটেনশন পিরিয়ড শেষ হয়েছে। আমরা নতুন করে টেন্ডার করব। কিন্তু সরকারি কাজে এভাবে নেতাদের হস্তক্ষেপ দুর্ভাগ্যজনক।'

টার্মিনাসের ওসি সমীর সরকার বলেন, 'এপ্রিলের তিরিশ তারিখ এক্সটেনশন শেষ হয়। এক তারিখ থেকে আমাদের কর্মীরা শৌচালয় ব্যবহারকারীদের থেকে টাকা নিতে শুরু করেন। এদিন সকালে হঠাৎই লোকজন টেবিল-চেয়ার পেতে বসে যান। উঠে যেতে বলতেই ওঁরা শাসকদলের নেতার নাম করতে থাকেন।'

পণপ্রথা রুখতে শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মে : বুধবার ঘোষপুকুর কলেজের আইকিউএসি-র উদ্যোগে 'দ্য এভিলস অফ ডাউরি সিস্টেম ইন আওয়ার সোসাইটি' নামে পণপ্রথা বিরোধী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৌমেন নাগ। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমাজে পণপ্রথার কুপ্রভাব এবং ভয়াবহতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ উমা মাঝি আলোচনা করেন কীভাবে পণপ্রথা একজন নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়।

আহত ৩

খড়িবাড়ি, ১৩ মে : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিন ব্যক্তি। বুধবার দুপুর ৩টা নাগাদ একটি বাইকে তিনজন তরুণ খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক দিয়ে ঘোষপুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন। শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগানের চা পাতি লাইন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার বাঁকে দ্রুতগতিতে থাকা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়রা তিন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর অবস্থায় তাঁদের তিনজনকেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত ওই তরুণদের নাম মহম্মদ আয়ুব, রাজা বর্মন ও দুলাল পাহান।

বিজয় মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মে : ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে দুর্গা মুর্মু কলকাতায় শপথগ্রহণের দিনই বিজয় মিছিল করল বিজেপি। এদিন ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল বিজেপির তরফে এই মিছিল করা হয়। ফাঁসিদেওয়া থেকে শুরু হয়ে গোয়ালটুলি মোড়, চটহাট, বাঠুগছ, করণগছ, কান্তিভিটা হয়ে সেই বাইক মিছিলটি ফের ফাঁসিদেওয়া গিয়ে শেষ হয়েছিল। মিছিলে ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব দাস সহ অন্যরা।

সামগ্রী ফেরত

বাগডোগরা, ১৩ মে : হারানো সামগ্রী উদ্ধার করে ফেরাল পুলিশ। বুধবার কলকাতার শ্রীজীব অধিকারী মুম্বই থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সিকিমে বেড়াতে যান। সিকিমে পৌঁছে দেখেন তাঁর একটি ব্যাগ খোয়া গিয়েছে। তিনি দ্রুত বাগডোগরা বিমানবন্দরে পুলিশ ফাঁড়িতে যোগাযোগ করেন। পুলিশ খোঁজ করে ব্যাগটি উদ্ধার করে শ্রীজীবের কাছে পৌঁছে দেয়।

মুখানৃত্য পরিবেশন। ইটাহার-বালুরঘাট পূর্ত সড়কে।

ছন্নছাড়া তৃণমূলে দায় এড়ানোর হিড়িক

সভানেত্রীর বৈঠকে নেই অধিকাংশ নেতা

লাটাগুড়ি, ১৩ মে : শাসকের তকমাহীন তৃণমূল নেতাদের একাংশ যেন মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে। দলকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানো তাঁদের পক্ষে কতটা অসম্ভব, বুধবার লাটাগুড়িতে এলে বোঝা যেত। ভোটের পর প্রথম হার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডেকেছিলেন দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। অধিকাংশ নেতাই সেই বৈঠক এড়ালেন। এমনকি জেলা কমিটির চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ও। সভায় সব ব্লকের সভাপতি, জেলা নেতত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের শীর্ষ নেতা, জেলা পরিষদ ও পুরসভার কর্মকর্তাদের ডাকা হয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি ও জলপাইগুড়ি জেলার বেশিরভাগ পুরসভার চেয়ারম্যান। অনুপস্থিতির জন্য সাফাইয়েরও শেষ নেই। খোদ জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতায় বসে।

কারও অজুহাত শারীরিক অসুস্থতা, কেউ আসতে পারেননি শ্বশুরের শরীর খারাপ বলে। কারও আবার মোবাইল বন্ধ। তাঁদের না আসার কারণ জানা যায়নি। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ির প্রার্থী রামমোহন রায়ও অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি আবার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি। মোবাইল বন্ধ থাকায় তাঁর না আসার কারণ জানা যায়নি।

আসেননি প্রাক্তন আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকও। যাঁরা বৈঠকে এসেছিলেন, তাঁরাও যেন দল ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচেন। তৃণমূলের ময়নাগুড়ি-২ ব্লক সভাপতি শিবশংকর দত্ত নির্বাচনের ফল খারাপ হওয়ায় দায়ভার নিজের মাথায় নিয়ে সভায় বলেন, 'পদত্যাগ করতে চাই।' লাটাগুড়িতে দলের দপ্তরে বৈঠকটি ডাকা হয়েছিল বেলা ৩টায়। জেলা সভানেত্রী গিয়ে বসে থাকলেও লোকের অভাবে সাড়ে ৪টার আগে সভা শুরুই করতে পারেনি তৃণমূল নেতৃত্ব। সভা শেষপর্যন্ত শুরু হলেও দলের নেতাদের একাংশের কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয় জেলা সভানেত্রীকে। মেটেলির তৃণমূল নেতা জোশেফ মুন্ডা বলেন, 'ব্লক নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্বের কথা রাজ্য নেতৃত্ব শোনে না। আমরা যেন শুধু দলের চৌকিদার। যা করার আইপ্যাক করে।' জেলা সভানেত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলে সভায় ক্ষোভ উগরে দেন এই আদিবাসী নেতা।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পদত্যাগী মেন্টর তথা প্রবীণ নেতা চন্দন ভৌমিক অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন বটে। কিন্তু জেলা সভানেত্রী মহুয়ার গলায় ছিল অসহায়তার সুর। চন্দন সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'দলের যা পরিস্থিতি, তাতে অপেক্ষা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে হবে।' মহুয়া কিন্তু অতটা আশাবাদী নন। তিনি বলেন, 'ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে আমার সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের কেউ যোগাযোগ করেননি। আমি নিজের উদ্যোগে এই মিটিং ডেকেছিলাম।' নির্বাচনে ভরাডুবির পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা দূরে থাক, বুধবারের বৈঠক তুলে ধরল তৃণমূলের হতাশার ছবি। জেলার ১৬টি সাংগঠনিক ব্লকের মধ্যে ধূপগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে একজন নেতাও উপস্থিত হননি সভায়।

লাটাগুড়িতে তৃণমূলের সভা। বুধবার। -সংবাদচিত্র

দলের ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লকের সভাপতি মলয়কুমার রায় ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সভাপতি দিলীপ রায় অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি বলে জানান। ধূপগুড়ি পুর এলাকার দাপুটে নেতা গুড্ডু সিংও ছিলেন অনুপস্থিত। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এলেও সভায় আসেননি ঘরের কাছে ময়নাগুড়ি ও মালবাজার পুরসভার দুই চেয়ারম্যান মনোজ রায় ও উৎপল ভাদুড়ি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন শুধু মাটিয়ালি ও ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

ফার্নিচার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : পতিরামজোতের একটি ফার্নিচার কারখানার বড় অংশ বুধবার ভোরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকলের প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এদিকে, ওই অগ্নিকাণ্ডের পর ফের একবার ফার্নিচার কারখানাগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার মালিকপক্ষের সদস্য বিষ্ণু বর্মন অবশ্য দাবি করছেন, তাঁদের কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল। তবে শর্টসার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন ধরেছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

স্থানীয় বিমান দাস বলেন, 'কারখানার আশপাশে লোকালয় ছিল। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।' সরু রাস্তায় দমকলের ইঞ্জিন প্রবেশ করতে পারেনি। ছোট ইঞ্জিন ঘুরপথে নিয়ে যাওয়ায় আগুন নেভাতে আরও বেশি সময় লাগে।

এর আগেও দার্জিলিং মোড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছিল দমকলের। একের পর এক ফার্নিচারের দোকান পুড়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছাড়া ফার্নিচারের কারখানা চলার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যদিও এদিন ওই এলাকায় গিয়ে কারখানাগুলোয় ঢুঁ মারতে দেখা গেল, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা একইরকমভাবে নেই। এক কারখানার মালিকপক্ষের সদস্য পরিমল সাহার বক্তব্য, 'আগে এলাকায় কাঠের তৈরি কারখানা ছিল। তাই সহজে আগুন ছড়িয়ে পড়ত। এবারে অধিকাংশই কারখানা টিনের হয়ে গিয়েছে।' একই ছবি স্টেশন ফিডার রোডের ফার্নিচার কারখানাগুলোতেও। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'ফার্নিচারের কারখানাগুলোর মালিকদের নিয়ে এর আগেও অগ্নিনির্বাপণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। নতুন সরকার অবশ্যই এই বিষয়টা দেখবে।'

প্রবেশমূল্য বন্ধের দাবি

নকশালবাড়ি, ১৩ মে : জংলিবাবা মন্দির দর্শনে প্রবেশমূল্য বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। বুধবার এই দাবিতে বিজেপি কর্মী রামা শংকর দাস নকশালবাড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। নকশালবাড়ি ব্লকের বাগডোগরা বনাঞ্চলে রয়েছে জংলিবাবা মন্দির। বেশ কয়েক বছর ধরে এই মন্দিরে যেতে প্রত্যেককে ২০ টাকা দিতে হয়। বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জের পক্ষ থেকে এই টাকা তোলা হয়, কার্সিয়াং ডিভিশনের নিজস্ব তহবিলে জমা হয়। আপাতত নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শপথে শুভেন্দুকে প্রণাম সংগীতার, দলবদলের গুঞ্জন

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

সিতাই, ১৩ মে : বুধবার ছিল রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। কোচবিহার থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী একমাত্র বিধায়ক সংগীতা রায় এদিন শপথ নিয়েই সটান প্রণাম করে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। আর এই এক প্রণামেই ওলটপালট হয়ে গিয়েছে কোচবিহারের রাজনীতির চেনা সমীকরণ। সিতাইয়ের বিধায়ক কি তবে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে নাম লেখানোর পথ প্রশস্ত করছেন? তা নিয়েই এখন জেলার রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও সংগীতা সৌজন্যের তত্ত্বকে সামনে এনেছেন।

রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল বুধবার। কোচবিহারের নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে আটটিই গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। একমাত্র সিতাইয়ে মান রক্ষা করেছেন তৃণমূলের সংগীতা রায়। বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ বর্মাকে ২২২৭ ভোটে পরাজিত করে জয়ের হাসি হেসেছিলেন তিনি। কিন্তু জয়ের পর থেকেই ছবিটা ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক। সিতাইয়ের মাটিতে কোনও বিজয় মিছিল দেখা যায়নি, এমনকি জয়ী হওয়ার পর সিতাইয়ের অন্দরেও ব্রাত্য ছিলেন বিধায়ক। এরই মধ্যে এদিন কলকাতায় শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁর প্রণাম করার ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই দলের মধ্যেও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সৌজন্যের আড়ালে কি আসলে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের সুর বাজছে? যদিও সংগীতা এই ঘটনাকে নিছকই 'সৌজন্য' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন বিধানসভায় প্রবেশ করি তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আমাকে পাশে বসতে বলেন এবং দ্রুত শপথের কাজ করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। সেই সৌজন্যবশত আমি তাঁকে প্রণাম করেছি।' তবে জেলা রাজনীতির কুশীলবরা বলছেন, বাংলার রাজনীতিতে 'প্রণাম' কেবল আশীর্বাদ নেওয়ার মাধ্যম নয়, অনেক সময় তা দলবদলের 'সবুজ সংকেত' হিসেবেও কাজ করে।

বিধানসভায় সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সংগীতা রায়।

সবচেয়ে বেশি চমক তৈরি হয়েছে দলবদলের জল্পনা নিয়ে সংগীতার সরাসরি মন্তব্যে। সচরাচর বিধায়করা দলবদল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তা এড়িয়ে যান অথবা সরাসরি অস্বীকার করেন। কিন্তু সংগীতার গলায় শোনা গেল ভিন্ন সুর। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'বিজেপি কি আমাদের দলে নেবে? আমি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এ ধরনের কোনও কথা বলিনি, উনিও আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি।'

গুজব উড়িয়ে বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : ভারতীয় পর্যটকদের কেবলমাত্র ৩০ দিন নেপালে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো এমন খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানাল নেপাল পর্যটন বোর্ড। বুধবার নেপাল সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে নেপালে ভারতীয় নাগরিকদের শুধুমাত্র ৩০ দিন থাকার অনুমতি পাওয়া যাবে, এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। যদিও এদিন তা সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে নেপাল সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ভারত-নেপাল সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য ভারতীয় পর্যটকদের সুবিধার্থে ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য নতুন অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সীমান্তে শুল্ক ও পারমিট সহজেই করা যাবে। পাশাপাশি পর্যটন বোর্ডের তরফে এধরনের বিভ্রান্তিকর খবর না ছড়ানোরও আবেদন জানানো হয়েছে।

পাঁচজন পড়ুয়া সামলাচ্ছেন দুই অস্থায়ী শিক্ষক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৩ মে : পড়ুয়া আছে বটে, কিন্তু সংখ্যাটা পাঁচ। এই পড়ুয়াদের সামলাতে রয়েছেন দুজন অস্থায়ী শিক্ষক। কিন্তু শেষ কবে ব্ল্যাক বোর্ডে সাদা চকের দাগ পড়েছিল, মনে নেই শিক্ষকদের। বর্তমানে শিক্ষকদের প্রধান কাজ, নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলের গেট খোলা এবং বন্ধ করা। মাঝের সময়টা তাঁরা ভাঙা মদের বোতল, পোড়া সিগারেট এবং পড়ে থাকা খাদ্যসামগ্রী পরিষ্কার করেন। অথচ নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রটি নিয়ে কম স্বপ্ন ছিল না এলাকায়। স্বপ্নভঙ্গে এখন শুধুই ক্ষোভ।

২০০৩ সালে দোতলা ভবনে পথ চলা শুরু হয়েছিল নেহাল দয়ারাম মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের। সেসময় পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় চারশো। এখন সংখ্যাটা পাঁচ। পাঁচজন পড়ুয়ার জন্য এক শিক্ষক এবং একজন শিক্ষিকা। এই দুজন আবার অবসর নেবেন আগামী দু'বছরের মধ্যে। এরপর কী হবে, স্থানীয়রা জানেন না। অথচ স্কুলের পরিকাঠামো বেসরকারি স্কুলের পরিকাঠামোকেও হার মানাবে। চারিদিকে প্রাচীর, লোহার গ্রিল দিয়ে ক্লাসরুমগুলি ঘেরা, পানীয় জলের জন্য সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, শৌচালয়, রয়েছে সমস্তকিছুই। যদিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ক্লাসরুম, অব্যবহারে নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে জলপ্রকল্প। তবে ভোট হওয়ায় শৌচালয়গুলি পরিষ্কার হয়েছে ক'দিন আগে। স্কুল সূত্রে খবর, করোনার সময়ই পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যায়। ২০২৪ সালে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১২ জন, ২০২৫ সালে ৭ জন, চলতি বছর ৫ জন। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণিতে ৪ জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১ জন রয়েছে। যে কারণে স্কুলের মধ্যে সবসময়ই চরম নিস্তব্ধতা। যে কারণে রাতের অন্ধকারে তো বটেই, দিনের আলোতেও বসছে মদের আসর, হচ্ছে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ।

ভূতুড়ে বাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র

নেহাল দয়ারাম মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের এমনই দশা। -সংবাদচিত্র

মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উদাহরণ বলে মনে করেন স্থানীয়রা। স্কুলের পাশেই বাড়ি নির্মল মণ্ডলের। তিনি বললেন, 'আমার একমাত্র ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ায় এই স্কুলে দিয়েছি। আশপাশে প্রচুর সরকারি, বেসরকারি স্কুল থাকায় সেখানে অভিভাবকরা বাচ্চাদের পাঠাচ্ছেন।' আগে শিক্ষক বেশি থাকায় পড়ুয়া অনেক ছিল বলে মনে করেন স্থানীয় শ্যামল সরকার। মনোজ সাউরিয়া বলেন, 'দক্ষ শিক্ষকের অভাবে পড়াশোনার মান ভালো নয়। তাই আমি নিজের ছেলেকে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে পড়াচ্ছি।' নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে শিক্ষার মান অনেক ভালো বলে মনে করেন মহম্মদ আমিরুলের মতো অনেকে। শিক্ষাকেন্দ্রটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা লতিকা পাল বলেন, 'আগে শিক্ষকের সংখ্যা ভালোই ছিল। পড়ুয়ার সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় চারজন শিক্ষককে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে বদলি করা হয়। নির্জন এলাকায় স্কুল হওয়ায় প্রতিদিন মদের আসর বসছে। স্কুল খুলতে এসেই মদের বোতল, সিগারেটের টুকরো পরিষ্কার করতে হয়। সমস্যা নিয়ে প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু কেউই সহযোগিতা করছেন না। অভিভাবকদের বোঝানো হয়েছে, তবুও কেউই স্কুলে বাচ্চা পাঠায় না।' নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'কেন পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে, তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আজ ফলপ্রকাশ

বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতে চলেছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে ফল জানানো হবে। সকাল ১১টা থেকে wbchse.wb.gov.in, wbresults.nic.in ইত্যাদি ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে।

তৃণমূল ত্যাগ

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করলেন সুজাতা মণ্ডল। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এদিন জানান, বিবেকের সঙ্গে আপস করে রাজনীতি সম্ভব নয়।

হেপাজতে গর্গ

'বাংলা পক্ষ'-এর প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে চার দিনের পুলিশি হেপাজত দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত। বিচারক আগামী ১৬ মে পর্যন্ত লালবাজারের ঘেরাটোপেই থাকতে হবে তাঁকে।

গ্রেপ্তার

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া গৌরসুন্দর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা হলেন শেখ সাহাবুদ্দিন ওরফে দানি এবং তাবারক আলি মণ্ডল।

প্রথম নজির বিধানসভায়

রাজবংশী ভাষায় শপথ ১৫ জনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মে : এই প্রথম বিধানসভায় রাজবংশী ভাষায় শপথ নিলেন উত্তরবঙ্গের বিজেপির ১৫ জন বিধায়ক। বিধানসভার ইতিহাসে রাজবংশী ভাষায় শপথ নজিরবিহীন ঘটনা বলে দাবি বিজেপির। বুধবার বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত বিজেপি বিধায়কই শপথ নিয়েছেন। তার মধ্যে মন্ত্রী নিশীথ প্রমানিক যেমন আছেন, তেমনই কোচবিহারের মালতীরাভা রাই, দীপক বর্মন, শিলিগুড়ির আনন্দময় বর্মনের মতো মোট ১৫ জন বিজেপি বিধায়ক রাজবংশী ভাষাতে এদিন শপথ নিয়েছেন। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেছেন বিধায়করা।

রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে দলের ইস্তাহারে বা সংকল্পপত্রে রাজবংশী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল দল। স্বাভাবিকভাবেই সরকারে আসার পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দায় বর্তেছে বিজেপির ওপরে। ইতিমধ্যেই নবান্নে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে এই নিয়ে এক দফা আলোচনা হয়েছে। সেখানেই রাজবংশী বিধায়কদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, যত দ্রুত সম্ভব রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হবে। এরপর বিধানসভায় রাজবংশী বিধায়কদের তাঁদের ভাষায় শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শপথের পর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির রাজবংশী বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বিধানসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন। রাজবংশী সমাজের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাষায় শপথ নিতে পেরে আমরা গর্বিত। আশা করি খুব শীঘ্রই রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে সাড়া মিলবে কেন্দ্রের।'

নিশীথ প্রামাণিক

মালতী রাভা রাই

দীপক বর্মন

আনন্দময় বর্মন

২০২৬-এর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বড়মাপের সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। সেই সাফল্যের পিছনে রাজবংশী ভোটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, দুই দিনাজপুর ও মালদার একাংশে রাজবংশী ভোটের প্রভাব রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ১৬টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ১৫টি আসনে এবার জয় পেয়েছে বিজেপি। এদের অধিকাংশই রাজবংশী সমাজের মানুষ।

জয় বাংলা, জয় শ্রীরাম ধ্বনিযুদ্ধ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মে : ভোট মিটেছে, ফলও বেরিয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ময়দানের সেই চড়া সুর আর স্লোগান-যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতে পারল না বিধানসভার অন্দরও। বুধবার নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যত পরিণত হল শাসক ও বিরোধী শিবিরের 'স্লোগান-গর্জনে'। একদিকে শোনা গেল 'জয় শ্রীরাম', 'ভারত মাতা কি জয়', অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে উঠল 'জয় বাংলা' ধ্বনি। তবে এই রাজনৈতিক শোরগোলের মাঝেও মার্জিত সৌজন্যে নজর কাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অভয়ার মা রত্না দেবনাথ বা সন্দেশখালির রেখা পাত্ররা।

এদিন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের কাছে শপথ নিতে গিয়ে দুই দলের অনেক বিধায়কই সংসদীয় রীতির চেয়ে রাজনৈতিক আবেগকে বেশি প্রাধান্য দিলেন। কামারহাটির মদন মিত্র শপথ শেষ করে সজোরে 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলেন। পাল্লা দিয়ে বিজেপির টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর গলায় শোনা যায় 'ভারত মাতা কি জয়', 'জয় মা কালী' ও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় শপথের পর এ হেন দলীয় স্লোগান সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তবে এই হট্টগোলের মাঝেও ব্যতিক্রমী ছবি হয়ে থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে শপথবাক্য পাঠ করে সৌজন্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের আসনে ফিরে যান। রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন সদ্য প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ খানও। জাভেদ খানের মুখে শোনা গিয়েছে 'জয় হিন্দ'।

তবে এদিনের বিশেষ নজর ছিল পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক তথা 'অভয়ার মা' রত্না দেবনাথ এবং হিঙ্গলগঞ্জের রেখা পাত্রের ওপর। অত্যন্ত সাদামাটা বাঙালি বধূর বেশে রেখা পাত্র এবং 'মা' সুলভ গাম্ভীর্যে রত্না দেবনাথ কোনও স্লোগান না তুলেই করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে নিজের আসনে ফেরেন। তাঁদের এই নীরব সৌজন্য এদিন বিধানসভার স্লোগান-বিলাসী রাজনীতিকদের সামনে এক বড় উদাহরণ হয়ে রইল। সব মিলিয়ে বিধানসভার শপথ অনুষ্ঠান এদিন যেমন স্লোগান-যুদ্ধে সরগরম হল, তেমনই হাতেগোনা কয়েকজনের সৌজন্যে বজায় রইল গণতন্ত্রের সম্মানটুকুও।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় নয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিজয় মিছিল। বুধবার ভবানীপুরে। -পিটিআই

আইনজীবীর ভূমিকায় ফের কি মমতা?

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ মে : সুপ্রিম কোর্টের পর কলকাতা হাইকোর্টেও আইনজীবীর ভূমিকায় দেখা যেতে পারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ৯ দিন কেটেছে। রাজ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে প্রায় ২০০০ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক আক্রান্ত এবং ৩৬৫টি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে তৃণমূল। এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়ার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মামলাতেই আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করতে পারেন মমতা। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রথমার্ধে তৃণমূলের মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। সেখানে মমতার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূলের একাংশের মতে, মমতার উপস্থিতি নিয়ে পরিকল্পনা হয়েছে। তৃণমূল কর্মী-সমর্থক সহ সাধারণ মানুষ ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার। তার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির এজলাসে সুর চড়াতে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরা আক্রান্ত ও তাঁদের মনোবলও ভেঙেছে। তাঁদের চাঙ্গা করতে মমতার পদক্ষেপ সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

স্কুলের প্রার্থনায় 'বন্দে মাতরম'

গরমের ছুটি বেড়ে ৩১ মে পর্যন্ত

কলকাতা, ১৩ মে : 'জনগণমন'-এর পাশাপাশি এবার থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলে গাইতে হবে 'বন্দে মাতরম'। অন্যদিকে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলে গরমের ছুটি বাড়ানো হল।

স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রগান বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবার জাতীয় গান নিয়ে নির্দেশ কার্যকর হতে চলেছে। বিকাশ ভবন থেকে এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকের (ডিআই) কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত এই নির্দেশ এসেছে। তবে এই নির্দেশের জেরে চর্চা শুরু হয়েছে স্কুলে প্রার্থনার সময় রাজ্য সংগীত গাওয়া নিয়ে। গত বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রাজ্য সংগীতের মর্যাদা পায়। সরকারের তরফে নির্দেশ জারি করা হয়, প্রার্থনার সময় রাজ্য সংগীতও গাইতে হবে স্কুল পড়ুয়াদের। এবার সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে প্রার্থনায় যুক্ত হল 'বন্দে মাতরম'ও। তবে স্কুল শিক্ষকেরা অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন, এবার থেকে কি তাহলে জাতীয় গান, রাজ্য সংগীত এবং জাতীয় সংগীত- তিনটি গানই প্রার্থনার সময়ে গাইতে হবে? নাকি বাদ যাবে রাজ্য সংগীত?

এ বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট ভাবে কিছু জানা যায়নি। শিক্ষক নেতা স্বপন মণ্ডলের বক্তব্য, 'বর্তমান রাজ্য সরকার এই বিষয়টি স্পষ্ট করলে ভালো হয়।' তবে দক্ষিণবঙ্গের এক ডিআই জানিয়েছেন, দপ্তর থেকে এখনও বিস্তারিত ভাবে কিছু জানানো হয়নি। কোনটা আগে বা পরে হবে সেটা নিয়েও অনেকের জিজ্ঞাস্য রয়েছে। দপ্তরের নির্দেশ পেলে তবেই স্পষ্ট হবে। তবে কলকাতার বিটি রোড হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের স্কুলে কোনও দিনই রাজ্য সংগীত গাওয়া হয়নি। কিন্তু বন্দে মাতরম গানটি অনেক আগে থেকেই প্রার্থনায় গাওয়া হয়। সঙ্গে আরও কিছু প্রার্থনা থাকে। একদম শেষে জাতীয় সংগীত দিয়ে প্রার্থনা শেষ হয়।'

এআই

অন্যদিকে, ১১ মে থেকে গরমের ছুটি শুরু হয়েছিল। প্রথমে ঠিক ছিল, ১৮ মে স্কুল খুলবে। কিন্তু নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৩১ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি চলবে। ১ জুন থেকে ফের পঠনপাঠন শুরু হবে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন সূচি জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের সচিবের একটি বৈঠক হয়। সেখানেই স্কুলগুলিতে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে যেভাবে গরমের দাপট চলছে, তাতে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন অভিভাবকরা। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মে মাসের শেষেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পড়ুয়াদের স্বার্থেই গরমের ছুটি দীর্ঘায়িত করার পথে হাঁটল বিকাশ ভবন। ২০২৬ সালের ছুটির বার্ষিক ক্যালেন্ডারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছিল, গরমের ছুটি আগের বছরের তুলনায় ৫ দিন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন গ্রীষ্মের ছুটিতে কাঁচি চলল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল শিক্ষকমহলে। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ করেছিলেন, গ্রীষ্মপ্রধান এই রাজ্যে গরমের ছুটি কমিয়ে দেওয়া অবাস্তব পরিকল্পনা। গত কয়েক বছর ধরেই তাপপ্রবাহ বা মাত্রাতিরিক্ত গরমের কারণে স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ সময়ের আগে ঘোষণা করতে হয়েছে। কখনও কখনও এই ছুটি বৃদ্ধি করতে হয়েছে ২৫-৩০ দিন।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে অভিযান

কলকাতা, ১৩ মে : বাংলায় ক্ষমতায় এসে পুলিশ প্রশাসনকে হাত খুলে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, এই নির্দেশের পরে শনিবার থেকে রাজ্য থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরক উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালাবে পুলিশ।

ইডি'র চিঠি

কলকাতা, ১৩ মে : ভোটের ফল প্রকাশের পরেও ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন একাধিক তৃণমূল নেতা ও পুলিশকর্তা। পাঁচ বার নোটিশ পাঠিয়েও তলবে সাড়া দেননি পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। এবার তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে শান্তনুর অবস্থান জানতে চাইল ইডি। সূত্রের খবর, ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটিকে চিঠি দিয়ে শান্তনু কোথায় আছেন, কোথায় ডিউটি করছেন—সবটাই জানতে চাওয়া হয়েছে।

ছানাবড়া, মনোহরা নিয়ে শপথে হুমায়ুন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মে : ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে আলাদা দল গড়ে মুর্শিদাবাদের আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। সেই কাঁটে কা টক্করে দুটি আসন থেকেই জয়ী হয়ে বিধানসভায় ফিরেছেন হুমায়ুন। নির্বাচন পর্বে কখনও তৃণমূল, কখনও বিজেপির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও নিশানা করেছেন হুমায়ুনকে। নির্বাচনের সেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পেরিয়ে এদিন বিধানসভার শপথে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৫০০ পিস ছানাবড়া আর ১৫০ পিস মনোহরা সঙ্গে নিয়ে শপথে এসেছিলেন হুমায়ুন কবীর। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'শাসক-বিরোধী সব বিধায়কের জন্যই মিষ্টি আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনোহরায় কম পড়ে গেল। তবে বৃহস্পতিবার পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।' এদিন তিনি নওদার বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছেন। শপথ নিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ভরিয়ে দিয়েছেন প্রশংসায়। অধিবেশন কক্ষের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে দেখা যায়। যদিও এই প্রসঙ্গে হুমায়ুনের দাবি, এটা সৌজন্য ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হুমায়ুন যাই বলুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে হুমায়ুনের মন্তব্য নজর কেড়েছে রাজনৈতিক মহলের। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে হুমায়ুন বলেন, 'উনি ভালো লোক। উনি সব ভালোই কাজ করবেন।' শুভেন্দুর নেতৃত্বে নতুন সরকারকে আগাম সার্টিফিকেট দিয়ে হুমায়ুন বলেন, 'আমি চাই নতুন সরকার ভালো করে কাজ করুক। সবকিছু ভালো করে চলুক। কারোর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে সরকার লক্ষ্য রাখুক।'

নির্বাচনের মুখে তাঁর পুরোনো দল তৃণমূল কার্যত তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। জেতার পর এদিনও সেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে হুমায়ুন বলেন, 'আমি যখন নতুন দল গড়েছিলাম, তখন অনেকে অনেক কিছু বলেছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে নতুন দল গড়ে দুটি আসনে জয়ী হয়ে তাঁদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি।' রেজিনগর থেকে আগামী উপনির্বাচনে নিজের ছেলেকে প্রার্থী করতে চান তিনি।

পুলিশি পাহারায় নিজ গড়ে জাহাঙ্গির

অদ্রি গড়াই

কলকাতা, ১৩ মে : সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হয়তো হার মানাবে ফলতার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। একদিকে ডায়লগবাজ তৃণমূল প্রার্থী 'পুষ্পা', অন্যদিকে দাপুটে আইপিএস 'সিংহম'। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের পর যিনি কার্যত বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন, সেই দাপুটে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান অবশেষে ফলতায় ফিরলেন। তবে বীরদর্পে নয়, খোদ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের কড়া পাহারায় নিজের গড়েই পা রাখতে হলো 'পুষ্পা'-কে!

গত ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণের দিন চরম অশান্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লুঠের ব্যাপক অভিযোগ ওঠে ফলতায়। পরিস্থিতি সামলাতে ময়দানে নামেন কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট আইপিএস অজয় পাল শর্মা। দাপুটে এই অফিসারকে দেখেই এলাকায় রটে যায় 'সিংহম' এসেছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান নিজেকে দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় চরিত্র 'পুষ্পা'-র সঙ্গে তুলনা করে আস্ফালন করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই ম্যাজিক। ফলপ্রকাশের পর দাপুটে 'পুষ্পা' আচমকাই আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যান।

এদিকে, ব্যাপক বেনিয়মের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর এখানেই চিত্রনাট্যের সবচেয়ে বড় টুইস্ট। যাঁর দাপটে এলাকা কাঁপত, সেই প্রার্থীকেই প্রচারে ফেরাতে শেষমেশ কমিশনের নির্দেশে ঢাল হতে হল খোদ পুলিশকে।

জাহাঙ্গীর যখন বেপাত্তা, তখন কিন্তু এক ইঞ্চি জমিও ছাড়েনি বিজেপি। ফাঁকা মাঠে বাড়ি বাড়ি দাপিয়ে প্রচার করেছেন ফলতার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা। পেশায় আইনজীবী ৪৬ বছর বয়সি দেবাংশু ভোটারদের দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে জয়ের ব্যাপারে এখন একশো শতাংশ আত্মবিশ্বাসী। রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২০৭টি আসন পেয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি। ফলতায় জিতলে সেই সংখ্যা বেড়ে হবে ২০৮। আর এই একটি আসনের জন্য বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে নারাজ পদ্মশিবির।

মঙ্গলবার বিধাননগরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে প্রায় দু'ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী এবং তিন সাধারণ সম্পাদক— সৌমিত্র খাঁ, শশী অগ্নিহোত্রী ও জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

সূত্রের খবর, দিনভর ঠাসা কর্মসূচির পরেও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে জাহাঙ্গিরের 'প্রাক্তন' গড় ফলতা দখলের রণকৌশল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও একটি মাত্র আসনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, ফলতাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

■ বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের পর কার্যত বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন জাহাঙ্গির খান

■ অবশেষে তিনি ফলতায় ফিরলেন

■ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের কড়া পাহারায় নিজের গড়েই পা রাখলেন 'পুষ্পা'

র‍্যাশনে আটার বদলে গম

কলকাতা, ১৩ মে : র‍্যাশন থেকে এবার উধাও হচ্ছে নিম্নমানের আটা, তার বদলে উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া হবে উন্নত মানের গম। আগামী জুন মাস থেকেই এই নয়া নিয়ম কার্যকর করতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। বুধবার খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া এদিন জানিয়েছেন, মানুষের খাবারের মান নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। একইসঙ্গে খাদ্য দপ্তরে দীর্ঘদিনের 'দুর্নীতি'র শিকড় উপড়ে ফেলার কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

অশোকবাবুর কথায়, 'গত ১৫ বছর ধরে মানুষকে পচা ও নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে কেন্দ্র যে উন্নত মানের গম পাঠাবে, সরাসরি সেটাই মানুষের হাতে পৌঁছাবে।' কোনও আধিকারিক বা ডিলার যদি এই গম বদলে নিম্নমানের কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মন্ত্রী সতর্ক করেছেন।

কড়া মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৩ মে : লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের গ্ল্যামারাস পর্দার আড়ালে বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা 'কাটমানি' আর 'সিন্ডিকেট' রাজের দিন এবার সত্যিই ফুরোল। টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ফেডারেশনের দাদাগিরি এবং 'বিশ্বাস-ব্রাদার্স'-এর একচেটিয়া আধিপত্য গুঁড়িয়ে দিতে এবার সরাসরি ময়দানে নামল রাজ্যের নতুন প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে টালিগঞ্জের গেরুয়া শিবিরের তারকা-নেতাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক সেই 'অপারেশন ক্লিন আপ'-এরই প্রথম এবং কড়া ধাপ।

বৈশাখে রং ছড়িয়েছে কৃষ্ণচূড়া। সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

লাল দুর্গে ফাটল, যাদবপুরে আরএসএস

প্রিয়জিৎ দাস

কলকাতা, ১৩ মে : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল সাড়ে ছটা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের পিছনের মাঠ। যে চত্বর এতদিন বামপন্থী স্লোগান আর লাল পতাকার একচেটিয়া দখলে ছিল, সেখানেই দেখা গেল এক অভাবনীয় দৃশ্য! সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শারীরিক কসরত করছেন একদল মানুষ। চলছে মাতৃভূমির বন্দনা আর বৌদ্ধিক আলোচনা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের ঠিক পরপরই, বাম-উদারপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম আঁতুড়ঘর তথা লাল দুর্গ যাদবপুরে এই প্রথম বসল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রাতঃকালীন শাখা।

রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই এই ঘটনা যে স্রেফ কাকতালীয় নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ঐতিহাসিক শাখায় যোগ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই ২০ জন স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী। এক ঘণ্টার এই কর্মসূচির প্রথম ৪০ মিনিট ছিল যোগব্যায়াম। শেষের ২০ মিনিট বরাদ্দ ছিল বৌদ্ধিক বা তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য। সেখানে বিশ্বগুরু হিসেবে ভারতের উত্থান, আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আদর্শ এবং আগামী ২৯ মে ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক বা 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব পালন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংঘের নির্দিষ্ট খাকি প্যান্ট বা সাদা শার্ট না থাকলেও, প্রথম দিনের শাখায় পরিচ্ছন্ন পোশাকেই হাজির ছিলেন কর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগের কর্মী তথা আরএসএস কার্যকর্তা পলাশ মাজি উচ্ছ্বাস গোপন না করেই বলেন, 'যাদবপুরে শাখা শুরু হওয়াটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজ্যে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই ক্যাম্পাসে আমরা এই শাখা খোলার সাহস পেয়েছি। এতদিন বামপন্থীরা এখানে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কোণঠাসা করে রেখেছিল।"

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২ সালে বাংলায় সংঘের শাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৫০। ২০২৬-এ এসে তা একলাফে দাঁড়িয়েছে ৪৩২৫-এ। আর এবার খোদ যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির মতো ক্যাম্পাসে ডানপন্থী রাজনীতির প্রবেশাধিকার কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে সংঘের এই পদার্পণ গেরুয়া শিবিরের এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক জয়। দীর্ঘ দশক ধরে যাদবপুরের ছাত্র সংসদগুলিতে বাম বা অতি-বামপন্থী সংগঠনগুলির একাধিপত্য। সেই ক্যাম্পাসে আরএসএস-এর এই প্রকাশ্য কর্মসূচি নিঃসন্দেহে এক নতুন রাজনৈতিক যুগের ইঙ্গিত।

তবে বিষয়টিকে ভিন্ন নজরে দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। তাঁর মতে, 'যাদবপুর চিরকালই বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের ঠিক পরেই ক্যাম্পাসের ভেতরে এই ধরনের কর্মসূচি আসলে ক্ষমতা প্রদর্শনেরই একটা সুকৌশলী অঙ্গ।' অন্যদিকে, ইংরেজি বিভাগের কর্মী রসমন ইসাই বা গ্রুপ-ডি কর্মী তারকনাথ শীটরা স্বীকার করছেন, রাজ্যে নতুন সরকারের আগমনই তাঁদের এই বহু প্রতীক্ষিত শাখা করার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নবান্ন দখলের পর এবার বিজেপির লক্ষ্য বাংলার মনন দখল। লাল দুর্গের এই প্রথম ফাটল আসলে সেই দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্লু-প্রিন্টেরই অংশ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩

গভীর অন্ধকার

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্কিত ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল মেডিকেলে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট)। এক-দু'বার নয়, গত ৯ বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হল। বাতিল হয়ে গিয়েছে ২০২৬-এর নিট-ইউজি। ফলে প্রায় ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

কেন্দ্রীয় সরকার কিছু আশ্বাস দিলেও তাঁরা ও তাঁদের অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। মেধা নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ সমর্থনযোগ্য নয়। সরকার এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) যে অতীতের ভুল থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি এবং নিরাপত্তার তথাকথিত বজ্র আঁটুনিসমূহ যে প্রকৃতপক্ষে ফসকা গেরো, তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

এখনও পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত অভিযোগে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের শিকড় রাজস্থানের সিকর এবং জয়পুরে। গুরুগ্রাম, নাসিকেও তার জাল বিস্তৃত। এই জালিয়াতির মূল পান্ডা অভিযোগে মণীশ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, রাজস্থানের জামওয়া রামগড়ের দুই ভাই- মাঙ্গিলাল এবং দীনেশ বিওয়াল এবছরের নিট-ইউজির প্রশ্নপত্র কিনেছিলেন গত ২৬ এপ্রিল। অর্থাৎ পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে।

গুরুগ্রামের এক চিকিৎসকের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁরা প্রশ্নপত্র কেনেন। তদন্তকারীরা জালিয়াতির জট ছাড়াতে শুরু করলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর আস্থা থাকে তার স্বচ্ছতার জন্য। কিন্তু নিট সেই আস্থার দেওয়ালে ফাটল ধরিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস কেবল প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, গভীর সামাজিক অপরাধও বটে।

সরকার মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে উলটো দেখা যাচ্ছে। এক-আধবার অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সন্দেহের উদ্রেক করছে। প্রশ্ন উঠছে, এটা নিছক গাফিলতি, নাকি এর গভীরে কোনও চক্র জড়িত?

এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্যে এক শ্রেণির প্রভাবশালী কোচিং সেন্টারের ভূমিকা আছে বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সেন্টারগুলির একাংশ এখন শিক্ষালাভের সংস্থার বদলে লাভজনক শিল্প হয়ে উঠেছে। ১০০ শতাংশ সাফল্যের গ্যারান্টি দেওয়ার নামে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় কোচিং সেন্টারগুলি।

এনটিএ দাবি করেছিল, জিপিএস ট্র্যাকিং আর এআই প্রযুক্তির সিসিটিভির নজরদারি থাকায় পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র থাকবে। বাস্তবে প্রমাণ হয়ে গেল, কোচিং মাফিয়া ও দালালচক্রের কাছে ওই নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রহসন মাত্র। বরং শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। যে শিক্ষার্থীরা পাশ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের বদলে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যদের ডাক্তারির মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশায় আসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছিল।

এনটিএ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ ও পেশাদার পরিকাঠামো তৈরি। কিন্তু বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সেই স্বশাসিত সংস্থায় 'ঘুঘু পাখিরা' বাসা বেঁধেছে। প্রশ্নপত্র ছাপানো থেকে শুরু করে পরীক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিটি ধাপে যে নিরাপত্তার বলয় থাকার কথা, তা বারবার ভেঙে পড়ায় স্পষ্ট, মুখে যাই বলা হোক, শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কার্যত রোজনামচায় পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রের শক্তির পরিমাপ করা হয় শিক্ষা ও মেধার মর্যাদা রক্ষায় তার সক্ষমতা দিয়ে। নিট-এর এই নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি প্রমাণ করেছে, দেশের শিক্ষা পরিচালনার ইঞ্জিনটি জরাজীর্ণ। এখনই দ্রুত এবং বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ না করলে ভারতের তরুণ প্রজন্ম এই ব্যবস্থার ওপর চিরতরে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ না হলে এবং মেধাকে প্রাপ্য সম্মান না দিলে দেশ ক্রমশ গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। নিত্যনতুন প্রতিশ্রুতি নয়, কাজের মাধ্যমে সাধারণ পড়ুয়াদের চোখের জল আর শ্রমের মূল্যকে মর্যাদা দেওয়া সরকারের কর্তব্য।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

শিক্ষা মাফিয়াদের রুখতে চিনা দাওয়াই

২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর স্বপ্নভঙ্গের পর প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার চিনের 'গাওকাও' পরীক্ষার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং কড়া শাস্তির মডেল থেকে ভারতের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে।

নীহারিকা সরকার

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারত যখন সুপারপাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, যখন আমাদের মহাকাশযান চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করছে এবং আমাদের প্রযুক্তিবিদরা বিশ্বের তাবড় আইটি কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ঠিক তখনই দেশের মাটিতে ঘটে চলেছে এক চূড়ান্ত জাতীয় লজ্জা। ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজির প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং তার জেরে পরীক্ষা বাতিলের ঘটনা আমাদের গোটা সিস্টেমের গালে এক সপাটে চড়। ৩ মে, প্রায় ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বুকভরা স্বপ্ন আর কালঘাম ফেলানো পরিশ্রমের পুঁজি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের জেরে সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় ওই ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই ঘটনা শুধু ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র চরম ব্যর্থতা নয়, এটি গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক চরম অবক্ষয়ের চিত্র। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত যখন এক বিশ্বস্ত এবং উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তখন দেশের ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই এই স্তরের দুর্নীতি আমাদের মাথা হেঁট করে দেয়।

নিট নিয়ে এই প্রহসন নতুন কিছু নয়। দু'বছর আগে ২০২৪ সালেও দেশ এই একই সংকটের সাক্ষী হয়েছিল। আর এবার ২০২৬-এ এসেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে দিল যে, আমাদের সিস্টেমের ফুটোগুলো বোজানোর সদিচ্ছা কর্তৃপক্ষের আদৌ নেই। এই পরিস্থিতিতে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ এবং 'সুপার থার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ কুমার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ভারতে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে চিনের মতো কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন। কোচিং সেন্টারগুলোর দাদাগিরিতে লাগাম পরানো এবং চিনের মতো কঠোর নিয়ম কার্যকর করার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। কিন্তু আনন্দ কুমার ঠিক কোন চিনা মডেলের কথা বলছেন? চিনের পরীক্ষা ব্যবস্থায় এমন কী জাদুদণ্ড আছে যা ভারতের মতো বিশাল দেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে? আসুন, একটু গভীরে গিয়ে চিনের সেই বহুচর্চিত এবং বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা 'গাওকাও'-এর মডেলটি বিশ্লেষণ করে দেখি।

চিনে প্রতি বছর জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় 'গাওকাও' বা ন্যাশনাল কলেজ এন্ট্রান্স এগজামিনেশন। এটি চিনের মূল ভূখণ্ডের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তির প্রধান এবং একমাত্র প্রবেশদ্বার। ভারতের জেইই বা নিট -এর মতোই এই পরীক্ষা সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসেছিলেন, যা একে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পরীক্ষায় পরিণত করেছে। এই পরীক্ষার নম্বর শুধু ভালো কলেজে ভর্তিই নয়, বরং ভবিষ্যতে ভালো চাকরি এবং সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার চাবিকাঠি। আর ঠিক এই কারণেই, গাওকাও পরীক্ষাকে চিন সরকার যেভাবে পরিচালনা করে, তা এককথায় অভাবনীয়।

আনন্দ কুমার চিনের যে 'হাই-ক্লাস সার্ভেলান্স' বা নজরদারির কথা বলেছেন, তা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। চিনে গাওকাও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে 'স্টেট সিক্রেট' বা রাষ্ট্রীয় গোপন নথির মর্যাদা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে যেখানে প্রশ্নপত্র ছাপার প্রেসে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা অনায়াসে মোবাইলে ছবি তুলে প্রশ্ন ফাঁস করে দেন, সেখানে চিনে এই প্রশ্নপত্র তৈরি হয় কারেন্সি নোট ছাপার মতো হাই সিকিউরিটি জোনে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি নজরদারি থাকে, প্রহরীরা কড়া পাহারা দেন এবং প্রশ্নপত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। ছাপা হওয়ার পর সেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায় সশস্ত্র পুলিশের পাহারায়। ট্রাংকগুলোতে জিপিএস ট্র্যাকিং, ভিডিও মনিটরিং এবং মাল্টি-লেয়ারড লক থাকে, যা খুলতে একাধিক চাবি এবং অথরাইজেশনের প্রয়োজন হয়।

চিনে গাওকাও-এর একটি মুহূর্ত।

পরীক্ষার দিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও রোমহর্ষক। ভারতের মতো শুধু মেটাল ডিটেক্টর নয়, চিনের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বসানো হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চালিত ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি গেট। এই গেট মোবাইল, স্মার্টওয়াচ তো বটেই, কানের ভেতর লুকোনো অতি ক্ষুদ্র ইয়ারপিসও ধরে ফেলতে সক্ষম। পরীক্ষার্থীদের ভেরিফিকেশনের জন্য ফেসিয়াল রেকগনিশন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আইরিশ স্ক্যান করা হয়, যাতে কোনও ডামি বা প্রক্সি প্রার্থী পরীক্ষায় বসতে না পারে। কেন্দ্রের চারপাশে রেডিও সিগন্যাল জ্যামার বসানো থাকে যাতে বাইরে থেকে ব্লুটুথ বা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনও উত্তর ভেতরে না পৌঁছাতে পারে। চমক এখানেই শেষ নয়, পরীক্ষাকেন্দ্রের ওপর নজরদারি চালাতে আকাশে ওড়ে ড্রোন এবং মাটিতে টহল দেয় চিনের এলিট পুলিশ ফোর্স বা সোয়াট টিম। সন্ত্রাসবাদী হামলা মোকাবিলার জন্য যে সোয়াট বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়, তাদের নিয়োগ করা হয় পরীক্ষার নিরাপত্তা দিতে!

পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের প্রতিটা নড়াচড়া লাইভ মনিটর করে এআই ক্যামেরা। কেউ বারবার ঘাড় ঘোরালে বা সন্দেহজনক আচরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। এমনকি পরীক্ষার দিনগুলোতে কেন্দ্রগুলোর ৫০০ মিটারের মধ্যে গাড়ির হর্ন বাজানো, কনস্ট্রাকশনের কাজ বা মাইক বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। কিছু কিছু জায়গায় পরীক্ষার সময় প্লেনের রুট পর্যন্ত বদলে দেওয়া হয় যাতে শব্দ দূষণে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট না হয়।

নিট-ইউজির প্রশ্ন ফাঁস ও বাতিলের ঘটনা দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ২২ লক্ষ পড়ুয়ার স্বপ্নভঙ্গের এই আবহে, প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে চিনের 'গাওকাও' মডেল অনুসরণের জোরালো প্রস্তাব উঠছে। এআই নজরদারি, ড্রোন, সোয়াট বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং প্রশ্ন ফাঁসকে সরাসরি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কড়া শাস্তির যে নজির চিন গড়েছে, ভারতের শিক্ষা মাফিয়াদের রুখতে সেই কড়া দাওয়াই এখন সবচেয়ে জরুরি।

কিন্তু শুধু প্রযুক্তির বজ্রআঁটুনি দিয়েই তো সব হয় না, এর সঙ্গে চাই আইনের শাসন। আর এখানেই ভারত চিনের থেকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে। ভারতে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সম্প্রতি আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগের নমুনা আমরা পদে পদে দেখছি। অন্যদিকে, ২০১৫-'১৬ সাল থেকে চিনে জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় টুকলি করা, প্রক্সি দেওয়া বা প্রশ্নপত্র ফাঁস করাকে সরাসরি 'ক্রিমিন্যাল অফেন্স' বা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধ প্রমাণ হলে তিন থেকে সাত বছরের জেলের সাজা, বিপুল জরিমানা এবং আজীবনের জন্য পরীক্ষা দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এমনকি দায়িত্বে গাফিলতি থাকলে ইনভিজিলেটর বা সরকারি আধিকারিকদেরও রেয়াত করা হয় না।

অবশ্যই চিনা মডেলের একটা অন্ধকার দিকও আছে। এই গাওকাও পরীক্ষার বিপুল মানসিক চাপ চিনা ছাত্রছাত্রীদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ২০১৪ সালের এক রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল, চিনে হাইস্কুল পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনার ৯৩ শতাংশেরই কারণ ছিল এই গাওকাও পরীক্ষার চাপ। ২০২২ সালে একবার প্রশ্ন ফাঁসের ভুয়ো গুজবও ছড়িয়েছিল, যা পরে এডিটেড ছবি বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, তাদের সিস্টেমও যে একশো শতাংশ ত্রুটিমুক্ত, তা বলা যাবে না। আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় চিনের এই দমবন্ধ করা, মিলিটারি স্টাইলের মানসিক চাপ হয়তো কাম্য নয়। আমরা চাই না আমাদের ছেলেমেয়েরা নম্বরের চাপে মানসিক অবসাদের শিকার হোক।

কিন্তু আনন্দ কুমার বা শিক্ষানুরাগীদের বক্তব্যটা অন্য জায়গায়। আমাদের মেধার অভাব নেই, অভাব নেই প্রযুক্তিরও। ইসরোর মতো সংস্থা যে দেশে রকেট বানায়, সেই দেশে একটা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি একটা নিশ্ছিদ্র পরীক্ষা নিতে পারবে না— এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে অভাবটা হল সদিচ্ছার। আমাদের দেশে শিক্ষাটা এখন একটা বিশাল বড় মাফিয়াচক্রের হাতে বন্দি। যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা কোটি কোটি টাকার কোচিং সেন্টার, দালালচক্র এবং কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকের অশুভ আঁতাত দেশের মেধাকে নিলামে চড়িয়েছে।

যদি সত্যিই ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হতে হয়, তবে তার ভিত হতে হবে নিটোল এবং মজবুত। সেই ভিত হল আমাদের যুবসমাজ। এই যুবসমাজের মনে যদি একবার গেঁথে যায় যে, মেধা বা পরিশ্রমের কোনও দাম নেই, টাকা ফেললেই ডাক্তারির সিট কেনা যায়, তবে সেই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চিনের মতো আমাদেরও এবার শিক্ষা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকে নিছক চুরি নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে দেখতে হবে। এআই প্রযুক্তি, বায়োমেট্রিক নজরদারি এবং কঠোরতম শাস্তির বিধান দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। যে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর চোখের জল আজ সিস্টেমের ব্যর্থতায় শুকিয়ে গেল, দেশ হিসেবে তাদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করার সময় এসেছে। বদলটা এখন আর শুধু সময়ের দাবি নয়, দেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯২৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন।

১৯৮৪

ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকেরবার্গের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছিলেন, তাঁরা সবাই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পাবেন। ৯১ লক্ষ নাম (এসআইআর-এর কারণে বাদ) পর্যালোচনা করা হবে। যাঁদের নাম ট্রাইবিউনালে রয়েছে, তাঁরাও সুবিধা পাবেন। যাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের নামও বাদ যাবে না।

- অগ্নিমিত্রা পল

ভাইরাল/১

'কোপি কামু' নামে ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্যাফের সব কর্মীই ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত। তাঁরা ক্রেতাদের সুন্দরভাবে পরিবেশন করছেন। বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাজের মূল স্রোতে থাকার সুযোগ দিতেই ক্যাফের যাত্রা।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের রাস্তায় সাইরেন বাজিয়ে আসছে অ্যাম্বুল্যান্স। ভিতরে তাকাতেই চোখ ছানাবড়া। এক ব্যক্তি রোগীর মতো শুয়ে। চারপাশে আমের ঝুড়ি। স্যালাইনের মতো তাঁকে আমের ড্রিপ দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে লেখা 'AAMBULANCE'। আমের প্রতি আকর্ষণের কৌশল।

জনমন
জনমত

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রস্তাব

-এআই।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত থেকে উন্নততর করতে যদি উপযুক্ত শিক্ষিত মানুষকে শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে অভূতপূর্ব উন্নতি হতে বাধ্য। পুনরায় বাংলার শিক্ষাকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত কয়েকটি বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরমধ্যে যেমন রয়েছে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা, স্কুলে ছুটি কমানো, তেমনই কথায় কথায় স্কুল বন্ধ করা চলবে না। ভারতের মহাপুরুষদের জন্মদিনে স্কুল খোলা রেখে তাঁদের কর্মপন্থা নিয়ে চর্চা করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দর বাণীগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

প্রতি পাঁচ বছর পরপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারফরমেন্স রিভিউ করতে হবে এবং নন-পারফর্মারদের অন্যত্র বদলি করতে হবে। পাশাপাশি পারফর্মারদের পুরস্কৃত করতে হবে। অভিভাবকদের জন্যও সচেতনতামূলক কর্মসূচি রাখতে হবে।

পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলকে পরিকাঠামো, পড়াশোনা ও খেলাধুলোর উপযোগী করে তুলতে হবে। সপ্তাহে একদিন অন্তত পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনও ক্লাস না করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য গান, নাটক, সিনেমা বা খেলাধুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বাচ্চাদের স্কুলে না আসার প্রবণতা অনেকটাই কমবে। সেইসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলের শেষে আলাদা করে ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। মিড-ডে মিল আরও উন্নতমানের হতে হবে- এতে নীচুতলার স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই কমতে পারে। এছাড়া পরিচালন সমিতির হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা দিতে হবে।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হলিউড নগরীতে ফুটবল বিশ্বকাপ

লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিকের আগেই বসতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপের মেগা আসর, যা নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে।

রুমি বাগচী

প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে টম ক্রুজের সেই রোমাঞ্চকর বাইক স্টান্টের কথা মনে আছে? আইফেল টাওয়ার পেরিয়ে তাঁর হাত ধরে অলিম্পিকের পতাকা এসে পৌঁছেছিল স্বপ্নের শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে। তবে শুধু অলিম্পিক নয়, তার আগেই ফিফাও তাদের ফুটবল বিশ্বকাপের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছে এই হলিউড নগরীকে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি স্পোর্টিং ইভেন্ট আয়োজনের সুযোগ পাওয়া সত্যিই এক বিরল সৌভাগ্যের। লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তি অবশ্য যোগ্যতারই পুরস্কার। এখানকার জীবনযাত্রার খরচ বা 'কস্ট অফ লিভিং' আকাশছোঁয়া। ট্যাক্স থেকে শুরু করে বাড়ি বা গাড়ির জ্বালানি— সবকিছুর চড়া দাম সামলে যাঁরা হাড়ভাঙা পরিশ্রমে দিন গুজরান করেন, এই বিশ্বমানের ক্রীড়া উৎসব তাঁদের জন্য এক দারুণ মানসিক পাওনা।

শিলিগুড়ির মতো শান্ত মফসসল থেকে জীবন শুরু করে আজ বিশ্বকাপের এই শহরে থিতু হওয়াটা যেন স্বপ্নের মতো। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে শিলিগুড়িতে পাড়ার সবাই মিলে গোল হয়ে বসে চ্যাঁচামেচি করে বিশ্বকাপ দেখার সেই দিনগুলো। গ্যালারির বিদেশি দর্শকদের বৈচিত্র্য আর ঝলমলে আধুনিক স্টেডিয়াম দেখে আমরা গোগ্রাসে সেই আধুনিকতা গিলতাম। আজ যখন লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় হাঁটি, মন বিশ্বাস করতে চায় না যে— যে পথে আমি রোজ বাজার করি, সেখানেই কয়েকদিন পর এমবাপে, মেসি বা রোনাল্ডোর মতো ফুটবল দেবতারা হেঁটে বেড়াবেন! হয়তো হলিউডের 'ওয়াক অফ ফেম'-এ ওঁরাও ছবি তুলবেন। ওই কয়েকটা দিন আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসবাসী আর বিশ্বতারকারা একই আকাশের নীচে এক শহরবাসী হয়ে থাকব, ভাবতেই শিহরণ হয়।

মহাযজ্ঞের প্রস্তুতির আসল রূপটি অবশ্য পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। শহরকে বিশ্বমঞ্চের জন্য প্রস্তুত করতে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো বা যাতায়াত ব্যবস্থার যে নিঃশব্দ উন্নয়ন চলে, তা অনেকটা মহীরুহের মাটির তলার শিকড়ের মতো; ফুলগুলো সবাই দেখে, কিন্তু লড়াইটা অজানাই থাকে। ২০০২ সালের পর এবারই প্রথম কানাডা, আমেরিকা ও মেক্সিকো— এই তিন দেশ মিলে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। ৩২টির বদলে এবার খেলবে ৪৮টি দল, ম্যাচ হবে ১০৪টি। আগের সব বিশ্বকাপের তুলনায় এবারের আয়োজন বহুগুণ বড়। এই বিশাল সূচির ৭৮টি ম্যাচই হবে আমেরিকায়, যার মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের ভাগে পড়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি ম্যাচ। এমনকি আমেরিকার উদ্বোধনী ম্যাচটিও হবে এই 'লা লা ল্যান্ডে'।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত সোফাই স্টেডিয়ামে বসবে বিশ্বকাপের অন্যতম মূল আসর। এখানকার মাঠ তৈরি হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘাস আর সিন্থেটিক টার্ফের নিখুঁত সংমিশ্রণে গড়া হাইব্রিড কার্পেট দিয়ে। মূল আকর্ষণ হল আস্ত ফুটবল মাঠের চেয়েও বড় 'ইনফিনিটি ডিসপ্লে স্ক্রিন'। চারতলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু এবং আট কোটি পিক্সেলের এই স্ক্রিন ৩৬০ ডিগ্রি সিনেমাটিক ভিজুয়াল অভিজ্ঞতা দেবে। প্রযুক্তির দিক থেকেও এবারের বিশ্বকাপ অনন্য। পুরো গ্যালারিতে বসানো ২৬০টি স্পিকার আর ডজন খানেক ক্যামেরা ম্যাচটিকে আক্ষরিক অর্থেই 'লাইভ ভিডিও গেম সিমুলেশন'-এ পরিণত করবে।

সোফাই স্টেডিয়ামের স্থাপত্যও আরেক বিস্ময়। মূল কাঠামোটি ভূমি স্তর থেকে প্রায় ১০০ ফুট নীচে হওয়ায় স্টেডিয়ামের ভেতরটা প্রাকৃতিকভাবেই ঠান্ডা থাকে। আর ওপরের স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে দর্শকরা খোলা আকাশ দেখার সুযোগ পান। ৭০ হাজার মানুষের সমবেত চিৎকার যখন মাটির নীচের এই স্টেডিয়ামে প্রতিধ্বনিত হবে, তখন তা পৃথিবীর বৃহত্তম মিলনমেলায় পরিণত হবে। মাঠের বাইরে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ টিভির পর্দায় এই উন্মাদনা প্রত্যক্ষ করবেন। লস অ্যাঞ্জেলেস এখন পুরোপুরি তৈরি, বিশ্বজয়ের এই মেগা উৎসবের জন্য আপনারা রেডি তো?

(লেখক লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা। শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৪৪

পাশাপাশি : ১। তৃষ্ণা-এর কোমল রূপ ৩। নিষ্পত্তি, মীমাংসা ৪। ফল চিঁড়ে দই মিঠাই ইত্যাদি খাবার ৫। আদেশনামা বা হুকুমনামা ৭। বাংলা বছরের একটি মাস ১০। ইংল্যান্ডের পূর্বতন স্বর্ণ মুদ্রাবিশেষ ১২। মনের মিল, সদ্ভাব ১৪। শখ, ইচ্ছা বা আশা ১৫। পৌরহিত্য-ব্যবসায় ১৬। একটি পাখির নাম।

উপর-নীচ : ১। বিশ্বকর্মা যে অপ্সরাকে নির্মাণ করেছিলেন ২। পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য ভ্রমণ ৩। পাতলা জিনিস হওয়ায় ওড়ার শব্দ ৬। দুর্মূল্য, আক্রা ৮। সংসারের কর্ত্রী, স্ত্রী ৯। দুটি বিরুদ্ধ পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ বা আক্রমণ ১১। ঈশ্বরহীন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ১৩। নিবাস, বাস, লোকালয়।

সমাধান ■ ৪৪৪৩

পাশাপাশি : ২। মকরন্দ ৫। ধুত্তোর ৬। বকধার্মিক ৮। ফাগ ৯। তক ১১। মানানসই ১৩। হররা ১৪। হাঁকপাঁক।

উপর-নীচ : ১। মধুনিশি ২। মর ৩। রসিক ৪। কায়িক ৬। বগ ৭। ধান্যক ৮। ফাল্গুন ৯। তই ১০। বলরাম ১১। মাণ্ডবী ১২। সটীক ১৩। হক।

বিন্দুবিসর্গ

আইপ্যাক শুনানি পিছোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে : আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি আপাতত পিছিয়ে গেল। বুধবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতের কাছে আরও সময় চান। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়া-র বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ২২ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইডির হয়ে সওয়াল করেন তুষার মেহতা। তিনি আদালতকে অনুরোধ করেন, মামলাটি আগামী সপ্তাহেই তালিকাভুক্ত করা হোক। যদিও বিচারপতি মিশ্র প্রথমে মন্তব্য করেন, মামলাটি জুলাই মাসেও শোনা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী।

এই মামলার সূত্রপাত চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি। কয়লা পাচার মামলার তদন্তে আইপ্যাকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈন-এর বাড়ি ও কলকাতা দপ্তরে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই তল্লাশি অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডির দাবি ছিল, তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই অভিযোগেই সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারার আওতায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জবাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আদালতে মামলা করে। রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, ইডির অভিযান সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় বর্ণিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। গত ১৫ জানুয়ারির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

ইস্তফায় নারাজ স্টারমার

লন্ডন, ১৩ মে : ব্রিটেনে গত সপ্তাহের স্থানীয় নির্বাচনে শাসকদল লেবার পার্টি বহু জায়গায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে চলে যাওয়ায় মন্ত্রী ও এমপিদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। তাঁদের ধারণা, এবার সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির ভরাডুবি হবে। এই জায়গা থেকেই মন্ত্রীদের ইস্তফার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। চারজন মন্ত্রী সরকার থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। চারজন পার্লামেন্টারি প্রাইভেট সেক্রেটারি (পিপিএস)-ও পদত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে লেবার পার্টির ৯০ জন এমপি প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে পদত্যাগের সময়সীমা ঘোষণার অনুরোধ জানিয়েছেন। স্টারমার কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে থাকতে মরিয়া। তাঁর বক্তব্য, তিনি সরে গেলে দল ও সরকারে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। বরং তাঁকে সংশোধনের সুযোগ দিলে দল ও দেশের মঙ্গল হবে।

ফের বিমান দুর্ঘটনা

মুম্বই, ১৩ মে : মহারাষ্ট্রে আবার বিমান দুর্ঘটনা। বুধবার প্রশিক্ষণরত দুই আসনের একটি বিমান অবতরণের সময় বারামতির গোজুবাভি গ্রামের কাছে ভেঙে পড়েছে। বিমানের পাইলট প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। পুনে পুলিশের গ্রামীণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সন্দীপ সিং গিল জানিয়েছেন, অবতরণের সময় বিমানটি একটি খুঁটিতে ধাক্কা খায়। পাইলট একা ছিলেন। তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি বারামতিতে ভেঙে পড়েছিল। ২০২৩ সালে একটি প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ায় দু'জন আহত হন।

জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত

মোদির কনভয়ে কাটছাঁট

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : বিশ্বজুড়ে ঘনিয়ে আসা ভয়াবহ জ্বালানি সংকট আর ইরান যুদ্ধের আবহে ভারতের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তেলের খরচ কমাতে এবং বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বাঁচাতে তিনি যে শুধু দেশবাসীকে আবেদন জানিয়েছেন তা-ই নয়, নিজে 'উদাহরণ' তৈরি করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কনভয়ের বহর এক ধাক্কায় অনেকটাই কমিয়ে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কৃচ্ছ্রসাধনের বার্তার পরেই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কনভয় ছেঁটে ফেলার হিড়িক পড়েছে।

'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম', এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মোদি নিজের নিরাপত্তা বলয়ে আমূল বদল এনেছেন। এসপিজি প্রোটোকল মেনেও তাঁর কনভয় থেকে অপ্রয়োজনীয় গাড়ির সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে এবং নতুন গাড়ি না কিনে ইলেক্ট্রিক গাড়ি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপের পর বুধবার সাতসকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মিশ্র এবং রামদাস আটাওয়ালে মেট্রোয় চড়ে দপ্তরে গিয়েছেন। কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা তাঁর কনভয় ১০টি গাড়ি থেকে কমিয়ে মাত্র ৫টিতে নামিয়ে এনেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও কনভয়ের বহর ৫০ শতাংশ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল মাত্র ৩টি গাড়ির কনভয় নিয়ে আমরেলি গিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা ১৩ থেকে কমিয়ে ৮টি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী আশিস শেলার তো ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবের সফরই বাতিল করে দিয়েছেন। পর্যটন মন্ত্রী শম্ভুরাজ দেশাই ব্যক্তিগত ইউরোপ সফর স্থগিত করেছেন। লখনউয়ের মেয়র সুষমা খরকওয়াল তাঁর দুটি সরকারি গাড়ির একটি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই ত্যাগের আবহেও বিতর্কের সুর বাজছে। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতা সৌভাগ্য সিং ঠাকুর যখন ২০০ গাড়ির কনভয় নিয়ে পদভার গ্রহণ করতে যান, সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, ত্যাগের মন্ত্র কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য? পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি হেমন্ত খণ্ডেলওয়াল। তিনি সাফ জানান, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সবাইকে গুরুত্ব দিয়ে মানতে হবে। এরপরেই মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছু মন্ত্রীকে ই-রিকশায় চেপে দপ্তরে আসতে দেখা যায়। গুজরাটের রাজ্যপালও জানিয়েছেন, তিনি এখন থেকে হেলিকপ্টার নয়, বরং ট্রেন বা বাস ব্যবহার করবেন। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, সরকারের এই কৃচ্ছ্রসাধনের পদক্ষেপ যদি নীচুতলা পর্যন্ত ঠিকভাবে পালিত হয়, তবেই দেশ এই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান যুদ্ধ এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ কার্যত লাটে উঠেছে। ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের ৮৫ শতাংশই আমদানি করে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে টান পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ড্রাগনের ডেরায় ট্রাম্প, কড়া জিনপিং

বেজিং, ১৩ মে : রানওয়ে ছুঁল 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'। দীর্ঘ নয় বছর পর ফের ড্রাগনের ডেরায় পা রাখলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার বেজিং বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন চিনা ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং, শীর্ষ আধিকারিক এবং কয়েকশো পড়ুয়া। ছিল নিখুঁত সামরিক 'গার্ড অফ অনার'। কিন্তু এই রাজকীয় অভ্যর্থনা আর লাল গালিচার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে চরম কূটনৈতিক অস্বস্তি। কারণ, শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের এই দুই দিনের হাই-ভোল্টেজ সামিটের ঠিক আগেই ওয়াশিংটনকে চারটি কড়া 'লক্ষ্মণরেখা' বা 'রেড লাইন' বেঁধে দিয়েছে বেজিং।

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই বেজিংয়ে পা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। বুধবার।

চিনের বার্তা, তাইওয়ান, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র, চিনের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের অধিকার— এই চার ইস্যুতে আমেরিকা যেন নাক না গলায়। এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনওরকম আপস তারা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। বিশেষ করে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে দুই মহাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ এখন চরমে। গত ডিসেম্বরেই তাইওয়ানের জন্য ১১০০ কোটি ডলারের বিশাল অস্ত্র চুক্তিতে সিলমোহর দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। চিনের তাইওয়ান বিষয়ক দপ্তরের মুখপাত্র ঝাং হান এদিন কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাইওয়ান চিনের 'স্বার্থের একেবারে কেন্দ্রে' রয়েছে। ফলে তাদের সঙ্গে আমেরিকার কোনওরকম সামরিক সম্পর্ক মানবে না বেজিং। যদিও আমেরিকা খাতায়কলমে 'ওয়ান চায়না' নীতি মানলেও, তাইওয়ানের সুরক্ষায় অস্ত্র জোগাতে তারা বদ্ধপরিকর।

তবে শুধু ভূ-রাজনীতি নয়, ট্রাম্পের এই সফরের সবচেয়ে বড় ফোকাস হলো বাণিজ্য। আর তাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হিসেবে বেজিংয়ে হাজির হয়েছেন এলন মাস্ক, টিম কুক, জেনসেন হুয়াং-এর মতো কর্পোরেট দুনিয়ার হেভিওয়েটেরা। বিমানে বসেই ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মার্কিন সংস্থাগুলির জন্য চিনের বাজার আরও বেশি করে খুলে দিতে জিনপিংকে চাপ দেবেন তিনি। গত বছরের বাণিজ্যযুদ্ধের পর নতুন করে যাতে আবার শুল্ক-সংঘাত শুরু না হয়, তার জন্য উন্নত মাইক্রোচিপ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং বিরল খনিজ রপ্তানি নিয়ে এক নতুন বাণিজ্য চুক্তির রূপরেখা তৈরি হতে পারে এই সামিটে। এর পাশাপাশি অবধারিতভাবে চলে আসছে ইরান প্রসঙ্গ। এই মুহূর্তে ইরান-মার্কিন যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে যে অস্থিরতা চলছে এবং একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বজায় রয়েছে, তার আঁচ এই বৈঠকেও পড়তে বাধ্য।

সেনায় ভর্তির আগে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। বুধবার জম্মুতে।

রেকর্ড পতন টাকার দামে

মুম্বই, ১৩ মে : সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে আরও নামল টাকার দাম। বুধবার এক মার্কিন ডলারের দাম পৌঁছেছে ৯৫ টাকা ৮০ পয়সায়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৭ ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় তেল আমদানির ওপর নির্ভরশীল এই দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। যা টাকার মূল্য পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সোনা না কেনা, জ্বালানি ও ভোজ্য তেল খরচ কমানোর আবেদনও দেশের অর্থনীতি নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করেছে। এদিন সোনা এবং রুপোর ওপর আমদানি শুল্ক যথাক্রমে ১৫ এবং ৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সোনা-রুপো আমদানি কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতি নিয়ে এই আশঙ্কা টাকার দামে লাগাতার পতন ঘটিয়ে চলেছে। বিদেশি লগ্নিকারীরা এই দেশ থেকে লগ্নি সরিয়ে নিচ্ছে, টাকার দাম কমাতে যা অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে।

ফিরলেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : বুধবার গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা সেরে বাড়ি ফিরলেন সোনিয়া গান্ধি। তিনি বাড়ি ফেরায় তাঁকে নিয়ে উদ্বেগে স্বস্তি মিলেছে। হাসপাতালের একটি সূত্র জানিয়েছে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন ৭৯ বছরের সোনিয়া কিছু মেডিকেল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তিনি ভালো আছেন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। মায়ের হাসপাতালে যাওয়ার খবরে লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি তাঁর কেরল সফর বাতিল করে দিল্লিতে ফিরে আসেন। তিনি হাসপাতালে যান। চলতি বছরের মার্চে সোনিয়া অসুস্থ হয়ে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন প্রায় সাতদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

আমূলের দাম

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : দেশজুড়ে দুধের দাম লিটার পিছু ২ টাকা করে বাড়াল আমূল। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্যই দুধের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন। শেষবার গতবছর ১ মে দুধের দাম বাড়িয়েছিল আমূল।

আস্থা ভোটে জিতেও জ্যোতিষীকে ছাঁটাই

চেন্নাই, ১৩ মে : বিধানসভার শক্তিপরীক্ষায় সহজ জয় পেলেন ঠিকই। কিন্তু দিনের শেষে শরিকি চাপের কাছে ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) পদ থেকে নিজের জ্যোতিষী রিকি রাধন পণ্ডিত ভেট্রিভেলকে সরাতে বাধ্য হলেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। এতে স্পষ্ট, সরকার তাঁর হাতে থাকলেও শরিকদের পছন্দ-অপছন্দ মেনেই তাঁকে আগামীদিনে চলতে হবে।

এদিন বিধানসভায় আস্থা প্রস্তাব পেশ করতেই বিজয়ের পাশে দাঁড়ায় কংগ্রেস, ভিসিকে এবং বাম দলগুলি। প্রত্যাশামতোই এসপি ভেলুমনি এবং শন্মুগমের নেতৃত্বাধীন এআইএডিএমকে-র বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সমর্থনও পান থালাপতি। ওয়াকআউট করে ডিএমকে। শেষমেশ ভোটাভুটিতে ১৪৪-২২ ব্যবধানে জয়ী সরকারের খুঁটি মজবুত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। এরপরই বিতর্কের মুখে ওএসডি পদ থেকে নিজের ছায়াসঙ্গী জ্যোতিষীকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন তিনি।

বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় জেতার পর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। বুধবার।

রাধন পণ্ডিতকে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো নিয়ে শুরু থেকেই সরব হয়েছিলেন শরিকরা। সিপিএম সোজাসুজি জানিয়ে দেয়, একজন জ্যোতিষীকে ওএসডি পদে বসিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে আপস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার অন্দরে আরও এক শরিক ভিসিকে বিধায়ক ভান্নি আরাসু থালাপতির অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরব হন?' সোশ্যাল মিডিয়াতেও মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। শেষমেশ অস্বস্তি কাটাতে সক্রিয় হন বিজয়। বিধানসভাতেই তিনি জানান, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পরেই রাধন পণ্ডিতের নিয়োগ বাতিলের সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়।

এদিকে বিজয়কে সমর্থন করা ১৩ বিধায়ক সহ ২৯ জন বিক্ষুব্ধ নেতাকে বহিষ্কার করেছে এআইএডিএমকে।

এদিকে এদিন মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই নির্দেশে টিভিকের বিধায়ক আর শ্রীনিবাস সেতুপতিকে তামিলনাড়ু বিধানসভার আস্থা ভোটে অংশ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত এই বিধিনিষেধকে 'নৃশংস' বলে অভিহিত করেছে এবং ওই বিধায়ককে বিধানসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে।

এনটিএ'র সংস্কার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে চিকিৎসকরা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের জেরে দেশজুড়ে তোলপাড়। পরীক্ষা বাতিলের পর এনটিএ-র আমূল সংস্কার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ফাইমা। গত ৩ মে অনুষ্ঠিত ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠায় ১২ মে পরীক্ষা বাতিল করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এই ঘটনাকে 'সিস্টেমিক ফেইলিওর' বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দাখিল করেছে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (ফাইমা)। তাদের দাবি, এনটিএ-কে সরিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও স্বায়ত্তশাসিত কোনও সংস্থা গঠন করতে হবে। পাশাপাশি, পুনর্নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করতে হবে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নজরদারিতে।

তদন্তে নেমে রাজস্থান পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) মাস্টারমাইন্ড মণীশ যাদব এবং দীনেশ বিনওয়াল সহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও অন্তত শ'দেড়েক পড়ুয়ার ওপরও নজর রয়েছে পুলিশের। ধৃত দীনেশ ও মাঙ্গীলাল নামের দুই ভাইয়ের সঙ্গে রাজস্থানের ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর ও শিক্ষামন্ত্রী মদন রাঠৌরের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক চরমে উঠেছে। এই ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে রাজস্থানের শাসকদল বিজেপির। অভিযোগ, দীনেশ বিজেপি যুব মোর্চার জয়পুর গ্রামীণ শাখার পদাধিকারী। তদন্তকারী সূত্রে খবর, গুরুগ্রাম থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকায় প্রশ্নপত্র কিনে তা বিভিন্ন চক্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ১৫ লক্ষ বা তারও বেশি টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির দায়ে ধরা হয়েছে নাসিকের এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককেও।

নিট কেলেঙ্কারিতে বিজেপি নেতার যোগে অস্বস্তি

গোটা ঘটনায় এনটিএ-র ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও পড়ুয়ারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এনটিএ প্রধান প্রদীপ কুমার জোশি জানান, 'শিক্ষার্থীদের জন্য স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা সচিব সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, দ্রুতই পুনরায় পরীক্ষার নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার মুখে। সিবিআই ইতিমধ্যেই এই চক্রের শিকড় খুঁজতে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি শুরু করেছে।

সিবিএসই দ্বাদশে কমল পাশের হার

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : প্রকাশিত হল ২০২৬-এর সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল। বুধবার কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা করেছে। এবছর সার্বিকভাবে পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৮৫.২০ শতাংশ। বোর্ডের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮ লক্ষের বেশি পড়ুয়া এবার পরীক্ষায় নথিভুক্ত হয়েছিল। পরীক্ষায় বসে ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৬৮ জন। তাদের মধ্যে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৫ লক্ষ ৭ হাজার ১০৯ জন পড়ুয়া।

গত বছরের চেয়ে এবার পাশের হারে উল্লেখযোগ্য পতন লক্ষ করা গিয়েছে। ২০২৫ সালে পাশের হার ছিল ৮৮.৩৯ শতাংশ, অর্থাৎ এবছর পাশের হার ৩.১৯ শতাংশ কমেছে। তবে গতানুগতিক ধারা বজায় রেখে এবছরও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক ভালো ফল করেছে। পাশের হারের নিরিখে ছেলেদের থেকে মেয়েরা ৬.৭৩ শতাংশ এগিয়ে রয়েছে। অঞ্চল ভিত্তিক ফলাফল বলছে, ৯৫.৬২ শতাংশ পাশের হার নিয়ে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে তিরুবনন্তপুরম। অন্যদিকে, সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে প্রয়াগরাজ, সেখানে পাশের হার ৭২.৪৩ শতাংশ।

পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট results.cbse.nic.in অথবা cbse.gov.in থেকে তাদের মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়া রেজাল্ট দেখার সময় ওয়েবসাইটের ওপর অতিরিক্ত চাপ এড়াতে 'ডিজিলকার' এবং 'উমঙ্গ' অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মার্কশিট ডাউনলোডের জন্য রোল নম্বর, স্কুল নম্বর এবং অ্যাডমিট কার্ড আইডি-র প্রয়োজন হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতির বিষয়ে পর্ষদ জানিয়েছে, পাশ করা পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ওপরের দিক থেকে আটটি সমান ভাগে ভাগ করে এ১ থেকে ডি২ পর্যন্ত গ্রেড দেওয়া হয়েছে। যারা পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি, তাদের ই-গ্রেড দেওয়া হয়েছে। পর্ষদ সচিবের মতে, পাশের হার সামান্য কমলেও মূল্যায়নের স্বচ্ছতা এবং মেধার গুণগত মান বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফল প্রকাশের পর সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্টজনেরা। এবার শুরু হবে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া।

মুলায়ম-পুত্রের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

লখনউ, ১৩ মে : মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মৃত্যু হল সপা সুপ্রিমো প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতীক যাদবের। বুধবার ভোরে লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং বিজেপি নেত্রী অপর্ণা সিং বিস্ত (যাদব)-এর স্বামী।

ভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে অখিলেশ বলেন, 'শৈশব থেকেই ওকে চিনি। আজ ও আর আমাদের মধ্যে নেই, এটা অত্যন্ত কষ্টের। ও খুব স্বাস্থ্য সচেতন ছিল এবং জীবনে নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল।' বুধবার ভোরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এদিকে, প্রতীকের আকস্মিক মৃত্যু এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ঘিরে সংশয় তৈরি হয়েছে। অটোপসি রিপোর্ট বলছে, প্রতীকের মৃত্যুর প্রধান কারণ 'কার্ডিওরেসপিরেটরি কলাপ্স', যার মূলে ছিল ফুসফুসে রক্ত জমাট বাঁধার (পালমোনারি থ্রম্বোএমবোলিজম) সমস্যা। চিকিৎসকদের দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে রিপোর্টের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি ঘিরেই ঘনিয়েছে ধোঁয়াশা। একটি সূত্র দাবি করেছে, প্রতীকের শরীরে কোনও বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অন্যদিকে, অপর এক রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর বুকে ও হাতে ৬টি 'অ্যান্টিমর্টেম' বা মৃত্যুর আগের আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, যার মধ্যে কয়েকটি মাত্র একদিনের পুরোনো। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে কখনই দেখা যায়নি প্রতীককে। ব্রিটেনের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করা প্রতীক রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পাশাপাশি বডিবিল্ডিং ও পশুপাখির কল্যাণে উৎসাহী ছিলেন। ২০১১ সালে অপর্ণা বিস্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সম্প্রতি তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত কিছু পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও তা নিয়ে রহস্য রয়েই গিয়েছে।

জালে শেরা

লিসবন ও নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পর্তুগালে গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ভারতে প্রত্যর্পণ করা হল মাদক-সন্ত্রাসবাদী ইকবাল সিং ওরফে শেরাকে। বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে পা রাখতেই তাকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। শেরা ২০২০ সাল থেকে পলাতক। সে আসলে হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর হয়ে ভারতে মাদক ও সন্ত্রাসের জাল বিছিয়ে ছিল। অমৃতসরের বাসিন্দা এই মাস্টারমাইন্ড পাকিস্তান থেকে হেরোইন আনিয়ে ভারতে পাচার করত। সেই টাকা 'হাওয়ালা'র মাধ্যমে পাঠাত জঙ্গি কার্যকলাপে। পঞ্জাব পুলিশ ও এনআইএ-র লাগাতার অভিযানের পর এই সাফল্যকে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে এক বড় জয় হিসেবে দেখছে ভারত।

কেরলে জট, রাহুল-প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে : কেরলের কুর্সিতে শেষমেশ কে বসতে চলেছেন? বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে ১০ দিন কেটে গেলেও এখনও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না কংগ্রেস হাইকমান্ড। যা নিয়ে কংগ্রেস এবং ইউডিএফের অন্দরে একরাশ প্রশ্ন উঠেছে। অচলাবস্থা কাটাতে বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠকে বসেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৈঠক শেষে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানিয়ে দেন, সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারই কেরলের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে। দলের হাইকমান্ডের নির্দেশই চূড়ান্ত। সবাইকে সেটা মানতে হবে।

লড়াইয়ে তিনজন থাকলেও বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভিডি সতীশন এবং রমেশ চেন্নিথালাকে টপকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় দানা বাঁধছে ঝড়ের পূর্বাভাস। এদিন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার কেন্দ্র ওয়েনাডের জেলা কংগ্রেস কমিটির দপ্তরের সামনে একাধিক পোস্টার লাগানো হয়েছে। ২০১৯-এ আমেথিতে হারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ওয়েনাড যেন কংগ্রেসের জন্য 'পরবর্তী আমেথি' না হয়ে দাঁড়ায়। রাহুল এবং প্রিয়াংকাকে নিশানা করে একটি পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'রাহুল এবং প্রিয়াংকা, ওয়েনাডকে ভুলে যান। এখান থেকে আর জিততে পারবেন না।' অন্য একটিতে আরও আক্রমণাত্মক ভাষায় বলা হয়েছে, 'মাননীয় রাহুল গান্ধি, কেসি (বেণুগোপাল) আপনার ব্যাগ বহনকারী হতে পারেন, কিন্তু কেরলের মানুষ আপনাদের এই ভুল ক্ষমা করবে না।'

বিজেপি এবং এলডিএফের কটাক্ষ, স্পষ্ট জনাদেশ পাওয়ার পরেও যে দল নিজেদের নেতা ঠিক করতে পারে না, তারা সরকার চালাবে কীভাবে? ক্ষোভপ্রকাশ করেছে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী আইইউএমএল-ও।

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

চেনা ছকের বাইরে অজানা বালিং

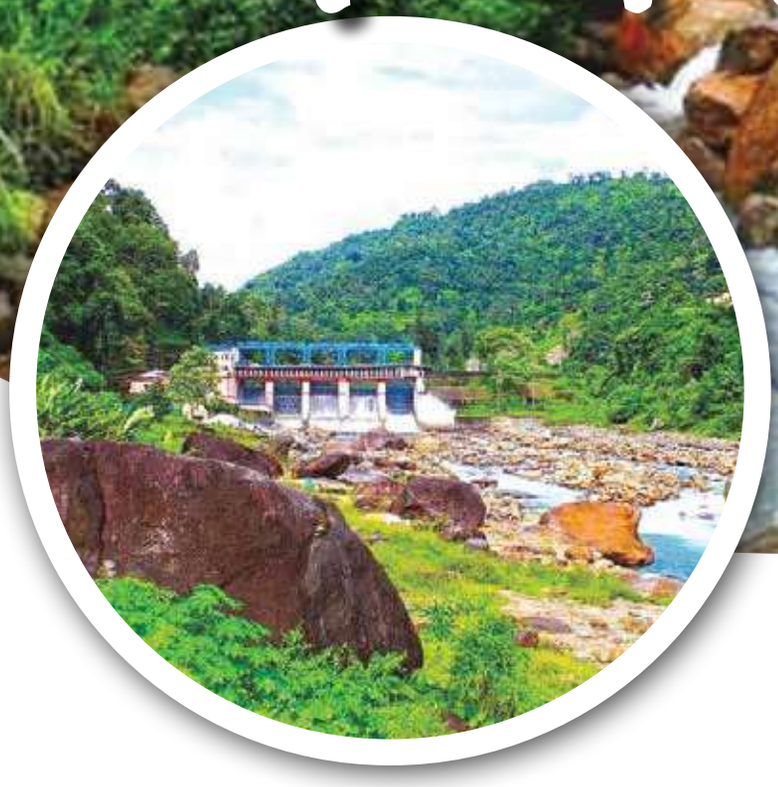

ছবি : পত্রুশ থাপা

জলঢাকার কোলে নিশিযাপন

উত্তরের হাওয়া গায়ে লাগলেই শহুরে মন কেমন যেন উড়ুউড়ু করে ওঠে। রোজকার কংক্রিটের জঙ্গল, ধুলোবালি আর ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে মন চায় সবুজের সমারোহে হারিয়ে যেতে। আর সেই সবুজের ডাক যদি আসে ডুয়ার্সের গহিন অরণ্য এবং পাহাড়ের কোল থেকে, তবে তো কথাই নেই। ডুয়ার্সের রূপ একেক ঋতুতে একেকরকম, আর পরতে পরতে তার লুকিয়ে রয়েছে রহস্য। এই বিস্তীর্ণ সবুজ ক্যানভাসেই এমন কিছু জায়গা লুকিয়ে আছে, যা পর্যটকদের কাছে পরিচিত হলেও তার আসল সৌন্দর্য ও নিস্তব্ধতা আজও অনেকের কাছেই অধরা রয়ে গিয়েছে। এমনই এক অপরূপ, মায়াবী গন্তব্যের নাম ঝালং। উত্তরের পাহাড় থেকে প্রবল বেগে নেমে আসা জলঢাকা নদীর তীরে পাহাড়ের কোলে যেন পরম মমতায় আঁকা এক টুকরো জলছবি এই ঝালং।

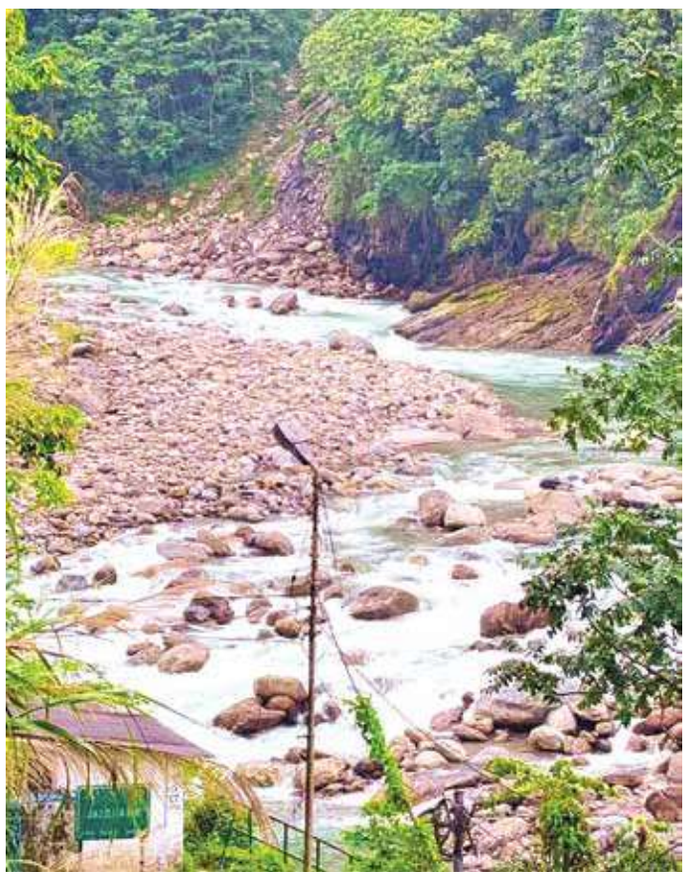

বেশিরভাগ পর্যটক ডুয়ার্সে ঘুরতে এলে একবার অন্তত ঝালং-বিন্দুর পথে ঢুঁ মেরে যান। দিনের আলোয় জলঢাকা নদীর বাঁক, পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা মেঘের দল আর পাথরের বুক চিরে নদীর বয়ে চলার শব্দ শুনেই তাঁরা তৃপ্ত হন। কিন্তু সবচেয়ে বড় আক্ষেপের জায়গাটা হল, খুব কম সংখ্যক পর্যটকই এখানে রাত কাটানোর কথা ভাবেন। চিরাচরিত ট্যুর অপারেটরদের চেনা ছকের প্যাকেজ ট্যুরে ঝালং যেন শুধুই একটা 'পাসিং পয়েন্ট' বা ডে-ভিজিট স্পট হয়েই রয়ে গিয়েছে। এক ঝলক দেখেই, কয়েকটা ছবি তুলেই আবার গাড়িতে উঠে পড়া। কিন্তু প্রকৃতির এমন অকৃত্রিম রূপে ভরা ঝালংয়ে একটা নিস্তব্ধ রাত না কাটালে কি আর তার আসল মর্ম বোঝা যায়?

সন্ধে নামলেই ঝালং এক সম্পূর্ণ অন্য রূপ ধারণ করে। শহরের বুকে যখন কেবলই গাড়ির হর্ন আর কোলাহল, ঝালংয়ে তখন শুধুই জলঢাকা নদীর বয়ে চলার একটানা গর্জন আর জঙ্গলের বুক থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝি পোকার ডাক। দূষণমুক্ত অন্ধকার আকাশে তারাদের মেলা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই পাহাড়ের কোলে। ভোরবেলা অচেনা পাহাড়ি পাখির ডাকে যখন ঘুম ভাঙে, আর জানলার পর্দা সরালেই চোখে পড়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা তুলোর মতো মেঘ- এই অনুভূতির কোনও তুলনাই হয় না। এমন এক স্নিগ্ধ পরিবেশে একটা রাত কাটানো মানে নিজের ক্লান্ত আত্মাকে নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলা।

শুধু ঝালং নয়, পুরো জলঢাকা উপত্যকাজুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির অপার বিস্ময়। পর্যটকদের জন্য এই উপত্যকাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ডানা মেলেছে প্রায় ৮২টি হোমস্টে। চিন সীমান্তের একদম গায়ে লাগোয়া তোদে থেকে শুরু করে প্যারেন, প্যারেন্টার, সুরুক, বিন্দু, ঝালং, দলগাঁও, তুংসুং, রঙ্গো এবং গোদকের মতো আরও নানা পাহাড়ি গ্রাম আজ সেজে উঠেছে আতিথেয়তার ডালি সাজিয়ে। প্রতিটি গ্রামের রয়েছে নিজস্ব আলাদা চরিত্র, আলাদা বাঁক আর আলাদা মাধুর্য। কোথাও পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে সবুজ চায়ের বাগান, কোথাও আবার পাইন আর সিঙ্কোনার গভীর অরণ্য আপনাকে স্বাগত জানাবে। হোটেলের গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে বেরিয়ে এই হোমস্টেগুলোতে পাহাড়ি মানুষদের সহজ-সরল জীবনযাত্রার সাক্ষী হওয়া এক উপরিপাওনা।

যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন, তাঁদের জন্যও এই জলঢাকা উপত্যকা নিরাশ করবে না। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে ট্রেকিংয়ের দারুণ সব সুযোগ। অচেনা পাহাড়ি পথ ধরে, পাইন বনের ছায়া মেখে হেঁটে চলার রোমাঞ্চই আলাদা। তাছাড়া, ওয়াইল্ডলাইফ বা বন্যপ্রাণী অ্যাডভেঞ্চারও এখন এখানকার একাধিক স্থানে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলা নদীর আশপাশে নানা বন্যপ্রাণী এবং দেশি-বিদেশি পাখির আনাগোনা প্রকৃতিপ্রেমী ও চিত্রগ্রাহকদের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগায়।

প্রকৃতির এই অপরূপ সম্ভাবনাময় পর্যটন ক্ষেত্র নিয়ে তাই আক্ষেপের সুর শোনা যায় জলঢাকা অফবিট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর প্রণয় বরাইলির কণ্ঠে। তাঁর কথায়, 'একটাই আক্ষেপ যে, এখনও এই অসাধারণ পর্যটনস্থলটি শুধু ডে-ভিজিটের ঠিকানা হয়েই রয়ে গেল।' তিনি সমস্ত পর্যটকের কাছে একান্ত অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনারা এখানে আসুন, কিছুটা সময় কাটান। নিজেদের পছন্দমতো হোমস্টে-তে থাকুন। তবেই প্রকৃতিকে তার প্রকৃত রূপে, তার নিজস্ব ছন্দে উপভোগ করা সম্ভব হবে। তিনি আরও আশ্বস্ত করেছেন যে, পর্যটকদের যে কোনও প্রয়োজনে, তাঁদের সুরক্ষিত ও আনন্দদায়ক ভ্রমণের জন্য অ্যাসোসিয়েশন সবসময় পাশে রয়েছে।

এই মায়াবী উপত্যকায় পৌঁছানোও খুব একটা কঠিন কিছু নয়। শিলিগুড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন থেকে ঝালংয়ের দূরত্ব প্রায় ৯৫ কিলোমিটার। এনজেপি বা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ভাড়া করে সরাসরি পৌঁছানো যায় ঝালংয়ে। এছাড়া, মালবাজার পর্যন্ত ট্রেনে করে এসে সেখান থেকেও গাড়ি নেওয়া যেতে পারে। মালবাজার থেকে ঝালংয়ের দূরত্ব মাত্র ৪০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। সেবক রোড ধরে করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, চালসার সবুজ চা বাগান আর চাপড়ামারির জঙ্গলের বুক চিরে যখন আপনার গাড়ি জলঢাকা নদীর দিকে এগোবে, সেই যাত্রাপথের প্রতিটি বাঁক আপনার মনের মণিকোঠায় সারাজীবন গাঁথা থাকবে।

তাই আগামী ছুটিতে ডুয়ার্স ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে চেনা ছক থেকে একটু বেরিয়ে আসার সাহস করুন। ঝালংকে শুধু একবেলার গন্তব্য না ভেবে, সেখানে দু-একটা দিন কাটানোর পরিকল্পনা করুন। পাহাড়, নদী, জঙ্গল আর মেঘের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আসুন। কোনও এক হোমস্টের কাঠের বারান্দায় বসে, নদীর শব্দ শুনতে শুনতে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অনুভব করুন প্রকৃতির বিশালতাকে। কথা দিচ্ছি, জলঢাকা উপত্যকার এই মায়াবী রূপ এবং পাহাড়ি মানুষের আন্তরিকতা আপনাকে বারবার এই সবুজের বুকে ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

জলঢাকা হোমস্টে
ফেজ ৬, জলঢাকা, কালিম্পং

ভারত-ভুটান সীমান্তে রাস্তার ধারে, নদীর কাছে সাজানো JALDHAKA HOMESTAY। সম্পূর্ণ বাড়ির পরিবেশ। পার্কিং জোন, সুইমিং পুল, রেস্টুরেন্ট, নিজে রেঁধে খাওয়ার সুবিধে। বাড়তি সংযোজন সাংস্কৃতিক মনোরঞ্জন। লজিং রুম পিছু ১৫০০ টাকা (২+১), ২০০০ টাকা (৩+১)। ফুডিং ও লজিং মাথাপিছু ১২০০ টাকা। ফোন---৯৪৩৪৯৪১৩২৮, ৯৩৩২৫৩৫১৬৩। Website : jaldhakahomestay.com

হ্যামলেট হোমস্টে
ফেজ ৬, জলঢাকা, কালিম্পং

ভারত-ভুটান সীমান্তে ঝালং ভিউপয়েন্ট থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে রাস্তার ধারে পারিবারিক পরিবেশে HAMLET HOMESTAY। পাশেই নদী। পার্কিং জোন, পছন্দের খাবার, ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধে। লজিং রুম পিছু ১৫০০ টাকা (২+১), ২০০০ টাকা (৩+১)। ফুডিং ও লজিং মাথাপিছু ১২০০ টাকা। ফোন—৯৪৭৪৩৯৩৪০৫/৭৪৭৭৭৪৫৯৫৯

রামরি হোমস্টে
ফেজ ৬, জলঢাকা, কালিম্পং

ভারত-ভুটান সীমান্তে রাস্তার ধারে RAMRI HOMESTAY। হেঁটে জলঢাকা নদী ৪ মিনিট। বাড়ির মতো থাকা-খাওয়া। পার্কিং জোন, রেস্টুরেন্ট, ফ্রি ওয়াই-ফাই। এক ঘণ্টার ফ্রি রিভার ট্রেকিং। দু'রাত থাকলে তৃতীয় দিনে ফ্রি পিকনিকের বিশেষ ব্যবস্থা। লজিং রুম পিছু ১৫০০ (২+১)। ফুডিং ও লজিং মাথাপিছু ১৩০০। ফোন---৯৪৭৪৪১৬১০৬/ ৯২৩৯১০৫০৫০

আশ্রয় হোমস্টে
ডাকবাংলো, প্যারেন, কালিম্পং

সারাক্ষণ জলঢাকার জলপ্রবাহের গর্জন যাঁদের কাছে ঠিক ততটা উপভোগ্য মনে হবে না তাঁরা ঝালং ভিউপয়েন্ট থেকে একটু উপরের দিকে প্যারেনের ডাকবাংলো এলাকায় Aashraya Homestay-র নাম স্বচ্ছন্দে ভাবতে পারেন। খরচও কম। দু'-তিনজন শুধু থাকার জন্য রুম পিছু মোটে ১০০০ টাকা। থাকা-খাওয়া মাথাপিছু ১২০০ টাকা। কেউ চাইলে রান্না করেও খেতে পারেন। বনফায়ার, বারবিকিউ, জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। ফোন--৯৪৩৪৮১৩৬৮৩

কিটলি দ্য টি-হাউস
ঝালং বাজার, জলঢাকা, কালিম্পং

ঝালং বাজারের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত Kitli The Tea house এখন চা প্রেমীদের প্রিয় ঠিকানা। এখানে মিলবে দার্জিলিং ও সিকিমের সেরা বাগানের খাঁটি 'অর্থডক্স' চা। শান্ত পাহাড়ি পরিবেশে প্রিমিয়াম চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার অভিজ্ঞতা এককথায় অসাধারণ। প্রিয়জনদের উপহার দিতে চাইলে এখানকার উন্নত মানের চা কিনে নিতে পারেন। কিটলি এখন সুস্বাদু, খাঁটি ঝোল মোমোর জন্যও দারুণ জনপ্রিয়। অনেকের মতে, এটিই এই অঞ্চলের সেরা। সকালের সতেজ চা হোক বা প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডার আলসে বিকেল— গরম চা আর টাটকা খাবারের সেরা মেলবন্ধনে সময় কাটাতে আজই আসুন কিটলিতে। ফোন : ৯৪৭৪৪২৯৬৪৯

প্রকৃতির মায়াবী গ্রিন আইল্যান্ড

যেখানে নিঝুম অন্ধকারে শিশিরের টুপটাপ শব্দে গুটিগুটি পায়ে নেমে আসে মায়াবী রাত, আর ভোরের মিঠে রোদ গায়ে মাখতেই ঘুম ভাঙে হরেক কিসিমের নাম-না-জানা পাখপাখালির সুমধুর কলতানে, ঠিক সেখানেই যেন লুকিয়ে আছে এক টুকরো স্বর্গ। প্রকৃতির নিজস্ব ক্যানভাসে পরম মমতায় আঁকা এই রূপকথার রাজ্যের নাম ঝালং। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এখানে পৌঁছানোর যাত্রাপথটাই এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে ভরা। ধ্যানমগ্ন একাকী মৌন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ডজন খানেক শ্বেতশুভ্র ঝরনা যেন দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা ক্লান্ত পর্যটকদের দু'পা ধুইয়ে সস্নেহে স্বাগত জানায়। চারপাশের এই অপার্থিব নৈসর্গিক শোভার মাঝে অবিরত বয়ে চলা উপলমুখর জলঢাকা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি এক অদ্ভুত মায়াবী আবেশ তৈরি করে, যা শহরের যান্ত্রিক কোলাহল ভুলে যাওয়া পর্যটকদের হৃদয় আর মননের একেবারে গভীর তলদেশে চিরকালের মতো গেঁথে যায়। পাহাড়, নদী আর গহিন অরণ্যের এই অকৃত্রিম মেলবন্ধনে ঝালং এবং তার আশপাশের শান্ত জনপদগুলিকে অনায়াসেই যেন ঈশ্বরের আপন দেশ বলে মনে হয়। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন অনন্ত ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চল আজও বহু ভ্রমণপিপাসুর চোখের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে, যা একে করে তুলেছে এক প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ অফবিট ডেস্টিনেশন।

প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের ডালি সাজিয়ে এই ঝালং এলাকায় বর্তমানে গড়ে উঠেছে প্রায় ৮২টি হোমস্টে। তবে এই বিপুল আয়োজনের মধ্যেও নিজের অনন্যতায়, নৈসর্গিক অবস্থানে এবং আতিথেয়তার উষ্ণতায় সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে 'গ্রিন আইল্যান্ড'। জলঢাকা নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই হোমস্টে যেন সবুজের মাঝে প্রকৃতির এক আপন আস্তানা। শুধু নদীর অবিশ্রান্ত বয়ে চলার শব্দ শুনে আর পাহাড়ি রাতের মায়াবী রূপ দেখে এখানকার কটেজের লনে বসে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় আস্ত একটা বিনিদ্র রাত। সবুজে ঘেরা এই ঠিকানায় রয়েছে ১০টি ঝাঁ-চকচকে সুসজ্জিত কটেজ, যেখানে

দুই, তিন বা ততোধিক শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। বড় দল, পরিবার বা বন্ধুদের জন্য রয়েছে দুটি সুপরিসর ডর্মিটরি, যার প্রতিটিতে ৯ জন করে অনায়াসে থাকতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে একটি আধুনিক কনফারেন্স হলও রয়েছে এখানে। ২০০৭ সালের মার্চ মাস থেকে পথ চলা শুরু করে এই হোমস্টে আজও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এবং অক্লান্তভাবে পর্যটকদের সেবায় নিবেদিত।

ভ্রমণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল রসনাতৃপ্তি। গ্রিন আইল্যান্ডে জিভে জল আনা খাঁটি বাঙালি খাবারের পাশাপাশি অন্য ঘরানার সুস্বাদু খাবারেরও চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবেশিত প্রতিটি পদেই যেন জড়িয়ে থাকে একেবারে বাড়ির রান্নার সেই চিরচেনা ঘরোয়া স্বাদ আর গন্ধ। তবে কেউ যদি নিজের হাতে রান্না করে প্রিয়জনদের নিয়ে প্রকৃতির মাঝে বসে খেতে চান, সেই ব্যবস্থাও এখানে অমিল নয়। সকালের স্নিগ্ধ আলো ফুটতেই গ্রিন আইল্যান্ডের কটেজের ইতিউতি পেখম তুলে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ময়ূরের দল। কটেজ সংলগ্ন অসংখ্য গাছপালাই তাদের চিরস্থায়ী ডেরা। আর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে ঝিঁঝিঁ ডাকা গিহন রাতে কটেজের বারান্দায় বসেই হঠাৎ চোখে পড়ে যেতে পারে, জলঢাকা নদীর ধার দিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে বুনো হাতির দল।

বছরের বারো মাসই পর্যটকদের জন্য অবারিত দ্বার এই হোমস্টে। এর মালিক সম্পৎ আগরওয়াল এবং তাঁর সহধর্মিণী সারদা তামাং নিজেদের হাতে প্রতিটি অতিথির পরম যত্নে দেখভাল করেন। তাঁদের এই আন্তরিকতা অতিথি বাৎসল্যের এক প্রকৃত দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। শুধু এই হোমস্টের পরিবেশ উপভোগ করাই নয়, গ্রিন আইল্যান্ডকে কেন্দ্র করে অনায়াসেই ঘুরে নেওয়া যায় আশপাশের একাধিক রূপসী ট্যুরিস্ট স্পট। প্যারেন, তোদে, তাংতা, দলগাঁও, বিন্দু, রঙ্গো, তুংসুং-এর জাগ্রত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, সামসিং, সুনতালেখোলা কিংবা রকি আইল্যান্ডের মতো জায়গাগুলো যেন নৈসর্গিকতায় একে অপরকে টেক্কা দেয়- এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়! জঙ্গলপ্রেমী পর্যটকদের সুবিধার্থে এখান থেকেই গরুমারার জঙ্গল সাফারির টিকিট কাটার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। প্রকৃতির এই অমলিন মাধুর্যকে দু'চোখ ভরে উপভোগ করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন ৯৪৭৪৩৯১৮৩৫/৭৬৭৯০৯৯১২৬ নম্বরে।

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আদিত্য রায় পড়াশোনার পাশাপাশি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে এবং ফুটবল খেলতে ভালোবাসে।

ডিস্ট্রিবিউটার বদলে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : একটি গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী সংস্থার রথখোলা এলাকার ডিস্ট্রিবিউটারের অধীনে থাকা উপভোক্তাদের একাংশ বুকিং করার পরও সিলিন্ডার পাচ্ছিলেন না। ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে যোগাযোগ করলে তাঁদের জানানো হয়, গ্যাস সিলিন্ডার পেতে তাঁদের কলেজপাড়া এলাকার ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। কলেজপাড়া এলাকার ডিস্ট্রিবিউটারের তরফে তাঁদের জানানো হয় গোডাউন থেকে সিলিন্ডার নিয়ে আসতে হবে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা রামকৃষ্ণ দাস বলেন, ‘কেন এভাবে ডিস্ট্রিবিউটার বদল করা হল জানি না। এর ফলে আমাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গোডাউন থেকে সিলিন্ডার নিয়ে এলে যে ৩৩ টাকা ছাড় দেওয়ার কথা, সেটাও দেওয়া হচ্ছে না।’

কলেজপাড়া এলাকার ডিস্ট্রিবিউটারের তরফে সুবীর পাল বলেন, ‘হঠাৎ করে অন্য ডিস্ট্রিবিউটারের অধীন উপভোক্তাদের এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তার জেরে কিছু সমস্যা হচ্ছিল। তাই বুধবার সিলিন্ডার ডেলিভারি বন্ধ রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে প্রত্যেক উপভোক্তার বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হবে।’

তাক লাগাল ডিপিএস

বাঁদিক থেকে লোকেশ আগরওয়াল, সঞ্চারী মৈত্র ও অহনজিৎ পাল।

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সিবিএসই দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য পেল ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস)। ২০২৬ সালের ফলাফলে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে পড়ুয়ারা।

এবছর ডিপিএস ফুলবাড়ি থেকে মোট ২৩৮ জন পরীক্ষার্থী দ্বাদশের পরীক্ষায় বসেছিল। এর মধ্যে ২৮ জন পড়ুয়া ৯০ শতাংশের বেশি এবং ৭৭ জন ৮০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়ে সাফল্যের নজির গড়েছে। কলা বিভাগে ৯৭.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলে প্রথম হয়েছে অহঞ্জিৎ পাল। বিজ্ঞান বিভাগে ৯৬.৮ শতাংশ পেয়ে নজর কেড়েছে সঞ্চারী মৈত্র এবং বাণিজ্য বিভাগে ৯৬.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে লোকেশ আগরওয়াল। এছাড়াও ইনফরম্যাটিক্স প্র্যাকটিসেস, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান এবং অ্যাকাউন্টেন্সির মতো বিষয়গুলিতে অনেকেই একশোয় একশো পেয়েছে।

পড়ুয়াদের এই চোখধাঁধানো সাফল্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ডিপিএস ফুলবাড়ির ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কর্তৃপক্ষের কথায়, শুধুমাত্র পুঁথিগত সাফল্য নয়, আগামী পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পড়ুয়াদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কুলের মূল লক্ষ্য। শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিরন্তর উৎসাহ এবং পড়ুয়াদের কঠোর অধ্যবসায়ই এই সাফল্যের চাবিকাঠি।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু অপর বাইকচালকের

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল আরেক বাইকচালকের। তিনি রাস্তার ধারে তাঁর বাইকে বসেছিলেন। মৃত বাইকচালকের নাম দীপক সিং (৩৫)। তাঁর বাড়ি বিহারে হলেও কাজের সূত্রে থাকতেন হায়দরপাড়ায়।

মঙ্গলবার রাতে বন্ধু অসীম বড়ুয়ার সঙ্গে কাজ সেরে ফিরছিলেন দীপক। গান্ধিনগরের কাছে অসীম শৌচকর্মে গেলে দীপক রাস্তার ধারে বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় সজোরে বাইকে ধাক্কা মারতেই দীপক ছিটকে পড়েন। ওই বাইকচালকের পায়েও আঘাত লাগে। দীপক ও ওই বাইকচালককে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় দীপককে মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সুযোগে আহত বাইকচালককে নিয়ে তার পরিবার পালিয়ে যায়। বুধবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অসীম। বাইকচালকের এখনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে ভক্তিনগর থানার তরফে জানানো হয়েছে।

হেলমেটে নজর

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : হেলমেটবিহীন মোটরবাইকচালক ও আরোহীদের বিরুদ্ধে ফের অভিযানে নামল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ। যানজট নিয়ন্ত্রণে বুধবার বিভিন্ন রাস্তা পরিদর্শনের পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা বাইকের ওপর নজরদারি চালান। ইস্টার্ন বাইপাস, হিলকার্ট রোড, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি অভিযান চলে। হেলমেট ছাড়া চলা বাইকচালক ও আরোহীদের দাঁড় করানো হয়। তাঁদের হেলমেট পরার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সকলকে সচেতন করা হচ্ছে। এরপর নিয়ম না মানলে জরিমানা ও আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

জাবরাভিটা আন্ডারপাসে বেহাল অবস্থায় প্রতিদিন ভোগান্তি বাড়ছে যানবাহন চালকদের। ছবি : সূত্রধর

হাসপাতালে হুঁশিয়ারি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ মে : ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে জাঁকিয়ে বসা দালালচক্রের পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক মদতের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দুপুরে শহরের একটি সেলুনে এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক তাঁর বন্ধুর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছিলেন, ‘বড় বড় কর্তাদের একাংশের মদতে দালালচক্রের রমরমা। দেখি নতুন সরকার এদের কী করতে পারে। নার্সিংহোমের সঙ্গে হাসপাতালের একাংশের যোগসাজশে চুটিয়ে কারবার চলছে।’

-আপনার নাম কী? প্রশ্ন করতেই জবাব মিলল, ‘জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা নেওয়ার ক্ষমতা নেই।’ গরিবের ‘এহসান’ করার নামে চক্রের পান্ডারা এহসান নামে এক ব্যক্তির ছত্রছায়ায় রয়েছে বলে শুধু হাসপাতাল চত্বর নয়, গোটা শহরে তা ওপেন সিক্রেট। তবে হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা সহকারী সুপার মহম্মদ মুরতুজ আিল দালালচক্রে লাগাম কষার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রিজৎ রায় সাতদিনের মধ্যে ওই হাসপাতাল থেকে দালালচক্রের শিকড় উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা ভোটে চিত্রিজৎ বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেখানেও দালালচক্রের রমরমার বিষয়টি উঠে এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বুধবার দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে অন্য এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক বলছিলেন, ‘গোটা সিস্টেমটাই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে আসা অন্তঃসত্ত্বাদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে নার্সিংহোমে যেতে বাধ্য করা হয়। এমনকি এখনও প্রসবের সময় হয়নি বলে ছুটি দেওয়ার নাম করে রোগীর পরিজনদের দিশেহারা পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে তাঁরাও নার্সিংহোমে মোটা টাকা খরচ করে প্রসব করাতে বাধ্য হন।’

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে দালালচক্রের রমরমার ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এমনকি স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তারা এই সব জানেন না এমনটাও নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সব জেনেও কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে কেন?

স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, ‘সবাই সবকিছু জানে। কিন্তু পদক্ষেপ নেই। মাঝেমধ্যে লোকদেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মহল সব জেনেও চুপ কেন সেটা আমাদের কাছেও বড় রহস্যের। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হলে অনেক রহস্যের উপর থেকে পর্দা উঠবে।’

- প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে আসা অন্তঃসত্ত্বাদের ভয় দেখিয়ে নার্সিংহোমে যেতে বাধ্য করা হয়
- এখনও প্রসবের সময় হয়নি বলে ছুটি দিয়ে রোগীর পরিজনকে বিপাকে ফেলা হয়
- বিপন্ন রোগীরা নার্সিংহোমে টাকা খরচ করে ভর্তি হলে মোটা কমিশন তোলা হয়

দালালচক্রের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী সুপার মুরতুজ বলেন, ‘দালালচক্রের উপর রাশ টানতে আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি। নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি কর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি প্রসবের সময় হয়নি এই বিষয়টি নিয়েও চিকিৎসকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। দালালচক্রের উপর লাগাম কষতে আমাদের তরফে কোনও খামতি নেই। ফলে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ঠিক নয়।’

বিজেপি নেতা চিত্রিজৎ বলেন, ‘মঙ্গলবার হাসপাতালে গিয়ে একাধিক বিষয়ে আমরা খোঁজ নিয়েছি। সাধারণ মানুষ রীতিমতো হয়রান হচ্ছেন। আগামী সাতদিনের মধ্যে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দালালচক্রের শিকড় উপড়ে ফেলে দেব। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও প্রসূতিদের নিয়ে ছেলেখেলা আর বরদাস্ত করা হবে না। কর্তৃপক্ষকে আমরা যা বলার বলে এসেছি।’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্বাস্থ্য প্রশাসনের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায়, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে অস্থায়ী ও চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি হয়েছে। এখন দেখার নতুন সরকার কতটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

ডিএসও’র মিছিলে হামলার অভিযোগ

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১৩ মে : নিট বাতিল হওয়ায় প্রতিবাদ মিছিল চলাকালীন হামলার অভিযোগ। বুধবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের (এআইডিএসও) একটি প্রতিবাদ মিছিলে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় তোলা একটি ভিডিওতে দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হতে দেখা গিয়েছে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। এআইডিএসও-র তরফে রাতে মেডিকেল ফাঁড়িতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ডিএসও-র নেতা ডাঃ হিরণ্ময় রায়ের বক্তব্য, ‘মেডিকেল ক্যাম্পাসে মিছিল চলছিল। আচমকা বিজেপির লোকজন এসে হামলা চালায়।’ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু’পক্ষকে সরিয়ে নিয়ে যায়। চিকিৎসকদের ওপরে এভাবে হামলার কড়া নিন্দা করেছেন চিকিৎসক নেতা ডাঃ শাহরিয়ার আলম।

এদিকে, বিজেপির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ দেবনাথের পালটা অভিযোগ, ‘আন্দোলনকারীরা মিছিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে গালিগালাজ করছিল। তাই আমাদের ছেলেরা তাদের এসব না করার জন্য বলতে গিয়েছিল। সেই সময় ওই মিছিল থেকেই আমাদের ছেলেদের ওপরে আক্রমণ করা হয়।’ বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, ‘এদিন মাটিগাড়া-১ অঞ্চলে আমাদের বিজয় মিছিল ছিল। এমন কোনও ঝামেলার খবর পাইনি। খোঁজ নেব।’

অন্যদিকে, নিট বাতিল হওয়ায় এদিন ইসলামপুরে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। শহরের পুর বাস টার্মিনাসে বিবেকানন্দ মূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সংযোজক বিপ্লব সরকার বলেন, ‘যারা এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।’

SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2026 (CBSE CLASS 12) TOPPERS

DELHI PUBLIC SCHOOL SILIGURI

The Management, Principal & Staff Congratulate the Toppers & All 94 Students Who have Scored 90% & Above

98.4% COMMERCE TOPPER

TANISH MITTAL

96.8% HUMANITIES TOPPER

DIYA SAHANI

96% SCIENCE TOPPER

ARCHIT ROY

95% & ABOVE - 25
90% & 94.9 - 69
75% TO 89.9% - 260 | 60% TO 74.9% - 236

COMMERCE HIGH ACHIEVERS

PAROMITA BHOWMIK 97.6%

VAISHNABI CHOKHANI 97.6%

BHAVESH SHARMA 97.4%

SONAM MITTAL 97.2%

VISHESH AGARWAL 97%

AYUSH KUMAR 96.4%

AKANSHA AGARWAL 96%

UMANG AGARWAL 96%

AAKRITI GUPTA 96%

VISHESH BAHETI 95.8%

HUMANITIES HIGH ACHIEVERS

MOULISHA DAS 96%

KASHVI DEWAN 95%

MEGHNA MOIRANGTHEM 94.6%

SAMRIDDHA CHAKRABORTY 94.2%

MRIGANKO MAJUMDER 93.6%

ISHITA CHAKRABORTY 92.2%

NAMRATA BHATTACHARYA 92.2%

TAVISHI CHATURVEDI 92.2%

PRATHA CHAUHAN 91.6%

DIVYANKA PODDER 91.6%

ROSHNI BANERJEE 91.6%

SCIENCE HIGH ACHIEVERS

SALINI SOM 95.6%

PREETANGSHU MISTRI 95.2%

ANKIT ANAND 94.8%

RUDRATAPO BHANDARI 94.4%

DEBADRITA JHA 94.4%

MD ATIF MOIZ 93.2%

SONALI GUPTA 93%

SUNAINA GOPE 93%

AYYAN HAQUE 92.4%

SOWPNESH PANDA 92.2%

Congratulations To All Achievers

www.dpssiliguri.com 7829920209 7797866887

পৃথিবীর পাঠশালা

এলিফ্যান্টম্যানের জীবন

উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে জোসেফ মেরিক নামে এক

ব্যক্তির শরীর এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে তাঁকে এলিফ্যান্টম্যান বলে ডাকা হত। তাঁর মাথা এবং শরীরের ডানদিক অতিকায় আকার নিয়েছিল এবং চামড়া হাতির মতো পুরু হয়ে ঝুলে পড়েছিল। ছোটবেলায় তাঁকে সার্কাসে বিক্রি করে দেওয়া হয়। পরে এক দয়ালু ডাক্তার তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আশ্রয় দেন। শরীর বিকৃত হলেও জোসেফ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দয়ালু এবং রোমান্টিক মনের মানুষ। ঘুমানোর সময় ভারী মাথার ভার সামলাতে না পেরে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

নীল পাউডারের অভিশাপ

১৯৮৭ সালে ব্রাজিলের গইয়ানিয়া শহরে এক পরিত্যক্ত হাসপাতাল থেকে দুই চোর একটি ভারী যন্ত্র চুরি করে। যন্ত্রটি ভাঙতেই তারা ভেতরে এক জাদুকরী উজ্জ্বল নীল পাউডার দেখতে পায়। অন্ধকারে জ্বলতে থাকা এই সুন্দর পাউডারটি তারা পরিবারের সবাইকে দেখায় এবং গায়ে মাখে। কিন্তু তারা জানত না এটি চরম তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম-১৩৭। কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের শত শত মানুষ মারাত্মক রেডিয়েশনে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। একটি সাধারণ চুরির ঘটনা কীভাবে আস্ত একটা শহরের জন্য তেজস্ক্রিয় অভিশাপ ডেকে আনতে পারে, এটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

জাহাজডুবির পর বিদ্রোহ

১৬২৯ সালে ডাচ জাহাজ বাটাভিয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। যাত্রীরা একটি ছোট দ্বীপে আশ্রয় নেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন সাহায্যের খোঁজে ছোট নৌকায় বেরিয়ে গেলে, জেরোনিমাস নামে এক সাইকোপ্যাথ ব্যবসায়ী দ্বীপের দখল নেয়। সে নিজের অনুগত একদল লোক তৈরি করে এবং খাদ্যের অভাবের অজুহাতে দ্বীপের নারী ও শিশু সহ প্রায় ১২৫ জন যাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কয়েক মাস পর ক্যাপ্টেন উদ্ধারকারী দল নিয়ে ফিরে এসে এই ভয়ংকর নরসংহার দেখতে পান। জেরোনিমাসকে সেখানেই ফাঁসি দেওয়া হয়।

জলের তলায় বেঁচে ফেরা

২০১৩ সালে নাইজিরিয়ার উপকূলে একটি টাগবোট ডুবে গিয়ে সমুদ্রের একশো ফুট গভীরে তলিয়ে যায়। উদ্ধারকারীরা ভেবেছিলেন জাহাজের ১২ জন নাবিকের সবাই মারা গিয়েছেন। তিনদিন পর ডুবুরিরা যখন মৃতদেহ খুঁজতে যান, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে হঠাৎ একটি হাত তাঁদের স্পর্শ করে। হ্যারিসন ওকে নামের ওই বাবুর্চি জাহাজের একটি ছোট পকেট-এয়ার বা বাতাসের বুদবুদের মধ্যে আটকা পড়েছিলেন। তিনদিন ধরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে, গলাসমান জমাট ঠান্ডা জলে কোনও খাবার ছাড়া তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর এই বেঁচে ফেরার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণ ভাইরাল হয়েছিল।

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশিকা মালদায়

স্কুল পোশাকের ভোল বদলের চর্চা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ মে : রাজ্যে পালাবদলের পর কি এবার স্কুল ইউনিফর্মেও পালাবদল? এব্যাপারে কেউ স্পষ্ট করে কিছু না বললেও জল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান অনেকটাই সেরকম। কারণ ইতিমধ্যেই মালদা জেলার স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষকে বলে দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে আপাতত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে ইউনিফর্ম ও স্কুলের ব্যাগ আর না নেয়।

এব্যাপারে অফিশিয়ালি শিক্ষা দপ্তর কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। তবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে মালদা জেলায় শিক্ষাকর্তাদের কাছে এই নিয়ে একটি নির্দেশিকা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এসেছে। সেই মেসেজ আবার জেলা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে জেলার ৩১টি সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মলয় মণ্ডল বলেন, 'আপাতত জেলার সব স্কুলকে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম এবং ব্যাগ গ্রহণ করতে মানা করা হয়েছে। এরকম একটি নির্দেশিকা আমরা মেসেজের মাধ্যমে রাজ্য থেকে পেয়েছি। সেটাই বিভিন্ন চক্রে আমরা জানিয়ে দিয়েছি।'

বিষয়টি নিয়ে স্বভাবতই চর্চা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেই বিজেপি সরকার সরকারি কাজকর্মে বিশ্ব বাংলা লোগো সরিয়ে দিয়ে অশোকস্তম্ভকে প্রাধান্য দিয়েছে।

আর রাজ্যের সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের পোশাকে এবং স্কুলব্যাগে বিশ্ব বাংলা লোগো রয়েছে। সেই লোগো কি এবার সরিয়ে দেওয়া হবে? সেজন্যই কি এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

এসব জল্পনা চলছে। যদিও কী কারণে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে নতুন সরকারের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক স্পষ্ট করতে পারেননি। তবে সূত্রের খবর, পোশাক ও ব্যাগ নিয়ে এই বিশেষ নির্দেশের পিছনে পুরোনো সরকারের লোগোটাই আসল কারণ।

হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক তারক মণ্ডল বলেন, 'জেলা থেকে নির্দেশিকা আসার পরেই সমস্ত স্কুলকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। আপাতত পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত কেউ ইউনিফর্ম বা ব্যাগ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে গ্রহণ করবে না।'

কেবল বিশ্ব বাংলা লোগো নয়, তৃণমূল সরকার তো সব স্কুলের ইউনিফর্মের রংও একইরকম করে দিয়েছিল। নীল-সাদা।

তা নিয়ে সেসময় বহু বিতর্কও হয়েছে। প্রথমদিকে অনেক ঐতিহ্যবাহী পুরোনো স্কুল তাদের পরিচিত ইউনিফর্মের রং বদলাতে চায়নি। যদিও সরকারের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত নীল-সাদা ইউনিফর্মকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে সকলে। এবার প্রশ্ন উঠছে, যদি বিশ্ব বাংলা লোগো সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি আবার পোশাকের রংও বদলাবে? স্কুলগুলির পুরোনো ইউনিফর্মের রং কি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে? নাকি অন্য কোনও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপি সরকারের? এসব প্রশ্নের জবাব যদিও মিলছে না।

তবে সদ্য প্রাক্তন সরকার যে ইউনিফর্ম দিত, তার মান দিয়ে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যেই কিন্তু অসন্তোষ রয়েছে। ভাজারনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেশকুমার সাহা বলছিলেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার যে পোশাক স্কুল পড়ুয়াদের জন্য দিচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তা পড়ুয়াদের মাপমতোও হয় না। ইউনিফর্ম এবং ব্যাগে নতুন লোগো আসুক, আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই কিন্তু আমরা চাই যেন পোশাকের গুণমান ভালো হয়।'

এদিকে, পোশাক নিতে বারণ করায় চাপে পড়েছে সেই ইউনিফর্ম যারা বানায়, সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। সরকারের এই নির্দেশের ফলে বিপাকে পড়েছেন জেলার কয়েকশো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য তাপসী রায় বলেন, 'বছরের শুরুতেই আমরা বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের মাপ নিয়ে কত পোশাক তৈরি করতে হবে তার একটা হিসাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। সেই মোতাবেক আমরা এক সেট করে ইউনিফর্ম তৈরি করেছি। তার প্যাকেজিং পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ইউনিফর্মের ওপর পুরোনো সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বিশ্ব বাংলা লোগো সেলাই করে দিয়েছি। এখন সেগুলোকে আবার প্যাকেট থেকে খুলে সেই লোগো সেলাই কাটতে হবে কি না, বুঝতে পারছি না। বর্তমান সরকার যেটা বলবে সেটাই করতে হবে। তবে তাতে আমাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।'

গ্রেপ্তার ৫

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে জয় বিশ্বাস আলম বস্তি, মহম্মদ টুকু শিমুলতলা, মহম্মদ বিলাল ও অভিষেক থাপা বিশ্বাস কলোনি ও সোনু সুব্বা তিনধারিয়ার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশ খবর পায় যে, কয়েকজন তরুণ ধারালো অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে পরিবহণ নগর এলাকায় জড়ো হয়েছেন।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : প্রধাননগর থানা এলাকার একটি লজ থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৯ বছরের ওই তরুণ লজে রুম ভাড়া নিয়েছিলেন। বুধবার ঘরের দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় লজ মালিকের। পুলিশ এসে দরজা ভাঙতেই ভেতর থেকে দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিষাক্ত কিছু খাওয়াতেই এই মৃত্যু।

প্রতিভার দরজা

প্রথম পাতার পর

গোটা অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয় সেই ভিডিও ক্লিপ। এই ভাইরাল হয়ে যাওয়ার যুগে পরিচিতি পেতে তো সোশ্যাল মিডিয়াই ভরসা। শিবমন্দিরের কলেজ পড়ুয়া সাগ্নিকা পাল বলছিলেন, 'ওপেন মাইকের প্রথম শর্তই থাকে কবিতা, গল্প হলে সেটা যেন মৌলিক হয়। শিলিগুড়ির মানুষ এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে দেখে ভালো লাগছে।' এমনই বহু সাগ্নিকা, দেবিকা, সৌরভদের নিয়ে প্রতি মাসেই একটা রবিবার শহর বা শহরতলির কোনও ক্যাফেতে ওপেন মাইকের অনুষ্ঠান করে থাকে একটি দল। সেই দলেরই দায়িত্বে থাকা বিষ্ণু রায় ও সন্দীপ পাড়ুয়া। একদিকে তাঁরা যেমন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তেমনই মাঝেমধ্যে হাতে মাইক তুলে গল্প বলছেন। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, প্রেম, মনভাঙা, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ের মতো ঘটনা উঠে আসছে তাঁদের গল্পে। সন্দীপ বলছিলেন, 'ওপেন মাইকে স্টেজ-ভীতি কাটে। জড়তা কাটে। সকলের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে ভাবনাচিন্তারও বিকাশ হয়।' আর দর্শকরা কী বলছেন? হাকিমপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে একটি ক্যাফেতে গিয়ে প্রথমবার ওপেন মাইকের সাক্ষী হয়েছিলেন অভিজিৎ গোস্বামী। শহরের এই নতুন ট্রেন্ডকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

আধুনিক কেবল কারে ভ্রমণ...

বুধবার ধরমশালায়। -এএফপি

বিরোধীদের প্রতি সৌজন্য

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিনের রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি কাটিয়ে বিধানসভায় মুক্ত বাতাবরণ তৈরি হল বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। তাঁর ঘরে যে তৃণমূল বিধায়কদের দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিহরপাড়ার নিয়ামত শেখ, রঘুনাথগঞ্জের আখরুজ্জমান, সুতির ইমানি বিশ্বাস প্রমুখ। কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সংগীতা রায়ও শুভেন্দুকে প্রণাম করেছেন। বিধানসভা চত্বরে বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে এবং নিজের ঘরে পুরোহিত ডেকে ঘণ্টা-শঙ্খ বাজিয়ে রীতি মেনে পুজো করেন শুভেন্দু। বিধানসভায় তাঁকে প্রথম বিধায়ক হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। যার অর্থ নন্দীগ্রাম আসনটি তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন। এর ফলে ৬ মাসের মধ্যে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হল।

যদিও শুভেন্দু জানান, নন্দীগ্রামের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থাকবেই। ২০০৫ থেকে তিনি নন্দীগ্রামের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে আছেন জানিয়ে শুভেন্দু ভবিষ্যতেও পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। সরকারের রূপরেখা ছিল তাঁর মুখে। প্রথম দিনই তাঁর সরকার 'অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' বলেছিলেন শুভেন্দু। বুধবার বলেন, 'বিধানসভায় কোনও কিছু গোপন থাকবে না। জনগণের দ্বারায় তৈরি জনগণের সরকার দেখবে সাধারণ মানুষ।' আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তবে শপথ নিলেন নওদার বিধায়ক হিসেবে। ফলে রেজিনগরেও উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হল। শুভেন্দুর পর একে একে শপথ নেন মন্ত্রীসভার পাঁচ সদস্য দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া ও ক্ষুদিরাম টুডু। আগামী শুক্রবার বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন। ওই পদে প্রবীণ বিধায়ক তাপস রায়কেই দেখা যেতে পারে বলে হাওয়ায় খবর ভাসছে।

বুধবার ১৫০ জনের বেশি বিধায়ক শপথ নিয়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে বলে নির্বাচনি প্রচার ছিল তৃণমূলের। ভোট পর্বেই সেই প্রচার ভোঁতা করতে মরিয়া ছিল বিজেপি। বিধানসভায় শপথগ্রহণেও ছোঁয়া লাগল। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের উদ্যোগে এদিন বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের মধ্যাহ্নভোজে মাছ-ভাত, ডাল, তরকারির মতো আপাদমস্তক দেশি বাঙালি খানার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। দই-কাতলা সহযোগে মধ্যাহ্নভোজ সারেন বিধায়করা।

ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

আশার আলো ডুয়ার্সের চা মহলে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ মে : ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের হাই পাওয়ার্ড রিভিউ কমিটিতে প্রথমবার স্থায়ী সদস্য হিসাবে জায়গা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছে ডুয়ার্সের চা মহল। প্রতি বছর বর্ষার সময় প্লাবনের শিকার হয় বহু চা বাগান। সুভাষিণী, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, মেচপাড়া, হান্টাপাড়া, তুলসীপাড়া, গারগান্ডা, গ্রাসমোড়, গাঠিয়া, কুর্তি, হিলা, রিয়াবাড়ি সহ অন্তত ৭৫টি চা বাগান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের রাজ্যের প্রতিনিধি বাস্তব সমস্যার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নদীগুলির চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। চা বণিকসভা আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক ও উত্তরবঙ্গের চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলেন, 'কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে যে কতটা আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসতে পারে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

ডুয়ার্সের প্রতিটি নদীর প্রকৃতি আলাদা। এখন অল্প সময়ে হঠাৎ করে বেশি বৃষ্টির প্রবণতা তৈরি হওয়ায় আগামীতে হড়পা যে বাড়বে তা একপ্রকার নিশ্চিত। জলঢাকা, মূর্তি, মাল, গাঠিয়া, ডায়না, রেতি, সুকৃতি, ডিমডিমা, বিরবিটি, পাগলি, পানা, বাসরা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, তোর্ষার মতো অসংখ্য নদী বছরের অন্য সময় শীর্ণকায়া হয়ে প্রবাহিত হলেও বর্ষায় বানভাসি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আর যদি মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়, তবে প্রলয় হতে এক মিনিট সময় লাগে না। এছাড়া মাটির আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় লাগাতার ধস নামছে। ওই ধস তিস্তার মতো একাধিক নদীর বুকে যে ড্যাম তৈরি করা হয়েছে, সেখানে অগোচরে জমা হচ্ছে। ফলে ড্যামের তলদেশ ক্রমেই বুঁজে যাচ্ছে। ভরা নদী আরও বেশি উত্তাল হয়ে উঠছে।

বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'ভারতের সহযোগিতায় ভুটানে বেশ কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে। কিছুদিন আগে সিকিমে তিস্তায় যা হয়েছিল, এখানেও যে তা হবে না সেই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে।' তাঁর পর্যবেক্ষণ, গত ১০০ বছর ধরে চা বাগানগুলিতে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার দেওয়া হয়েছে, যার জেরে ডুয়ার্সের মাটির উপরিভাগ বা টপ সয়েল এখন ঝুরঝুরে। দ্রুত এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা না করা হলে পরিণাম আরও ভয়ংকর হতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

কেরলে কংগ্রেসের দল

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ মে : কেরলে সরকার গঠন নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রতিনিধি হয়ে তিরুবনন্তপুরম পৌঁছালেন দলের সাধারণ সম্পাদক দীপা দাশমুন্সি, মুকুল ওয়াসনিক এবং অজয় মাকেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা দলের রাজ্য স্তরের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। মনে করা হচ্ছে, মুসলিম লিগের সঙ্গেও কথা হতে পারে তাঁদের। বুধবার এই বিশেষ প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লি থেকে বিমানে রওনা দেন। তাঁদের সঙ্গেই রওনা দেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি শফি পারামবিল সহ আরও কয়েকজন শীর্ষনেতা। মনে করা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরম থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার সম্ভাবনা আছে।

বিধি প্রত্যাহার

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে : শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের ধর্মীয় পোশাক সংক্রান্ত ২০২২ সালের নির্দেশিকা তুলে নিল কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুল-কলেজে শৃঙ্খলাভঙ্গ করে না বা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং চিহ্নিতকরণ ব্যাহত করে না এমন যে কোনও ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পোশাক পরা যাবে। ফলে হিজাব, পাগড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা, পৈতার মতো বেশকিছু জিনিস ফের প্রবেশাধিকার পেল শিক্ষাঙ্গনে।

বেঙ্গালুরুর এক স্কুলে হিজাব পরে ঢোকা নিয়ে তুলকালাম বাধে ২০২২ সালের গোড়ায়। এরপর থেকেই স্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়া অন্য কোনও পোশাক পরা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত।

মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : দ্বিতীয় দফায়, আরও ১ বছরের জন্য এক্সটেনশন বা কার্যকালের মেয়াদ বাড়ছে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর প্রবীণ সুদের। বুধবার এ খবর ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিয়োগ বিষয়ক কমিটি। চলতি মাসের ২৪ তারিখে প্রবীণের অবসরের কথা ছিল। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের শীর্ষপদে আছেন প্রবীণ। তার আগে তিনি কর্ণাটক পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ এসেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটির কাছ থেকে। যদিও এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানান রাহুল গান্ধি। বিশেষ এই কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

তর্জা 'গেরুয়া' দুই শিক্ষক সংগঠনের

প্রথম পাতার পর

এবিআরএসএম-এর উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে রয়েছেন বাপি প্রামাণিক। তিনি দাবি করেছেন, 'টিচার্স সেল নামে সংঘের অনুমোদিত কোনও শিক্ষক সংগঠন নেই।' বাপির বক্তব্য, 'সংঘ পরিবারের এবিআরএসএম-ই একমাত্র শিক্ষক সংগঠন। আগামী দিনে আমাদের ছাতায় তলাতেই শিক্ষকদের আসতে হবে। যাঁরা রাজনীতি করতে চান, তাঁরা সেল এবং আরও নানা নাম দিয়ে রাজনীতি করতে পারেন। তবে আমাদের সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। অনেকের বিষয়টি বুঝতে সময় লাগতে পারে।'

টিচার্স সেলের পদাধিকারী নিয়েও শিলিগুড়িতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশ্বদীপ দাবি করেছেন, তিনিই সংগঠনের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। আবার তাঁকে সরিয়ে চিত্তরঞ্জন মল্লিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। চিত্তরঞ্জন নিজে বলছেন, এখনও তিনি আহ্বায়কের দায়িত্ব পাননি। তবে তাঁর নাম জেলা থেকে রাজ্য স্তরে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাহলে অরুণ কেন এমন দাবি করলেন? সেই প্রশ্নের জবাব মিলছে না। যখন তৃণমূলের দাপট ছিল, তখন তো সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই সংগঠনের দায়িত্বে নিতেই এমন হুড়োহুড়ি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

দুর্নীতির বিচার চায়

প্রথম পাতার পর

থেকেই পেভার্স ব্লক নিয়ে বেআইনি কারবার চালাচ্ছেন। বিভিন্ন পেভার্স ব্লক কোম্পানির কাছ থেকে নিয়মিত শতাংশের হারে কাটমানি তোলা হচ্ছে। সেই কাজে যুক্ত রয়েছে এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারও সেকাজে হাত পাকিয়েছেন অনেক দিন। টেন্ডার হয়ে গেলেই কোথা থেকে পেভার্স ব্লক নিতে হবে, তা ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর কাজের বরাতপ্রাপ্ত প্রতিটি এজেন্সিকে বলে দিতেন। সেইমতো সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে পেভার্স ব্লক নেওয়া ছিল একপ্রকার বাধ্যতামূলক। ফলে কোম্পানিগুলো দাম বাড়িয়ে এজেন্সির কাছে বিক্রি করত। প্রতি পেভার্স ব্লকে ৩-৫ টাকা হিসাবে কমিশন সংগ্রহ করা হত। বেআইনি কারবারের প্রতিবাদ করলে একজন কর্মীকে কাটমানি সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও আধিকারিক দিনের পর দিন হুমকি দেন বলেই অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উন্নয়ন দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'শুধু পেভার্স ব্লক কেলেঙ্কারির ফাইল খুললেই বহু রাঘববোয়াল ফেঁসে যাবেন।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কেলেঙ্কারির ধারাবাহিক খবর প্রকাশিত হতেই ঘুম উড়েছে অনেকেরই। কোনওভাবেই যাতে পুরোনো ফাইল বাইরে না বের হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছেন ঠিকাদারদের একাংশ। উত্তরকন্যার প্রতিবাদী আধিকারিক, কর্মীদের মুখ বন্ধ রাখতে নানাভাবে চাপ দিতে শুরু করেছেন অভিযুক্তরা। পিঠ বাঁচাতে কেলেঙ্কারিতে যুক্ত প্রভাবশালী ঠিকাদাররা কয়েকজন বিজেপি নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। কাটমানি সিন্ডিকেডের অন্যতম মাথা দিনহাটার এক ঠিকাদার ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ সংগঠনের মাধ্যমে এক বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লুটের বাতাসার মতো যাঁরা এতদিন জনগণের উন্নয়নের অর্থ লুটেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের দাবি উঠেছে সব মহল থেকেই। অপকর্মের বিরুদ্ধের পদক্ষেপ না হলে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হতে যে সময় লাগবে না সেকথা ভালোই বুঝেছে শাসকদল বিজেপি নেতৃত্ব। *(শেষ)*

পিসিওডি নিয়ন্ত্রণে শি কেয়ার জুস

নিউজ ব্যুরো

১৩ মে : বর্তমান সময়ে পলিসিস্টিক ওভারি ডিসঅর্ডার (পিসিওডি) সারাবিশ্বে এক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ নারীদের প্রভাবিত করছে। এই পিসিওডি নিয়ন্ত্রণে কৃষ্ণ আয়ুর্বেদের শি কেয়ার জুস খুব উপযোগী। এটি একটি ভেষজ ফর্মুলেশন। আমলকীর মতো পনেরোটি ভেষজ উপাদানের মিশ্রণে তৈরি এই ফর্মুলেশনটি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, প্রদাহ সহ একাধিক সমস্যার সমাধান করে। কৃষ্ণ আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রাবণ দাগা বলেন, 'শি কেয়ার জুস হল প্রাকৃতিকভাবে হরমোনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার একটি উপায়।'

১২ জনের জেল

জঙ্গিপুর, ১৩ মে : বুধবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান কাণ্ডে ধৃত ১২ জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড সহ প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা করে আক্রান্ত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মহাকাল মহাতীর্থ যেন শাঁখের করাত

প্রথম পাতার পর

আদতে পরিকল্পনাটা ছিল বিশাল। দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরি করে পর্যটনের যে জোয়ার আনার দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন, সেই একই মডেলে উত্তরবঙ্গেও পর্যটন ও অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে চেয়েছিলেন তিনি। গত ১৬ জানুয়ারি শিলান্যাস করে তিনি জানিয়েছিলেন, ১৭.৮১ একর জমির ওপরে গড়ে উঠবে এই তীর্থস্থান।

সেখানে ১০৮ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের মূর্তির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিমূর্তি থাকবে। আড়াই বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'শিলিগুড়ি শুধু একটা ট্রানজিট পয়েন্ট নয়, এখানে মহাকাল মহাতীর্থ তৈরি হওয়ার পর প্রচুর মানুষ এসে থাকবেন, এখানকার ব্যবসা বাড়বে, অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে।' কিন্তু এখন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের গলায় কেবলই অনিশ্চয়তার সুর। তাঁর কথায়, 'নতুন সরকার এই মন্দির নিয়ে কী নীতি নেবে, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'।

এদিকে, প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যসচিবকে মাথায় রেখে যে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, নতুন সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে সেটিও ভেঙে গিয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। ওই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অংশুমান চক্রবর্তীর দাবি, শিলান্যাসের পর মুখ্যসচিব একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন এবং তৎকালীন পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরকে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটপর্ব শুরু হতেই সেই আধিকারিক বদলি হয়ে যান। ফলে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। পদাধিকারবলে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য তথা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কারও জানিয়েছেন, নতুন সরকারের নীতির জন্য তাঁদেরও অপেক্ষা করতে হবে।

তবে স্থানীয় অর্থনীতির স্বার্থে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন চাইছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, দুজনেই মনে করেন এত বড় প্রকল্প হলে এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তাঁরা সরকারের সিদ্ধান্তের ওপরই ভরসা রাখছেন। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কথাতেও মন্দির হওয়ার পক্ষেই সওয়াল শোনা গিয়েছে। তবে তাঁর সাফ যুক্তি, কোনও সরকার সরাসরি মন্দির নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দিতে পারে না। তাই অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে, সেটা আগে ঠিক করা প্রয়োজন। এই জট কাটাতেই আগামী সপ্তাহে শিলিগুড়ির এই প্রকল্প সহ পাহাড় ও সমতলের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান সাংসদ।

আপাতত প্রস্তাবিত মন্দির এলাকায় ঢিমেতালে কিছুটা কাজ চললেও, সরকারি প্রকল্পে নাকি অন্য কোনওভাবে অর্থের সংস্থান করে এই মহাকাল মহাতীর্থ শেষপর্যন্ত আলোর মুখ দেখবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না।

শিক্ষা, পুর দুর্নীতিতে চার্জশিটের অনুমতি

প্রথম পাতার পর

আর সিবিআইকে রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র নিতে হবে না। সেই ছাড়পত্র দিয়েই রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমাদের সরকার অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে এসেছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিচ্ছি। নির্বাচনি প্রচারের সময়েও সেকথা বলেছিলাম। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা আমাদের দলের ইস্তাহারে ছিল। আগামীদিনে আরও পদক্ষেপ দেখতে পাবে রাজ্যের মানুষ। আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি।' এর ফলে সুবীরেশ, কল্যাণময়দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়মানুযায়ী কোনও সরকারি কর্মকর্তা বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হয় তদন্তকারী সংস্থার। শুভেন্দু বুধবার বলেন, 'বিদায়ি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পদক্ষেপ আটকে রেখেছিলেন। ফলে দুর্নীতির প্রমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারছিল না সিবিআই।' বুধবার রাজ্য অনুমতি দেওয়ায় সেই জট কাটল।

শুধু তাই নয়, দায়িত্ব নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ঘুঘুর বাসা ভাঙার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার তিলজলায় একটি বহুতলে চামড়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দুজনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে কড়া অবস্থান গ্রহণ করল রাজ্য। বুধবারই ওই কারখানা বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু করেছে সরকার। একইসঙ্গে শুভেন্দু জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের যেখানেই অবৈধ কারখানা বা নির্মাণ থাকুক, সেখানে প্রথমে বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ ছিন্ন করে দিতে হবে। তারপর কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু বলেন, 'তিলজলার ঘটনায় আজকের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম। আজ সকালে রিপোর্ট পেয়েছি। রিপোর্টে যা পাওয়া গিয়েছে, তা রাজ্যের পক্ষে অশনিসংকেত।' বাংলার সব পুরসভা এখনও তৃণমূলের দখলে। কিন্তু ওইসব পুর এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে নজরদারির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এজন্য ১২১টি পুরসভা, ৭টি পুরনিগম ও ৩টি শিল্প শহরে আলাদাভাবে সিসিটিভি বসিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করবে রাজ্য সরকার।

পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বুধবার জানিয়েছেন, এব্যাপারে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে এলাকায় পুরসভা কী কী কাজ করছে আর কোন কাজে খামতি থাকছে, তা সরাসরি সরকার জানতে পারবে। এমনকি পুরসভার দপ্তরে কে কখন ঢুকছেন বা বেরোচ্ছেন, তার ওপরেও সরকারের নজরদারি থাকবে। পুর এলাকায় কোনও দুর্নীতি হলে তাও এর ফলে জানা যাবে।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রীর

অভিভাবক হারাল মোহনবাগান

চিরবিদায়

বাগানের মুশকিল আসান টুটু বোসের

টুটু বোসকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

> টুটুবাবু মানেই সেই মোহনবাগান, মোহনবাগান মানেই টুটুবাবু। উনি মোহনবাগানের পরবর্তী দুই প্রজন্মকে তৈরি করে দিয়েছেন। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে আমার আবেদন, টুটু বোস এতদিন যেভাবে ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন আপনারাও সেইভাবে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যান। সেটাই ওঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।
> -শুভেন্দু অধিকারী (মুখ্যমন্ত্রী)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মে : 'টুটুবাবু তোমায় আমরা ভুলছি না...' অগণিত সমর্থকের স্লোগান আর চোখের জলে শেষবার প্রিয় মোহনবাগান ক্লাব থেকে বিদায় নিলেন স্বপনসাধন বোস (টুটু) মহাপ্রস্থানের পথে।

মঙ্গলবার রাতে সবুজ-মেরুনের কিংবদন্তি প্রশাসকের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ভিড় জমান তাঁর অনুরাগীরা। পৌঁছে যান আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। বুধবার সকালে প্রথমে বালিগঞ্জের বাসভবনে আনা হয় মোহনবাগান-রত্ন টুটুর মরদেহ। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, ইস্টবেঙ্গল সচিব রূপক সাহা, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

বাসভবন থেকে ভবানীপুর ক্লাব হয়ে সংবাদ প্রতিদিনের দপ্তর এবং সবশেষে মোহনবাগান ক্লাবে আনা হয় প্রাক্তন সভাপতির নশ্বর দেহ। প্রিয় টুটুবাবুকে শেষবার শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাব তাঁবুতে ঢল নামল বাগান সদস্য-সমর্থকদের। হাজারো মানুষের ভিড়ের মাঝেও যেন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা, 'অভিভাবক হারালাম আমরা।' ঘরির কাঁটায় তখন বেলা ১২টা পাঁচ। ক্লাব তাঁবুতে এলেন টুটু বোস। চোখে সানগ্লাস, ফুল আর সবুজ-মেরুন পতাকায় ঢাকা নিথর দেহ।

টুটু বোসকে শ্রদ্ধা জানাতে ক্লাব তাঁবুতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেরা। ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একে একে মোহনবাগান-রত্নকে শ্রদ্ধা জানান শ্যাম থাপা, গুরবক্স সিং, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্র, সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শিলটন পাল, লালকমল ভৌমিক, সঞ্জয় সেন, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা। ইস্টবেঙ্গলের তরফে দেবব্রত সরকার ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইস্তিয়াক আহমেদ এবং বেলাল আহমেদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ভিতরে যখন শায়িত টুটুবাবুর দেহ ক্লাব লনে তখন একা দাঁড়িয়ে তাঁর দীর্ঘ ৩৭ বছরের ছায়াসঙ্গী সুব্রত। তিনিও যে একা হয়ে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ৩টে পাঁচ। মোহনবাগান ক্লাব থেকে চিরবিদায় নিলেন টুটু বোস। থেকে গেল তাঁর অগণিত স্মৃতি। ডুকরে কেঁদে উঠলেন হাজার হাজার সবুজ-মেরুন জনতা। এরপর ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানে কাঠের চুল্লিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে পঞ্চভূতে বিলীন হয় তাঁর নশ্বর দেহ।

এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মোহনবাগান ক্লাবকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটু বোসের স্মরণসভা আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন। ১৭ তারিখের ডার্বিতে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য এআইএফএফের কাছে আবেদন জানিয়েছে সবুজ-মেরুন ক্লাব।

ময়দানের মহীরুহ টুটু বোসের প্রয়াণে শোকের ছায়া ময়দানে। শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী থেকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

নিশীথ প্রামাণিক (ক্রীড়ামন্ত্রী)

■ ক্রীড়াজগতের এক যোদ্ধা চলে গেলেন আজ। অপূরণীয় ক্ষতি। সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ওঁকে চিরদিন মনে রাখবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)

■ বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক, মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব, সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদ টুটু বোসের প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। শোকাহত পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বিমান বসু (বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান)

■ দীর্ঘদিনের পরিচয়, খুব মিশুকে মানুষ ছিল। মানুষের মতো দেখতে হলেই তো মানুষ হয় না। কিন্তু টুটু বোস প্রকৃত অর্থেই মানুষ ছিল।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

■ মোহনবাগান ক্লাব মানেই টুটু বোস, একে অপরের পরিপূরক। মোহনবাগানে তাঁর অবদান ভোলার নয়। ফুটবলে মোহনবাগানকে যে সময় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে টুটুদা এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম মানুষটাকে। অনেক স্মৃতি।'

সুব্রত ভট্টাচার্য

■ টুটু বোস যে আন্তরিকতার সঙ্গে মোহনবাগানের সেবা করেছেন তা ভোলা যায় না। এত কাজ করেছেন বলে শেষ করা সম্ভব নয়। ওঁর চলে যাওয়া অপূরণীয় ক্ষতি।

সনি নরডি

■ আমার মোহনবাগানে থাকাকালীন যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে আজ শেষ বিদায় জানাচ্ছি। আপনার উপদেশ, আস্থা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। যে সম্মান ও উদারতা আপনার কাছ থেকে পেয়েছি তা কখনও ভুলব না। ক্লাব প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশি ছিল আপনার মর্যাদা- একজন সত্যিকারের নেতা এবং মহান মানুষ।

শিশির ঘোষ

■ কৃশানু-বিকাশ হোক বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, টুটুদাকে ছাড়া এঁদের মোহনবাগানে সই করানো কখনওই সম্ভব ছিল না।

শিলটন পাল

■ ২০১৫, আমরা আই লিগ জিতলাম। টুটুবাবু কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, তোরা শুধু মন দিয়ে খেল, ট্রফি জেত, বাকিটা আমি দেখে নেব। মোহনবাগানে যখনই কঠিন সময় এসেছে উনি ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজ মোহনবাগান সেই বটবৃক্ষের ছায়া হারাল।

টুটু বোসের নশ্বর দেহকে প্রণাম এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের (বাঁয়ে), ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। -ডি মণ্ডল

প্রীতম কোটাল

■ মোহনবাগান আর টুটু বোস একে অপরের পরিপূরক। আজ সবুজ-মেরুন পরিবার তার এক অভিভাবককে হারাল। ময়দানে এমন মানুষ বিরল।

দেবাশিস দত্ত (সভাপতি, মোহনবাগান)

■ মোহনবাগান ক্লাবের আধুনিকীকরণের দুই কারিগর টুটু বোস, অঞ্জন মিত্র। বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে আসা থেকে সমর্থকদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করা। একজন আগেই চলে গিয়েছিলেন, আরেকজন আজ চলে গেলেন। আমরা চেষ্টা করব ওঁর দেখানো পথেই ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।'

দেবব্রত সরকার (ইস্টবেঙ্গল কর্তা)

■ ওঁর মতো মনের মানুষ, ওইরকম বর্ণময় চরিত্র আজ বড় বিরল। মোহনবাগান ক্লাবের অপূরণীয় ক্ষতি হল। টুটুবাবুর চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে ময়দানেরও ক্ষতি। ওঁর সঙ্গে যা স্মৃতি রয়েছে একটা বই লেখা হয়ে যাবে।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মে : মানুষ কি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায়?

নাহলে ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগান রত্নে ভূষিত হয়ে কেন তিনি বলবেন, 'তোদের সঙ্গে এই হয়তো আমার শেষ দেখা। আগামী বছর এই দিনে আমি হয়তো আর থাকব না।' মন্ত্রী থেকে সাধারণ সমর্থক, আপামর মোহনবাগান জনতার সঙ্গেই তাঁর ছিল তুইতোকারির সম্পর্ক। তাই সেদিন তাঁর কথা শুনে এক যোগে দর্শকাসনে বসা সমর্থক থেকে মঞ্চে পাশে দাঁড়ানো তৎকালীন দুই মন্ত্রী সুজিত বসু ও অরূপ বিশ্বাসদের একযোগে প্রবল আবেগে মাথা নাড়তে দেখা গিয়েছিল।

স্বপনসাধন বোস। সরকারিভাবে এই নাম হলেও খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির আঙিনা, সব জায়গাতেই তিনি টুটুদা বা টুটুবাবু। আর মোহনবাগানের সঙ্গে যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল টুটু বোসের নামটা। তিনি ছিলেন মোহনবাগানের প্রিয়জন ও প্রয়োজন। তাই এদিন বিকেল ঠিক ৩.০৫ মিনিটে যখন তাঁর নশ্বর দেহটা শেষবারের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে ক্লাব তাঁবু ছেড়ে তখন পুত্র সৃঞ্জয়ের সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠতে দেখা গেল বহু সমর্থককেও। কত শতবার যে ক্লাবকে সম্মানহানির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। যখন ম্যাকডাওয়েল হাত গুটিয়ে নিয়েছে, সেই সময়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে একার হাতে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন মোহনবাগান নামের রণতরীকে। যে তরী শুধু ভেসে থাকেনি, জয় করে এনেছে আই লিগ যুদ্ধও। তারও আগে, একটা সময় ছিল যখন মোহনবাগান জিততে ভুলে গিয়েছিল। সে সময়ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অঞ্জন মিত্রকে সঙ্গী করে চ্যালেঞ্জ নেন এই টুটুবাবুই। আবার আইএসএল খেলবে দল। বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি পারবেন না এই বিশাল নৌকো টেনে নিয়ে যেতে। বন্ধু সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে অনুরোধ করলেন, দলের দায়িত্ব নিতে। তাই এদিন নিজে না এলেও বিশাল ফুলের স্তবক পাঠিয়ে টুটুবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভুল হয়নি মোহনবাগান ফুটবল দলের কর্ণধারেরও।

১৯৯০ সালে প্রশাসক হিসাবে তাঁর ক্লাবে প্রবেশ। শুরুটা করেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধীরেন দে-র সঙ্গী হিসাবে। এরপর ১৯৯১ সালে তাঁকেই সরিয়ে সচিব পদে আসেন। এরপর বন্ধু অঞ্জনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি সভাপতির দায়িত্বভার নিয়ে নেন। ২০১৮ সাল অবধি টানা সভাপতি হিসাবে ক্লাবের মাথায় ছাতার মতো ছিলেন তিনি। পরে দুই বছরের জন্য আবার সচিব হলেও পরে ফিরে যান ফের সেই সভাপতি পদেই। যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, ফুটবলারদের বেতন বাকি, রাজনৈতিক দিক থেকে মোহনবাগান কোনও সমস্যায় পড়েছে, তিনিই ছিলেন মুশকিল আসান। জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তাঁকেই রাজ্যসভার সদস্য করে পাঠান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক। রসিক টুটুবাবু যে কোনও পরিবেশে-পরিস্থিতিতে এইসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রকাশ্যেই রসিকতা করতেন। তিনিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে কথা বলতে পারতেন। তাঁর সময়ে মোহনবাগানে উল্লেখযোগ্য দুইটি ঘটনা হল সদ্য খেলে আসা বিশ্বকাপার রজার মিল্লাকে নিয়ে আসা, মোহনবাগান ক্লাবে বিদেশি ফুটবলার নেওয়া এবং ফুটবলে স্পনসরের গুরুত্ব অনুধাবন করে ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এই তিনিই নিজে নিতে পারবেন না জেনে চিমা ওকেরিকে তুলে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের হাতে। আবার টুটুবাবুই ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলে কৃশানু দে-বিকাশ পাঁজি জুটি এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে তুলে এনেছিলেন প্রতিপক্ষের ডেরা থেকে।

ময়দানি মানুষ টুটুবাবু পেশায় ছিলেন সফল ব্যবসায়ী ও সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রের কর্ণধার। তবে শেষ দুই-তিন বছর অসুস্থতায় ভুগছিলেন বলে শুধু ক্লাব নয়, ব্যবসা থেকেও নিজেকে অনেকটাই সরিয়ে আনেন। সৃঞ্জয় ও সৌমিক, দুই পুত্র এবং বড় নাতি অরিঞ্জয়ই সামলাতেন ব্যবসা ও মোহনবাগান। এছাড়াও তিনি রেখে গেলেন দুই পুত্রবধূ, দুই নাতি ও এক নাতনিকে। স্ত্রী প্রয়াত হওয়ার পর থেকে খানিকটা হয়তো একাকিত্বে ভুগতেন। তারও আগে চলে যান বন্ধু অঞ্জন। তাঁদের কাছাকাছি থাকতে এবার অন্য লোকে পাড়ি দিলেন টুটু বোসও।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত (ডানে)। ছবি : প্রতিবেদক

আমি যখন আইএফএ সচিব হলাম বলেছিলেন, আমার বাবা প্রয়াত প্রদ্যোত দত্তের সুনাম যেন বজায় রাখতে পারি। এরকম একটা মানুষের চলে যাওয়া মানে ছায়াহীন হয়ে পড়া। একটা বড় গাছ মাথার ওপর থেকে সরে গেল। এই শূন্যস্থান পূরণ হওয়ার নয়।

-অনির্বাণ দত্ত (সচিব, আইএফএ)

মুম্বই শিবিরে হার্দিক-জট

তেরোর গেরো আজ কাটাতে মরিয়া শ্রেয়স

ধরমশালা, ১৩ মে : প্রথম দল হিসেবে এবার প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার কথা। যদিও সাপলুডোর আইপিএলে হিসেব সবসময় মেলে না। চলতি মেগা লিগে পাঞ্জাব কিংসের দিকে তাকালে যা বেশ পরিষ্কার। প্রথম সাত ম্যাচে ৬টি জয়, একটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচের সুবাদে পকেটে ১৩ পয়েন্ট।

বাকি দলগুলি যখন খোঁড়াচ্ছে তখন অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছে পাঞ্জাব। যদিও শেষ চারে উলটপুরাণ। টানা হারে সেই তেরোতেই আটকে! প্রশ্ন 'আনলাকি থার্টিনে' আর কতদিন আটকে থাকবে? বৃহস্পতিবার ফের যার উত্তর খুঁজতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ধরমশালায় খেলতে নামছে প্রীতি জিন্টার দল।

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইতিমধ্যেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। শুরু থেকে ব্যাটিং, বোলিং সমস্যা। তার ওপর অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে চাপানউতোর। ব্যক্তিগত ব্যর্থতার পাশাপাশি দুর্বল নেতৃত্ব। তার ওপর চোট। গত দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি। আগামীকাল পাঞ্জাব ম্যাচে খেলার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে প্র্যাকটিসের ছবি পোস্ট করলেও টিম সূত্রের খবর দলের সঙ্গে ধরমশালায় যাননি। রাতারাতি উড়ে যাবেন কি না, কোনও খবর নেই! ফল, ফের হয়তো সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে মুখরক্ষার ম্যাচে নামছে মুম্বই। আবারও জসপ্রীত বুমরাহ বোলিং নিয়ে কাটাছেঁড়া, সমর্থকদের হতাশার ক্ষতে প্রলেপ দিতে রোহিত শোয়ের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকা।

পাঞ্জাবের সামনে অঙ্কটা পরিষ্কার। বাকি তিন ম্যাচের দুটি জিতলে প্লে-অফ নিশ্চিত। সামনে নড়বড়ে ছিটকে যাওয়া মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ রিকি পন্টিংরাও। তবে টানা চার হার পাঞ্জাবের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে

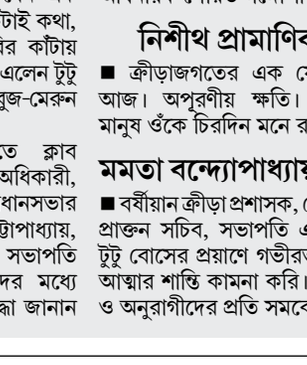

দিয়েছে। প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিংদের তারুণ্যের তেজ কিছুটা ফিকে। শ্রেয়স আইয়ার, কুপার কনোলি, মার্কাস স্টোয়িনিসদের নিয়ে গড়া মিডল অর্ডারও ফিনিশ করতে পারছে না।

সবকিছু ছাপিয়ে বোলিং ও ফিল্ডিং। পাঞ্জাবের জয়ের দৌড়ে ব্রেক লাগানোর মূল কারণ যা। বোলিংয়ে শুরুর ধারটা উধাও। তার ওপর একঝাঁক ক্যাচ ফেলার বড়লোকি চাল! আগের ম্যাচেই ২১০ রানের পুঁজি নিয়েও বোলিং সহায়ক পরিস্থিতিতেও দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারতে হয়েছে।

ম্যাচের পর প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দেন শ্রেয়স। সরাসরি বোলিং-ফিল্ডিংকে কাঠগড়ায় তোলেন। সামাজিক মাধ্যমে আবার দল, প্লেয়ারদের নিয়েও নানারকম নেতিবাচক কথাবার্তাও ঘুরছে। এদিন যা নিয়ে প্রীতি জিন্টাকে পর্যন্ত পোস্ট করতে হয়েছে। অনুরোধ করেছেন, ভালোভাবে যাচাই না করে যেন এই ধরনের 'মিথ্যা' খবরকে বিশ্বাস কেউ না করেন।

মাঠের লড়াইয়ে আগামীকাল কিন্তু ভুলভ্রান্তির জায়গা নেই। ফের ব্যর্থতা মানে প্লে-অফের রাস্তা আরও জটিল হবে। গুজরাট টাইটান্স (১২ ম্যাচে ১৬), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (১১ ম্যাচে ১৪), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (১২ ম্যাচে ১৪) ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে পাঞ্জাবকে। শ্রেয়সদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে চেন্নাই, রাজস্থানও (দুই দলেরই ১১ ম্যাচে ১২)।

প্রথম সাক্ষাৎকারে মুম্বইকে হারিয়েছিল পাঞ্জাব। মাঝে পঞ্চনদ দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি অনুকূল নয় পাঞ্জাবের জন্য। যা বদলাতে কাল জিততেই হবে। এখন দেখার, শ্রেয়সরা 'তেরোর' গেরো কাটাতে পারেন নাকি মুম্বইয়ের ধাক্কায় ফের বেলাইন হন।

ম্যাচ শেষে আড্ডায় শুভমান গিল, অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষান।

গুজরাট ম্যাচ ভুলতে চাইছে হায়দরাবাদ

আহমেদাবাদ, ১৩ মে : আচমকা ধাক্কা। জোরদার ধাক্কা।

আর সেই ধাক্কার জোরে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান হারিয়ে তিন নম্বরে নেমে যাওয়া। গতকাল রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটা দ্রুত ভুলে যেতে চাইছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি তেমনই জানিয়েছেন তাঁর দলকে। কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়?

অধিনায়ক কামিন্সের জরিমানা

শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের সব বিভাগে খারাপ পারফর্ম করে নিজেরাই নিজেদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন অভিষেক শর্মারা। উপরি হিসেবে গতকাল রাতের ম্যাচে মন্থর ওভার রেটের কারণে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পড়েছেন জরিমানার কবলে। ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে হায়দরাবাদ অধিনায়কের। যদিও গতকাল রাতের গুজরাট ম্যাচে হারের ফলে প্লে-অফ স্বপ্ন ধাক্কা খেয়েছে হায়দরাবাদের, এমন নয়। ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সানরাইজার্সের প্লে-অফ স্বপ্ন এখনও প্রবলভাবে বেঁচে রয়েছে। বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিতলেই নিশ্চিত হবে প্লে-অফ। ঠিক সেই কারণেই দলের কোচ ভেত্তোরি গতকাল রাতের ম্যাচ ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, 'গুজরাট ম্যাচে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি আমরা। এই ম্যাচ দ্রুত ভুলে যেতে হবে আমাদের। বাকি থাকা দুই ম্যাচের দিকে ফোকাস রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাকি দুই ম্যাচের গুরুত্বের কথা।' গতকাল রাতের ম্যাচ হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পাঁচদিন সময় পাচ্ছে হায়দরাবাদ। ১৮ মে কামিন্সদের পরবর্তী ম্যাচ চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে।

কলকাতায় হাজির শুভমানরা

সিরাজ-রাবাদা-হোল্ডারে মজে গুজরাট শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : স্বপ্নের ক্রিকেট। দুর্দান্ত ছন্দ। জয়কে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা।

চলতি উনিশ নম্বর আইপিএলের আসরে অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে উঠেছে গুজরাট টাইটান্স। শুভমান গিলদের রোখার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না বিপক্ষ শিবির।

কখনও ব্যাট হাতে অধিনায়ক শুভমান ফারাক গড়ে দিচ্ছেন। আবার কখনও বা বল হাতে কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, জেসন হোল্ডাররা বিপক্ষ শিবিরে আতঙ্ক তৈরি করছেন। এভাবেই গতরাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮৬ রানে অলআউট করে ৮২ রানে ম্যাচ জিতে বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে গেল গুজরাট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে শুভমানের অনুশীলনে নামার কথা।

তার আগে শুভমানদের নিয়ে চলতি আইপিএলে রীতিমতো হইচই চলছে। সৌজন্যে দলের ভারসাম্য। ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, ট্রাভিস হেডদের যেভাবে গতরাতে রুখে দিয়েছেন রাবাদা-সিরাজরা, তারপর ক্রিকেট সমাজে দাবি করা হচ্ছে, গুজরাট ফের চ্যাম্পিয়ন হতেই পারে। ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত গুজরাটের। আপাতত লিগ টেবিলের ফার্স্ট বয় গুজরাট। শুভমানরা বাকি থাকা দুই ম্যাচ জিতে এক নম্বর দল হিসেবে প্লে-অফে যেতে চাইছে। এমন ভাবনা নিয়েই আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন শুভমানরা। শনিবার ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ। তার আগে গুজরাট দলের অন্যতম ভরসা রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের ভারসাম্যের কথা জানিয়েছেন। রাবাদা-সিরাজ-হোল্ডারদের ত্রিভুজ বোলিং আক্রমণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের লাইন, লেংথ। সেভাবেই টানা সাফল্য আসছে গুজরাটের। সাই কিশোরের কথায়, 'আমাদের দলের ভারসাম্য খুব ভালো। সব বিভাগে যথাযথ বিকল্প রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাবাদা-সিরাজ-হোল্ডারদের বোলিং আক্রমণ আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।'

> আমাদের দলের ভারসাম্য খুব ভালো। সব বিভাগে যথাযথ বিকল্প রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাবাদা-সিরাজ-হোল্ডারদের বোলিং আক্রমণ আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
> -রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর

গুজরাট টাইটান্সের এই পেস চতুর্ভুজ- জেসন হোল্ডার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও কাগিসো রাবাদা বাকি দলের কাছে চিন্তার কারণ।

রশিদ খান, প্রসিধ কৃষ্ণারা রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু দলের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য তাঁদের খুব একটা প্রয়োজনই হচ্ছে না। সাই কিশোরের কথায়, 'ব্যাটিং তো বটেই। আমাদের বোলিং শক্তি এবারের দলের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে সামনে এসেছে। রাবাদা-সিরাজদের টেস্ট ম্যাচ লাইনের বোলিং দল হিসেবে আমাদের বাড়তি ভরসা দিয়েছে। বাকি থাকা ম্যাচেও দল হিসেবে এই ছন্দ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর আমরা।' শনিবারের ইডেনে আজিঙ্কা রাহানের দলের বিরুদ্ধে রাবাদাদের স্বপ্নের ছন্দ বজায় থাকলে নিশ্চিতভাবেই সমস্যায় পড়বে কেকেআর।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ দেবাঙ্গন শর্মা, শুভ নবমতম জন্মদিন। ''সুন্দর এই পৃথিবীতে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, বেঁচে থাকো হাজার বছর ধরে।'' -দেবাশিস শর্মা, সুস্মিতা সাহা শর্মা, কোচবিহার।

এশিয়াডে নেই ভারতের এক নম্বর শুটার

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : তিনি ভারত ও এশিয়ার এক নম্বর ট্র্যাপ শুটার। অথচ আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য এহেন জোরাভার সিং সান্ধুকে ছাড়াই শটগান স্কোয়াড ঘোষণা করল জাতীয় রাইফেল সংস্থা (এনআরএআই)। দলে সুযোগ না পেয়ে বিশ্বের ছয় নম্বর জোরাভার বলেছেন, 'এনআরএআইয়ের এই দল নির্বাচন নিয়ে আরও একবার ভাবনাচিন্তা করা উচিত। তারপরও যদি ওদের সিদ্ধান্ত একই থাকে তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকবে না। কাজাখস্তানে আমি ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট স্কোর করেছিলাম।' যদিও গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী জোরাভারের পাশে দাঁড়াচ্ছে না এনআরএআইয়ের সচিব পবনকুমার সিং। নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে পবন বলেছেন, 'আমি ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত, এই দলটাই এশিয়াডে যাবে। এখন যদি আমরা মুখ দেখে স্কোয়াডে পরিবর্তন করতে শুরু করি, তাহলে শুটিং ও অন্য খেলার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না।'

বার্সাতেই র‍্যাশফোর্ড?

বার্সেলোনা, ১৩ মে : রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে লা লিগা খেতাব জেতার পর মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক জানিয়েছেন, মরশুম শেষ হওয়ার পরই এই দুই তারকার চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে লোনে আসা র‍্যাশফোর্ড এই মরশুমে ১৪টি গোল এবং ১৪টি অ্যাসিস্ট করে দলকে খেতাব জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি বার্সায় থাকতে চাইলেও, ফ্লিকের মতে, লিগের বাকি তিন ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে।

জুনে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : ইউনিটি কাপের পর জুন মাসে দুইটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতের পুরুষ সিনিয়ার দল। ৬ ও ৯ জুন যথাক্রমে দুইটি ফিফা উইন্ডোতে প্রতিপক্ষ প্যালেস্টাইন ও তাজিকিস্তান। ইতিমধ্যেই এই দুই ম্যাচের কথা জানিয়ে সব ক্লাবকে চিঠি দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

এদিকে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলি ফের একবার ফেডারেশনকে চিঠি দিল পরবর্তী আইএসএল মরশুমের জন্য। যেখানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, লিগ হতে হবে ক্লাবের পরিচালনায় এবং বিপণনের দায়িত্বও তাদেরই দিতে হবে। যেখানে জিনিয়াস স্পোর্টস কাজ করবে ডেটা ও টেকনলজি পার্টনার হিসাবে। এই চিঠিতে সব ক্লাব সই করলেও করেনি ইস্টবেঙ্গল।

তেরোর গেরো আজ কাটাতে মরিয়া শ্রেয়স
-খবর এগারোর পাতায়

নাইটদের ছুটির ঘণ্টা
বিরাট শতরানে

কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৯২/৪
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৯৪/৪ (১৯.১ ওভারে)

রায়পুর, ১৩ মে : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ইনিংসের উনিশতম ওভার। বৈভব অরোরার দ্বিতীয় বল অফের দিকে ঠেলে দৌড়। আর যে দৌড়ে পূরণ বিরাট কোহলির আরও একটা সেঞ্চুরি। আইপিএলের ইতিহাসে নবম তিন অঙ্কের রান। শেষপর্যন্ত ৬০ বলে অপরাজিত ১০৫। চেজমাস্টার বিরাটের যে স্পেশাল ইনিংসে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কার্যত ছুটি হয়ে গেল।

টানা চার ম্যাচ জিতে অসম্ভবকে সম্ভব করার আশাটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শাহরুখ খানের নাইটরা। রায়পুরে বুধবার বিরাট নামক প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে প্লে অফের সেই ক্ষীণ স্বপ্নটা চুরমার। গত চার ম্যাচে নাইটদের মরিয়া প্রত্যাবর্তনের সামনে হার মেনেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লখনউ সুপার জায়েন্টস, রাজস্থান রয়্যালস।

এদিনের দ্বৈরথে কিন্তু বিরাটের একক প্রদর্শনী, চওড়া ব্যাট, রানতাড়ার চিরাচরিত মুন্সিয়ানার কাছে হার মানল নাইটরা। ২১ রানে একবার সুযোগ দেওয়াটুকু সরিয়ে রাখলে নির্ভেজাল বিরাট-শো। বরুণ চক্রবর্তীহীন নাইট বোলিংয়ের কাছে যার কোনও উত্তর ছিল না।

শুরুতে দুই ওপেনার আজিঙ্কা রাহানে (১৯) ও ফিন অ্যালেনকে (১৮) হারানোর পরও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৭১), রিঙ্কু সিং (অপরাজিত ৪৯), ক্যামেরন গ্রিনের (৩২) লড়াকু প্রয়াসে ১৯২/৪ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল কেকেআর। মেঘলা আবহাওয়া, সুইং পরিস্থিতিতে যা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু বিরাট-স্পেশালের ধাক্কায় যা কম পড়ে যায়। শুরুর দিকে জীবন পাওয়া পুরোদস্তুর ফায়দা তুলে নাইট রাইডার্সের কার্যত 'ছুটি' করে দিলেন।

জ্যাকব বেথেল (১৭) ফেরার পর দেবদত্ত পাডিক্কালকে (৩৯) নিয়ে ৯২ রানের পার্টনারশিপ গড়েন বিরাট। দুর্ভাগ্য নাইটদের, ২১ রানের মিডঅফে বিরাটের ক্যাচ ফেলেন রোভমান পাওয়েল। লাফিয়েও ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারেননি ক্যারিবিয়ান তারকা। কিছুক্ষণ পর জীবন পান পাডিক্কাল (২২ রানে খেলছিলেন)। লোপ্পা ক্যাচ ফসকান বৈভব।

বাকি সময়ে ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং বিরাটের জাঁকিয়ে বসা। বিরাটের ক্যাচ ফেলার ৬০ বলে অপরাজিত ১০৫! ১১ চার ও ৩ ছক্কায় সাজালেন আইপিএলে নিজের নবম শতরানকে। যার সুবাদে পূরণ টি২০ ফরম্যাটে ১৪ হাজার রান! রজত পাতিদার (১১), টিম ডেভিডরা (২) রান না পেলেও বিরাট স্পেশাল বৈতরণি পার আরসিবি-র।

নাইট-বধের সুবাদে ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে লিগ টেবিলের মগডালে

ব্যর্থ অঙ্গকৃষ, রিঙ্কুর লড়াই

খেসারত, ম্যাচ হাতছাড়া। গত দুই ম্যাচে রানের খাতা খুলতে পারেনি বিরাট। সতীর্থ ক্রুণাল পান্ডিয়া বলেছিলেন, এহেন পরিস্থিতিতে যখনই বিরাট পড়েন আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরেন।

আজ বিরাটের যে প্রত্যাবর্তনের মুখে পড়ে যায় রাহানের ব্রিগেড।

শতরানের পর বিরাট কোহলি।

পৌঁছে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। কার্যত নিশ্চিত প্লে-অফের টিকিটও। কেকেআর সেখানে ১১ ম্যাচে ৯ পয়েন্টেই আটকে। প্রথম চারে থাকার আশাটা আরও কঠিন, আরও ক্ষীণ। অঙ্কের নিরিখে টিকে থাকলেও বাকি সব ম্যাচ জেতার পর বাকি ম্যাচগুলির ফলাফল, অনেক যদি, কিন্তুর ওপর নির্ভর করতে হবে।

এদিন প্রথম থেকেই পরিস্থিতি নাইটদের পক্ষে ছিল না। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। সাড়ে সাতটার জায়গায় আটটা পঁয়তাল্লিশে (ওভার অবশ্য কমেনি)। মেঘলা আবহাওয়ায় টসে হার দিয়ে শুরু আজিঙ্কা রাহানের। আশঙ্কা সত্যি করে বরুণ নেই। গত চার ম্যাচ জয়ে বরুণের রহস্য-স্পিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এদিন ম্যাচ শুরুর আগেই গুরুত্বপূর্ণ সেই অস্ত্র হাতছাড়া।

বিরাটদের রান তাড়ার সময় বরুণের অভাব ভালোমতো টের পাওয়া গেল। লড়াই বলতে তরুণ তুর্কি কার্তিক ত্যাগীর তিন শিকার (৩২/৩)। বরুণহীন সুনীল নারায়ণ (৩১/১) এদিন সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। তার ওপর বিরাট ও পাডিক্কালের ক্যাচ ফেলা বড়লোকি চাল।

আইপিলে সর্বাধিক ২৭৯ ম্যাচ খেলতে নামা বিরাটের (২১ রানের মাথায়) ক্যাচ ফেলেন পাওয়েল। ত্যাগীর বলে অফের দিকে খেলতে গিয়ে বল হাওয়ায় চলে যায়। কিন্তু লাফিয়েও তা তালুবন্দি করতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর বাউন্ডারি লাইনে পাডিক্কালের (২২ রানে ছিলেন) লোপ্পা ক্যাচ ফসকান বৈভব অরোরা। বোলার ক্যামেরন গ্রিন। সুযোগের সদ্ব্যবহারে ভুলচুক করেননি কোহলিরা।

গোলকিপারের ভুলে ড্র আল নাসেরের
খেতাবের অপেক্ষা বাড়ল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ১৩ মে : আল হিলালকে হারাতে পারলেই মঙ্গলবার সৌদি প্রো লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসের। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়েও ছিল তারা। তবুও শেষরক্ষা হল না। রেফারির ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজানোর ১০ সেকেন্ড আগে গোল হজম করতে হয় আল নাসেরকে। গোলটাও হল অদ্ভুতভাবে। আল হিলালের ছোড়া লম্বা থ্রো ইন লাফিয়ে ধরতে গিয়ে দুই হাতের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেন আল নাসের গোলকিপার বেন্টো। মাঠ ছাড়ার পর ডাগআউটে তখন বিস্ময়ে মাথায় হাত রোনাল্ডোর।

২০২৩ সালে আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পরে এখনও লিগ শিরোপা হাতে পাননি রোনাল্ডো। মঙ্গলবার ছিল সুবর্ণ সুযোগ। ৩৭ মিনিটে মহম্মদ সিমাকানের গোলে এগিয়ে যায় তারা। কিন্তু বিপত্তি ঘটে একেবারে শেষলগ্নে। বেন্টোর ভুলে গোল খায় নাসের। এই ড্রয়ে লিগ শীর্ষে থাকা নাসের ৩৩ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। এক ম্যাচ কম খেলে দুইয়ে থাকা হিলালের সংগ্রহ

শেষ মুহূর্তে জয় হাতছাড়া, হতাশ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

৭৮ পয়েন্ট। অর্থাৎ, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ২১ মে দামাকের বিরুদ্ধে জিততেই হবে আল নাসেরকে। ড্র বা হারলেও রোনাল্ডোদের জয়ের সম্ভাবনা থাকবে, সেক্ষেত্রে তাকিয়ে থাকতে হবে হিলালের পয়েন্ট নষ্টের দিকে।

মায়ামিতে মেসির মাইনে দ্বিগুণ

মায়ামি, ১৩ মে : ইন্টার মায়ামিতে মূল বেতন দ্বিগুণ হল লিওনেল মেসির। নতুন চুক্তি অনুযায়ী বেতন বাড়ছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের। মেসি ২০২৩ সালে ৩ বছরের জন্য সই করেছিলেন মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। সেই সময়ের চুক্তি অনুযায়ী মেসির মূল বেতন ছিল ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নতুন চুক্তিতে সেই বেতন এখন দাঁড়িয়েছে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

এর ফলে মেজর লিগ সকারে সর্বাধিক বেতন হয়ে গেল মেসির। দ্বিতীয় সবচেয়ে দামি ফুটবলার সন হিউং-মিন। লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-তে তিনি পাচ্ছেন ১০.৩৭ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, সনের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বেতন পাচ্ছেন মেসি। মোট খরচের দিক থেকেও লিগের বাকি ক্লাবগুলির চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে মায়ামি। ফুটবলার, কোচ এবং বাকি সদস্যদের মাইনের পেছনে মোট ৫৪.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে মায়ামি। যা দ্বিতীয় স্থানে থাকা লস অ্যাঞ্জেলেসের চেয়ে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার বেশি। অন্যদিকে, বেতন বাবদ সবচেয়ে কম খরচকারী দল হল ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। তারা ১১.৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করে।

একাকী প্রস্তুতিতে হার্দিক

মুম্বই, ১৩ মে : তাঁর ভাবনাটা কী? তিনি কি চলতি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে বাকি থাকা ম্যাচগুলিতে আর মাঠে নামবেন? হার্দিক পান্ডিয়া কি মুম্বই দলের অন্দরেই 'একঘরে' হয়ে পড়েছেন? হারিয়ে ফেলেছেন জনপ্রিয়তা?

প্রশ্নের শেষ নেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিককে নিয়ে। তার মধ্যেই শেষ দুই ম্যাচে তিনি মুম্বইয়ের

সঙ্গী বিতর্ক

হয়ে মাঠে নামেননি। বৃহস্পতিবার ধরমশালায় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচেও হার্দিকের খেলার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। সতীর্থদের সঙ্গে ধরমশালায় যাননি তিনি। এমন অবস্থার মধ্যে আজ অনুশীলন শুরু করেছেন হার্দিক। একাকী অনুশীলন। নেটে ব্যাটিং-বোলিংও করেছেন। কিন্তু তারপরও হার্দিককে নিয়ে জল্পনা, বিতর্ক থামার ইঙ্গিত

মুম্বইয়ের রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে অনুশীলনের পর হার্দিক পান্ডিয়া।

নেই। বরং তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শুধু তাই নয়, অধিনায়কের দায়িত্ব থেকেও হার্দিককে সরিয়ে দিতে পারে মুম্বই, এমন সম্ভাবনার খবরও সামনে আসতে শুরু করেছে।

চলতি উনিশ নম্বর আইপিএলে ১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট মুম্বইয়ের। প্লে-অফ সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় বাকি থাকা ম্যাচ সূর্যকুমার যাদবদের জন্য এখন নেহাতই নিয়মরক্ষার। তার আগে হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনায় ডুবে রয়েছে দুনিয়া। দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ের কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে জানিয়েছিলেন, হার্দিকের পিঠে চোট রয়েছে। সেই চোটের কারণেই তিনি মুম্বইয়ের হয়ে শেষ দুই ম্যাচে খেলেননি বলে মনে করা হয়েছিল শুরুতে। যদিও সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলাচ্ছে। ১১ ম্যাচে মাত্র ১৪৬ রান করার পাশে বল হাতে ৪টি উইকেট পেয়েছেন হার্দিক। তাঁর দলের জন্য চলতি আইপিএল যেমন খারাপ গিয়েছে, তেমনই নেতা হার্দিকের জন্যও দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে চলতি প্রতিযোগিতা। আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি দল হার্দিককে দলের নেতৃত্বের পদ থেকে সরিয়ে দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার। সম্ভাবনা কিন্তু ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

টেস্টে বৈভবকে নিয়ে সংশয়ে এবি

জোহানেসবার্গ, ১৩ মে : ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা কে? সহজ জবাব, বৈভব সূর্যবংশী।

বয়স মাত্র ১৫। কিন্তু তাতে কী? বৈভব ইতিমধ্যেই ক্রিকেট সমাজে হইচই ফেলে দিয়েছেন। ব্যাট হাতে বিপক্ষের বোলারদের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন। অনায়াসে চার-ছক্কা হাঁকাচ্ছেন।

বৈভবের প্রতিভা নিয়ে কারও কোনও সংশয় নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোরকে নিয়ে প্রশংসারও শেষ নেই। এমন প্রশংসার আবহের মধ্যেই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডিভিলিয়ার্স লাল বলের ক্রিকেটে বৈভবের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। প্রাক্তন ইংরেজ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের পডকাস্টে হাজির হয়ে আজ টেস্টে বৈভবের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ

ব্যাটিংয়ের মতোও রুটি সেঁকাতেও সাবলীল বৈভব সূর্যবংশী।

করেছেন তিনি। ডিভিলিয়ার্সের কথায়, 'কোনও সন্দেহ নেই বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। ইতিমধ্যেই ও নিজের স্কিল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এখনও ওর বয়সটা বড্ড কম। আমি দেখতে চাই, ক্রিকেটের বাকি ফর্ম্যাটে ও কেমন করে।'

রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলের আঙিনায় ইতিমধ্যেই ১১ ম্যাচে ৪৪০ রান করে ফেলেছেন বৈভব। স্ট্রাইকরেট ২৩৬.৫৫। সাদা বলের টি২০ ক্রিকেটে বৈভব এখনই দারুণ সফল হলেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যর্থতাই সঙ্গী হয়েছে বৈভবের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের আট ম্যাচের ১২ ইনিংসে এখনও পর্যন্ত বৈভবের সংগ্রহ মাত্র ২০৭ রান। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে সাদা ও লাল বলের ক্রিকেটে বৈভবের যাত্রাপথের ফারাকের কথা। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে এবিডি আজ বলেছেন, 'আমি জানি না ক্রিকেটের বাকি ফর্ম্যাটে বৈভব কেমন পারফর্ম করবে। টি২০ ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই সফল বৈভব। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চাই, লাল বলের টেস্টে কেমন করে ও। জানি না কবে ভারতীয় টেস্ট দলে বৈভব সুযোগ পাবে। যখনই সুযোগ পাক, বৈভবের ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

কেন এমন কথা বলছেন ডিভিলিয়ার্স? নিজেই তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক জানিয়েছেন, যখন লাল বলের টেস্টের আসরে হাজির হবে বৈভব, দেখবে ক্রিকেট খেলাটা অনেকটাই আলাদা। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক বলছেন, 'টি২০ ক্রিকেটের আঙিনাটা চেনা হয়ে গিয়েছে বৈভবের। কিন্তু একদিনের ক্রিকেট বা টেস্টের সম্পর্কে ওর কতটা ধারণা রয়েছে, আমি জানি না। যখন ও লাল বলের ক্রিকেটে সুযোগ পাবে, দেখবে ক্রিকেটের ভিন্ন একটা দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। আমি বৈভবকে লাল বলের ক্রিকেটের দুনিয়ায় দেখতে চাই।'

প্রেমিকাকে নিয়ে বাসে অর্শদীপ

চণ্ডীগড়, ১৩ মে : চলতি আইপিএলে ক্রিকেটারদের 'গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি' নিয়ে আগেই কড়া অবস্থান নিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। দলের শৃঙ্খলা ও ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় খোদ বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিতর্কে জড়ালেন পাঞ্জাব কিংসের তারকা পেসার অর্শদীপ সিং।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরে প্রেমিকা সামরিন কাউরের হাত ধরে হাঁটছেন অর্শদীপ।

তোয়াক্কা করলেন না বোর্ডের

শুধু তাই নয়, অভিযোগ, এরপর নাকি তাঁরা দুজনে একসঙ্গেই পাঞ্জাব কিংসের টিম বাসে ওঠেন। এমনকি সামরিনকে টিম হোটেলেও অর্শদীপের সঙ্গে দেখা গিয়েছে বলে খবর।

বোর্ডের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সঙ্গীদের দলের সঙ্গে ভ্রমণ বা টিম বাসে ওঠার ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ রয়েছে। ফলে এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না পাঞ্জাব কা পুত্তর? চলতি আইপিএলে ১১ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়ে দলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হলেও, তাঁর এই বিতর্কিত আচরণের ওপর কড়া নজর রাখছে বিসিসিআই। প্রয়োজন হলে আগামী দিনে বড়সড়ো পদক্ষেপও করতে পারে বোর্ড।

ইস্তফা দিচ্ছেন না রিয়াল প্রেসিডেন্ট

মাদ্রিদ, ১৩ মে : রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিলেন ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। মঙ্গলবার এক জরুরি সাংবাদিক সম্মেলনে ৭৯ বছরের পেরেজ জানান, তিনি পদত্যাগ করবেন না, বরং নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দেবেন। তাঁর বিরুদ্ধে চলা অপপ্রচার এবং ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ভুয়ো খবরেরও তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি।

চেলসির কোচের দৌড়ে অলন্সো

লন্ডন, ১৩ মে : চেলসির পরবর্তী হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন জাবি অলন্সো এবং আন্দোনি ইরাওলা। লিডসের কাছে হেরে লিয়াম রোজেনিয়র বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই নতুন কোচের সন্ধানে রয়েছে চেলসি। বেয়ার লেভারকুসেনকে বুন্দেশলিগা জেতানোর পর রিয়াল থেকে বরখাস্ত হওয়া অলন্সো এবং মরশুম শেষে এএফসি বোর্নমাউথ ছাড়তে চলা ইরাওলাকে পছন্দ চেলসি ম্যানেজমেন্টের।

চাপ বাড়লেও ইতিবাচক লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইন্টার কাশীর সঙ্গে ড্র। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কঠিন হয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্ক। সবুজ-মেরুন কোচ সের্জিও লোবেরার ওপর চাপও কি ক্রমশ বাড়ছে? দলের জেতার খিদে, মানসিকতা থেকে সুযোগ নষ্টের বহর, এমন বেশ কিছু বিষয় মঙ্গলবার ম্যাচের পর চিন্তিত দেখাল লোবেরাকে। স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আমি কোচ, তাই এই পারফরমেন্সের দায় এড়াতে পারি না আমি। আমরা আশানুরূপ ফল পাইনি। কিন্তু সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শেষ পর্যন্ত দুইটি ম্যাচ আমাদের হাতে আছে, চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা আমাদের ওপরই নির্ভর করছে। আমাদের পাওয়া সুযোগগুলি কাজে লাগাতে হবে।' ইন্টার কাশী ম্যাচ নিয়ে লোবেরার বিশ্লেষণ, 'প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিট আমরা নষ্ট করেছি। আমাদের জেতার খিদে থাকতে হবে। সুযোগ পেলে আমাদের আরও নিখুঁত হতে হবে।' স্প্যানিশ কোচের ওপর চাপ বাড়লেও তিনি নিজে বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখছেন। লোবেরা বলেছেন, 'আমি এটাকে চাপ হিসেবে দেখছি না। পরিস্থিতি এখন আর আগের মতো নেই, কিন্তু আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে। কারণ সবকিছু আমাদের হাতেই আছে। পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতলেই আমরা চ্যাম্পিয়ন। তবে তারজন্য আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে।'

প্রি-কোয়ার্টারে সিন্ধু, সাতচি

ব্যাংকক, ১৩ মে : থাইল্যান্ড ওপেনে পুরুষদের ডাবলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। প্রথম রাউন্ডে তারা ২১-১৯, ২১-২৩, ২১-১০ পয়েন্টে ইন্দোনেশিয়ার মুহ পুত্রা এরউয়ানশ-বাগাস মাউলানাকে হারিয়েছেন। সুখবর এনেছেন পিভি সিন্ধু ও কিদাম্বি শ্রীকান্তও। সিন্ধু ৩৩ মিনিটে ২১-৯, ২১-১২ পয়েন্টে চাইনিজ তাইপের তুং চিউ-তং-কে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্তেরও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ঘাম ঝরাতে হয়নি। তিনি ৩০ মিনিটে ২১-১৪, ২১-১৫ পয়েন্টে সিঙ্গাপুরের লোহ কিন ইউয়ের বিরুদ্ধে জয় পান। তবে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের নতুন তারকা আয়ুষ শেট্টি। তিনি ১৩-২১, ২১-১৭, ৪-২১ পয়েন্টে জাপানের কোদাই নারাওকার কাছে হেরেছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা শিবশঙ্কর পাল - কে

14.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88K 51340 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা ছাড়াও বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে সাহায্য করে। টিকিটের দাম খুবই কম এবং যা সকলের সাধ্যের মধ্যে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি এবং এক কোটি টাকা জিতেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন কৃশ-অভয়

উত্তরের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় পুরুষদের ডাবলস ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হলেন ইংরেজি বিভাগের কৃশ দে-অভয় ঠাকুর। রানার্স রিওয়াস ভুজেল-প্রিয়াংশু সিং। মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন ম্যাথমেটিক্সের শুভচ্ছা পান্ডে। রানার্স হয়েছেন কেমিস্ট্রির সমীক্ষা রাই। পুরুষদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন সেন্টার ফর হিমালয়ান স্টাডিজ। রানার্স ডিএলএলই। পুরুষদের রোড রেসে প্রথম ইতিহাস বিভাগের আরেন লেপচা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে নিশের সুব্বা এবং প্রণয় সুব্বা। মহিলাদের রোড রেসে প্রথম সালু রায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রূপা ছেত্রী এবং সুহানা দোরজি। বৃহস্পতিবার আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট শুরু হবে।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেট বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা মাঠে শুরু হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ঘোষিত শিলিগুড়ি দলে রয়েছে প্রবীণ ছেত্রী, দিব্যাংশ সেন, অরিত্র চট্টোপাধ্যায়, যুবরাজ সিং, নিরুপম বর্মন, তহসিন রাজা রহমান, মৈনাক দে, রোশন শা, রোহিত শা, দিব্যাংশ শর্মা, ধ্রুব পট্টনায়েক, অংশ শা, অনুপ বর্মন, তানিশ সরকার ও সুমনকুমার মাহাতো। টেকনিকাল ডিরেক্টর তথা কোচ ধ্রুবজ্যোতি বল চৌধুরী ও তোতা শেখ। ম্যানেজার অরুণাভ চক্রবর্তী। আগামীকাল শিলিগুড়ির প্রতিপক্ষ উত্তর দিনাজপুর। এই গ্রুপের অন্য দল হুগলি।

মোমবাতি জ্বালিয়ে ও ছবিতে মালা দিয়ে টুটু বোসকে শ্রদ্ধা জানানো হল।

টুটুকে শ্রদ্ধা শিলিগুড়ি মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : প্রবাদপ্রতিম ক্রীড়া সংগঠক স্বপনসাধন বোসের (টুটু) মৃত্যুতে শোকাহত বাংলার ক্রীড়াজগৎ। টুটুবাবুকে বুধবার স্মরণ করল শিলিগুড়ি মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাব। এদিন বাঘা যতীন পার্কে ফ্যানস ক্লাবের সভাপতি চিরঞ্জিত বসু, সচিব বিল্টু পাল সহ অন্য সদস্যরা টুটুবাবুর ছবিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ১ মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়। ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের তরফেও টুটু বোসকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

আমূল দুধের দামের পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রকার	SKU	বর্তমান এমআরপি* (₹)	নতুন এমআরপি* (₹)
আমূল স্লিম 'এন' ট্রিম	500 মিলি	26	27
	1 লিটার	51	53
আমূল তাজা	500 মিলি	29	30
আমূল গরুর দুধ	500 মিলি	30	31
আমূল শক্তি	500 মিলি	32	33
	1 লিটার	63	65
আমূল গোল্ড	500 মিলি	35	36

*এমআরপি (সব কর সমেত) প্রধান দুধের ভিন্নতায় / প্যাকে।

নতুন দাম কার্যকরী হবে 14 মে, 2026 সকাল থেকে শিলিগুড়ি এবং এর পার্শ্ববর্তী বাজারে।

আমূল দুধ

শর্তাবলী প্রযোজ্য।

Amul The Taste of India

ক্রমাগত দুধ উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা দুধের দাম বাড়িয়েছি। বিশদ জানবার জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করুন: 1800-258-3333 এবং ইমেল: customercare@amul.coop